



প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫০

দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৫২

তৃতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—গিরীন্দ্রনাথ সিংহ

দি প্রিন্টিং হাউস

২০, কালিদাস সিংহ লেন

কলিকাতা—৯

রুক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দেড় টাকা

শিল্পীপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
প্রীতিভাজনেষু

লাভপুর, বীরভূম
১০ আষাঢ়, ১৩৫০

}

পরিচয়

ধনদা প্রসাদ

প্রমদা

জ্ঞানদা

কালীচরণ

তাবাচরণ

ভীম ভল্লা

অৰ্জুন

ফুর বাগদী

গুরুচরণ সাহু

রাজা মিয়া

জমিদার

ঐ বড় ছেলে

ঐ ছোট ছেলে

লাঠিঘাল বাগদী

ঐ পুত্র

বাগদী (তাবাচরণের শশুর)

ঐ পুত্র

ছিঁচকে চোর

মহাঙ্গন

তাবাচরণের বন্ধু

দারোগা, ইন্স্পেক্টর, জমাদার, জজ, জুনি, উকিল, পুরোহিত, গমস্তা,

ঢোলকদার, কন্সটেবল প্রভৃতি ।

টগব দাসী

পদ্ম

জয়া

কালীচরণের স্ত্রী

কালীর বিধবা ভগ্নী

ভীমভল্লার কন্যা (তাবাচরণের স্ত্রী)

জয়ার সঙ্গিনীগণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময়—১৮৭১ সাল

পায়বাবদেব কাশাবাড়ি : মন্দিরবদ সন্ধ্যা নাট্যমন্দির। মন্দিরবদ সন্ধ্যাপট নাট-
মন্দিরবদ বড় চাবেরি থান দেখা গাউনত। দুইটি থামের গায়ে বড় বড় শাণিত থাড়া
হাটো। নাট্যমন্দিরবদ মধ্যস্থল বড় একটি পাকা। কালোমন্দিরবদ মধ্য বড়
পাকা দাঁলত। আরটি হুটুতে। বাসব বড়। সন্ধ্যাক বাজিতেছে। ভিতরে
হাবাত্ত কবিততে পুবেতিত। প্রায়বদা বনদাঃসাদ নামাবলা গায় মাদাইয়া
হাঃ : আব কতকতাব বোক। আব ত শো হুটুটে লোকগুলি চলিয়া গেল।
সন্ধ্যাপদ নাট্যমন্দিরবদ এখানি বিছানা আঃনব উপ বসিল। সন্ধ্যা একটি
প্রদীপ এবং সাক্ষাৎঃব হাঃজন।

নন্দ। অনন্দ, অনন্দ, অনন্দময়ী মা।

উপবেশন

পুৰোহিত মন্দিরদ্বার বন্ধ কবিত্ত আবস্ত করিল

বনদা। অতিথিগালায় আজ অতিথি ক'জন ভটচাক্স ?

সাক্ষাত্তোর আযোজনগুলি গুছাটিয়া লইতে আবস্ত কবিল

ভট্টা। আজ্ঞে হুজুব, দিনেব বেলায় থাবা এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই
সন্ধ্যার পূর্বেই চ'লে গেছেন। সন্ধ্যাব পূর্বে কেবল একজন
এসেছেন।

ধনদা। তাঁর প্রয়োজনমত ব্যবস্থা হয়েছে সমস্ত ?

ভট্টা। আয়োজন সবই ক'রে রেখেছি হজুর, কিন্তু এসেই যে তিনি কোথায় গেলেন—

ধনদা। কোথায় গেলেন মানে ? কোন কাবণে অসন্তুষ্ট হয়ে চ'লে যান নি তো ?

ভট্টা। আজ্ঞে না। সন্ন্যাসী নাতুষ—বোধ হয় গঙ্গার ঘাটে-টাটে গিয়ে থাকবেন।

ধনদা। খোঁজ কর, এখনি খোঁজ কর। আলো নিয়ে দেখ।

ভট্টা। এই যাই হজুর।

প্রস্থান

ধনদা। কি আশ্চর্য্য ! অতিথি কোথায় গেল খোঁজ-খবর রাখ না তোমরা ?

রঙ্গমঞ্চের এক প্রান্তের ধামের পাশে আপাদমস্তক আবৃত একটি লোক শুইয়া ছিল।
লোক। কোথাও যাই নি আমি। আমি এই আছি।

সে উঠিয়া বসিল এবং আপাদমস্তক আবরণের চোখ দুইটি শুধু খুলিল।

ধনদা। কে ? কে তুমি ?

লোক। আমিই সন্ধ্যাবেলায় এসেছি হজুর।

ধনদা। ই্যা ই্যা। কিন্তু কে তুমি ? তোমার গলার আওয়াজ আমার চেনা মনে হচ্ছে।

আলো নইয়া অগ্রসব হইল এবং মুণ্ডের কাছ ধরিল।

কে ? কে ? কে তুমি ?

প্রদীপের আলোটা নিবিয়া গেল। লোকটা হাসিয়া উঠিল সশব্দে

ধনদা। আলো ! আলো ! আলো !

লোক। ওয় পেলো হজুর ?

ধনদা। না না, ভয় পাই নি কিন্তু তুমি—তুই—তুই—

লোক। ই্যা, আমি কালীচরণ।

ধনদা। কালীচরণ? কেলে? তুই বেঁচে—

লোক। ই্যা ই্যা, আমি বেঁচে আছি। ভয় পেও না হুজুর, আমি ভূত নই।

ধনদা। আলো! আলো! আলো!

লোক। না না আমাকে চিনতে পাববে। আমি ফেরারী—

আলো হাতে (চৌকা লঠনেব মধ্যে বড় প্রদীপ) পূজকের প্রবেশ

পূজক। হুজুর!

ধনদা। লঠনটা এইখানে রাখ। আলোটা নিবে গেছে।

পূজক। আজ্ঞে, অতিথিকে—

ধনদা। আছে, আছে। তার সঙ্গেই আমি কথা বলছি।

পূজক। আমি চারিদিক—

ধনদা। তুমি যাও এখান থেকে।

পূজক। আজ্ঞে, ঔর সেবার আয়োজন—

ধনদা। আমার মহলে। অশ্রমাব সঙ্গে খাবেন অতিথি। বাড়িতে

বউমাকে ব'লে যাও তুমি।

পূজক। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

ধনদা। এইবার তোব মুখেব কাপড় খোল্ কেলে, তোকে একবার

দেখি। আজও গিন্নী বেঁচে থাকলে বড় খুশি হতেন কালী।

কালীচরণ ধনদাবাবুকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া মাথাব মুখেব কাপড় গুলিল এবং হাসিল

ধনদা। তেমন টাঙ্গিব মত গোফ-জোড়া কামিখে ফেলেছিস কেলে?

সেই গালপাট্টা, সেই বাবরি চুল, সব কামিখে ফেলেছিস বেঃ?

কবেছিস কি?

কালী। চিনতে পাবলে কোম্পানি ফাঁসি লটকে দেবে হুজুর, তাই কামিয়ে ফেলতে হ'ল।

ধনদা। ফাঁসি লটকে দেবে? কেন, আবার কি কবেছিল তুই?

কালী। সেপাই-হাঙ্গামায় মেতে গিয়েছিলাম হুজুব।

ধনদা। মিউটিনিতে?

কালী। আজ্ঞে ইয়া। কোম্পানির গোবাব সঙ্গে লড়াই করেছি হুজুর।

পাঁজবাব পাশ দিয়ে একটা গুলি চ'লে গিয়েছিল। এই দেখ দাগ।

ধনদা। পনরো বছর আগে ইংবেজী ১৮৫৭ সালে মিউটিনি, তখন তো তোব ভেলে থাকবাব কথা ক'লে। লাট কাষ্টগড়ার সীমানা নিয়ে লঙ্কায় তোর না সাত বছরবে ভেল হয়? সে দাঙ্গা ১৮৫৪ সালে, তোর খালাস পাবাব কথা ৬১ সালে।

কালী। সেপাইবা ক্ষেপে উঠে ভেল খুলে দিয়েছিল, কয়েদীরা বেরিয়ে পড়ল। কতক যোগ দিলে সেপাইদের সঙ্গে, অনেকে চ'লে গেল বাড়ি। আমাব হুজুব কেমন মাতন লেগে গেল। আমি ভিড়ে গেলাম সেপাইদের দলে। তারপর আজ পনরো বছর ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। তারপর আব থাকতে পারলাম না। এলাম, একবাব দেখতে এলাম। ইচ্ছে ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে চ'লে যাব। কিন্তু বুকটা টনটন করছে হুজুব। যেতে মন চাইছে না। ছেলে, মেয়ে, পরিবার, ঘর, ভিটে, গাঁ, তুমি—হুজুর, যাবার কথা মনে হ'লে—এই দেখ হুজুর, আমার চোখ ফেটে জল এসেছে। ধর, আলোটা তুলে ধর, দেখ।

ধনদা। ভয় নেই কালীচরণ, রাজ্য এখন আর কোম্পানির নয়। ভারতের মহারানী এখন কুইন ভিক্টোরিয়া। তিনি ঘোষণা ক'রে সব মাফ দিয়েছেন। তোকে পালাতে হবে না, লুকিয়ে ফিরতে হবে না, তুই থাকবি, যেমন ছিল তেমনই থাকবি।

কালী। মহারানীর জয় হোক। তুমি সত্যি বলছ হজুব ?

ধনদা। ভয় নেই তোরা, আমি বলছি।

কালী। পায়ে ধুলো দাও হজুব। তুমি রাজ্যেশ্বর হও। আজ তিন দিন আমি এসেছি হজুব। বোজ রাতে ভেবেছি, চ'লে যাই। কিন্তু পারি নি। সোনার চাঁদ ছেলে, হজুর, ডল্লা বাগদীব ছেলে তাবাচরণ আমাব নেকাপড়া শিখেছে, গান, বাঁধে, কবি গায়। পবিবার টগরকে দেখলাম হজুব, সিঁথিব সিঁথুব ডগডগ করছে। আমাদের ঘরেব মেয়ে, আজ চোদ্দ বছর স্বামী ছেড়ে আছে, দেখলাম, আমাব লাঠিটাকে তেল সিঁথুব দিয়ে পূজা কবে। ছুংগের মধ্যে ছুংখ, পদ্ম ম'বে গিয়েছে। পদ্ম আমাব সোনার পদ্ম, ফুটফুটে গোবা রং, তেমনই চোখ, তেমনই নাক। আমি যখন জেলে যাই, তখন পদ্ম সাত বছরব। সে কি কাল্লা পদ্মব পদ্ম আমার বোন হ'লে কি হবে, আমাব মেয়ের বয়সী। যা আমার হাতে হাতে দিয়ে গিয়েছিল পদ্মকে।

ধনদা। (দ্বা গলায়) কালী !

কালী। হজুব।

ধনদা। (অন্তমনস্ক ও চিন্তাশ্রিত হইয়া উঠিয়াছিল) তাই তো কালী, তাই তো রে !

কালী। কি হ'ল হজুব ? কোন কাজ ভুলেছ বুঝি ?

ধনদা। না।

কালী। তবে ?

ধনদা। তুই এক কাজ কর কালী। তুই—। কালী, তুই আমাদের লাট রত্নপুরে গিয়ে বাস কর। এ গ্রামে থাকা তোরা ঠিক হবে না।

কালী। কেন হুজুর? (ধনদা নীরব) ও হুকুম তুমি ক'রো না হুজুর।
 হুজুর, আমার পবিবাব-ছেলেব মায়াতেই কি শুধু ফিবেছি মনে
 কবছ? তুমি তো জান, বেটাছেলে মবদ, দ্বীপাস্তুরে গিয়ে
 যেইখানেই কত জনা বিঘে ক'বে বাস কবে। আমার এই গাঁ,
 আমার পিতৃপুরুষেব ভিটে - আজ সাত বছর অবস্থ আমার মনে
 পড়েছে। হুজুর, সেদিন চাঁদনী বাতে শগন গাঙের ওপারে এসে
 সাড়ালাম, তখন গাঙা ঢুকল পাথাব। গাঙে টানেব কলকল শব্দ
 শুনে আমার বুক ও শিউরে উঠল। থমকে দাঁড়ালাম। একবার
 ডাবলাম, বিনে যাই। তাৎপব চাঁদনী বাতে বুড়োশিবের মন্দির
 চড়োব পানে তাকালাম, তোমাদেব দুধবরণ চিলেকোঠাপ ছাদ
 কলমল কবছে দেখলাম। আমাদেব পাড়ার অশথগাঙেব ডগাটা
 দেখলাম হিলহিল ক'লে বাতাসে কাঁপছে। হুজুর, গাঙের জলেব
 এক যেন আর শুনতে পেলাম না। চাঁদনী বাতে ঢুকল পাথাব
 জল চোখে যেন দেখতে পেলাম না। বৃকেব মধ্যেটা আনচান
 ক'বে উঠল। 'জয় কালী' ব'লে কাঁপ দিয়ে পড়লাম নদীতে।
 সোজা সাঁতাব কেটে এসে উঠলাম তোমাদেব অন্দরেব ঘাট—
 বউমানিকেব ঘাটে। গাঁ ছাড়তে ব'লো না হুজুর। জোড়হাত
 করছি তোমাকে।

ধনদা। না না না, সে কথা নয় কালীচরণ।

কালী। হুজুর, তুমি কি বলছ, আমি বুঝতে পারছি না।

ধনদা। পদ্মর মৃত্যুর খবর তোকে দিলে টগর—তোার পবিবার?

কালী। ই্যা, বললে, কলেবা হয়ে—

ধনদা। কালী, তোকে ব্রতপুরে গিয়েই বাস করতে হবে। সেখানে
 তোকে আমি পঁচিশ বিঘে জমি দোব।

কালী। ও। আমার চাকবান জমি কেড়ে নিয়েছ হজুর, তাই বলছ ?
যা কেড়ে নিয়েছ, তাই ফিবে দিলে তোমার মাথা হেঁট হবে।
বুঝেছি হজুর।

মনদা। হ্যাঁ, তোব পাইক-সদ্বাবী চাকবান জমি বাজেয়াপ্ত হয়েছে—
হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালীচরণ।

কালী। দোষ তোমাব হয়েছে হজুর। আমাব বাণী দ্বীপান্তরে মরেছে
হজুবদের চণ দগলেব দাদ্রার মামলষ, অম্মার হ'ল সাত বছর
মেযাদ। তবে অন্তে না বুকুক, আমি জানি, তুমি কেন আমার
চাকবান কেড়ে নিয়েছ।

মনদা আশ্রয় হইয়া কালীব মুখেব দিকে চাহিল

মনদা। তুই জানিস্ কালীচরণ ?

কালী। তুমি তারাচরণকে জব্দ করবাব জন্তে কেড়ে নিয়েছ জমি, সে
আমি জানি। সেই কথাই আমি বললাম তারাচরণকে—বেটা
তুমি হয়েছ দৈত্যকুলের পেহ্লাদ, লাঠিবাণ বাগদীর ছেলে—লাঠি
ছেড়ে কবিঘাল হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, তঃখ তোমাব হবে না ?

মনদা। অঃ ! কালী !

কালী। হজুর।

মনদা। চূপ কর্ তুই, চূপ কর্।

কালী। কতকাল পরে হজুবের পায়েব তলায এসে পড়েছি, অভয়
পেয়েছি, আজ আর চূপ করতে পাবছি না হজুব। শোন শোন
হজুর, তাবাচরণ কি বললে শোন, নিজে বেধে একথানা গান
শোনালে আমাকে। বেটাব গানখানি বড মিঠা হজুর।
গানখানিও বেশ, সুন্দর গান—“যে বাঁশেতে লাঠি হয় রে মন,

সেই বাঁশে হয় মোহনবাঁশী।” হুজুব, হতভাগ্য কর্মক্ষেত্রে শাপভ্রষ্ট হয়ে আমার ঘরে বাগদৌ-বংশে এসে পড়েছে। গান শুনে আমি আর কিছু বলতে পাবলাম না তারাচরণকে। (হাসিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) তা তারাচরণ হুজুবের কাজ করে নাই, জমি কেড়ে নিষেছ, এইবার আমি ফিবে এসেছি, আবাব লাঠি ধ'বে হুজুব-সরকারেব কাজ কবব, আমাকে জমি ফিবে দেবে। কাছাবিতে সবারই সামনে আমি তোমার পায়ে ধ'বে চেয়ে নেব।

একটি তকণী মাঝে মাঝে আলোব মধ্যে ছুটিয়া ধনদাপ্রসাদের
পায়ে আছাড খাইয়া পড়িল

পদ্ম। বাবু, বড়বাবু! বিচাব কব বড়বাবু, বিচাব কব।

কালী। (চমকিয়া) কে? কে?

ধনদা। (কালীচরণকে) স'বে যা, তুই এখান থেকে স'রে যা—

কালীবাড়ি বাইবে। আমি আসছি। তুই স'বে যা।

তকণীট কালীচরণেব বষ্ঠনব স্তম্ভিয়া উঠিয়া বসিল

পদ্ম। দাদা!

ধনদা। (ধমক দিয়া বলিলেন) কালীচরণ।

কালী। প—দ্ম।

ধনদা। (অধিকতর কটুতার সহিত বলিলেন) কলে!

কালী। পদ্ম! পদ্ম! পদ্ম!

ধনদা। হ্যাঁ, পদ্ম। পদ্ম এখন ভৈরবী। তুই বাইরে যা কালীচরণ।

কালী। ভৈরবী! ও! বাগদিনীর গায়ে ভৈরবী-গোবর মাখিয়েছ?

বোষ্টমী এখন বুঝি তোমার বাগান-বাড়িতে থাকে?

ধনদা। কালীচরণ, তুই বাইরে যা।

কালী। তোমাব লজ্জা হচ্ছে হুজুর? তোমার লজ্জা হচ্ছে?

(হা-হা কথিয়া হাসিয়া উঠিল। সহসা হাসি থামাইয়া) ও,

এইজন্তেই বুঝি তুমি বলছিলে লাট পতনপূবে গিয়ে থাকতে?

ধনদা। বল্ তোব পদ্ম, কি হয়েছে? আগে বল্, তাবপব দাদাব মুখেব দিকে তাকাবি।

পদ্ম। কি হয়েছে? এট দেখ।

সে তাহাব বাহমুলের কাপড় তুলিল, সেখানে কয়েকটা চাবুকেব আঘাতের চিহ্ন

ধনদা। আঃ! কে—কে মেনেছে এমন কবে? কে?

পদ্ম। বলব? বল, বিচান কববে?

ধনদা। বল্, বল্, আগে বল্।

পদ্ম। বড় খোকাবাবু।

ধনদা। বড় খোকাবাবু? প্রমদা?

পদ্ম। ই্যা।

ধনদা। কিন্তু কেন?

পদ্ম চুপ করিয়া বহিল

ধনদা। পদ্ম।

কালী। ছেড়ে দাও বাবু, ও কথা ছেড়ে দাও।

ধনদা। পদ্ম।

পদ্ম। আমি পান সাজছিলাম তোমার ভন্তে। খোকাবাবু ঘোড়া থেকে নেমে, বারান্দাষ উঠে আমাকে পান চাইলে। আমি বললাম, এ তোমাব বাবাব পান, তোমাকে সেজে দিচ্ছি আলাদা ক'বে। সে বললে—আমি ওই পানই নোব। আমি দিই নাই, তাই বসিয়ে দিলে চাবুক—চাবুকেব ওপব চাবুক। বড়বাবু, আমি বাগদীব মেয়ে, চাবুকটা আমি কেড়ে নিতে পারতাম। তা ছাড়া, যে কথা

সে আমাকে বলেছে, তা তোমার কাছে বলতে আমারও লজ্জা হয়। কিন্তু সে তোমাব ছেলে বলে—

কালী হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল

দনদা। তাবা, তাবা মা!

দনদা থামে ঝুলানো খাঁড়াখানা টানিয়া লইল

কালী। (হাসি থামাইয়া) বডবাবু!

দনদা। পথ ছাড় কৈলে। এতনড পাপ—

কালী। পাপ তাব নহ বডবাবু, পাপ তোমার।

দনদা। প্রদর্শনকে কেটে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব আমি, পথ ছাড়।

কালী। খাঁড়াখানা ছাড় আগে।

দনদা। কৈলে।

কালী। (খাঁড়াখানা বাড়িয়া লইয়া আসিল) এক আখড়ায থেলেছি

বডবাবু, আমাব চেয়ে তোমার কম জোব ছিল না। কিন্তু ব'সে ব'সে থেয়ে তোমার ঝুড়ি বেড়েছে, সে ক্ষমতা তোমার আর নাই।

আর--আব—বডবাবু, মহাপাপ—তুমি মহাপাপ কবেছ।

দনদা। তুই যা জানিস না কৈলে, তা নিয়ে কথা বলিস নি। পদ্যকে আমি তত্ত্বমতে

কালী। খাম বডবাবু। খাঁড়াখানাব শানেব পালিশ চকমক করছে।

মুখ দেখা যায়। একবার দেখ দেখি নিজের মুখ এই আলোর কাছে পরেছি, দেখ, দেখ।

দনদা। কি বলছিস তুই?

কালী। তাকিয়ে দেখ বডবাবু, তাকিয়ে দেখ। মুখে আমি বলছি না; বলতে পারছি না।

দনদা। না। মুখেই বল তুই কি বলছিস। কি হয়েছে আমার মুখে? বল।

কালী। শুনবে তুমি ? শুনতে পাবে ?

দাদা। প্রমদা জ্ঞানদার ছোট গুণদাকে মনে আছে তোর ? ষোল বছরের গুণদা আব গিন্নী একদিনে কলেরায় ম'রে গিয়েছিলেন। তখন আমি মফস্বলে। খবর শুনলাম তখন আমি কাছারি করছি। কাছারির কাজ শেষ ক'বে ঘোড়াষ বাড়ি ফিরেছিলাম। লোকে বলেছিল, আমি পাগল। সেই পাথুবের মুখে কি দাগ পড়েছে—বল্ শুনি ? মুখে আমার কি হয়েছে বল্ ?

কালী। তবে এস, মা কালীর নাটমন্দির থেকে নেমে এস। তা ছাড়া, (পথেব দিকে চাহিয়া) না—পদ্মব সামনে—না। এস, নেমে এস। এই নাও, খাড়াগানা আমি ফেলে দিচ্ছি।

দাদা। (হা-হা কবিয়া হাসিয়া) থাক থাক, খাড়া তোর হাতেই থাক। চল্, কি বলচিস তুই শুনি।

কালী। এস।

কালীচরণ ও ধনদা নাটমন্দিরব বাহিরে প্রস্থান করিল

পদ্ম সমুপস্থিত পদক্ষেপে শেখ পাশের অ ডাল আসিয়া দাড়াইল

নেপথ্যে ধনদা। (চিৎকার করিয়া উঠিল) কালীচরণ, কালীচরণ!

নেপথ্যে কালী। (উচ্চহাস্য করিয়া বলিল) তাই তো বলছিলাম, মিলিয়ে দেখ, মিলিয়ে দেখ।

নেপথ্যে ধনদা। চুপ চুপ।

নেপথ্যে কালী। বাগদৌর ছেলেব এমনই ফরসা রঙ বড়বাবু, বাগদৌর মেয়েব ওই রূপ—

পদ্ম। (আতঙ্কিতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল) দাদা!

কাপিতে কাপিতে পদ্ম বসিয়া পড়িল

ধনদা প্রবেশ করিলেন

ধনদা। চুপ, চুপ।

কালীর প্রবেশ

কালী। পদ্ম! পদ্ম!

পদ্ম। দাদা! ওই খাঁড়াটা আমার গলায় বসিয়ে দাও দাদা।

কালী। (খাঁড়া ফেলিয়া দিয়া, পদ্মের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিয়া)
না। পদ্ম, তুই আমার সোনার পদ্ম বে। আয়, আয়, বাড়ি
আয়। আমরা নীচ জাত, আমাদের জন্ম পাপ, কর্ম পাপ, পাপের
বোঝা ব'য়ে ব'য়ে আমাদের ঘাড় শক্ত হয়েই আছে। এ বোঝাও
তুই খুব বইতে পাববি। আয়, বাড়ি আয়।

ধনদা। কালীচরণ।

কালী। বড়বাবু!

ধনদা। আমার খাসজোতের উৎকৃষ্ট আউয়ল জমি, পঞ্চাশ বিঘে—
না, একশো বিঘে তোকে দান করলাম।

কালী। দান করলে হুজুর? (হাসিল)

ধনদা। হ্যাঁ। আয় আয়, আমার সঙ্গে, অন্যবে আমার সঙ্গে তোব
খাবার ব্যবস্থা কবেছি—

কালী। ব্যারনে তুমি আছে হুজুর। মাপ কর হুজুর, তোমার তুমি
থেতে আর পারব না। তোমার জমিও তুমি দেবতা-ব্রাহ্মণকে দিও
হুজুর, ও জমির তাতে আমি—আমার বংশ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

উভয়ের প্রস্থান

ধনদা। কালীচরণ, কালীচরণ!

অনুসরণ করিতে গিয়া—নাট্যমন্দিরের সর্বশেষ খাম ধরিয়া দাঁড়াইল, তারপর ফিরিয়া
মন্দিরের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িল

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রামপ্রান্তের পথ

তাবাচরণ, রাজা মিয়া, জমিদারের গোমস্তা

রাজা। যাও যাও, বেশি কথা বলিযো না গমস্তা ঠাকুর। ইয়াব আর
বুলবা কি ? কি বুলব, তারা-ভাই বারণ কবছে। 'লইলে দেখাইতাম
একবাব। মেলা তুমাদের লণ্ডভণ্ড ক'ব্য দিতার্ম।

গোমস্তা। মিয়া সাহেব, কথা আমি তোমাকে বলি নাই। বলছি আমি
তারাচরণকে। তারাচরণ, তুমি দুঃখ ক'বো না। ব্রাহ্মণ বর্ণগুরু—
রাজা। রাখ ঠাকুর, তোমাব বেসামান! বামুন হইছে তো হইছে কি ?
কবি গাইতে আসছে, পবসা লিবে যাব সাথে পাল্লা দিতে বুলবে
তারই সাথে পাল্লা দিবে। কেনে ? আন্টুনী ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রার
মতন কবিয়াল কে আছে শুনি ? তাবাচরণ বাগদৌ হলিও কবিয়াল।
কেনে, তার সাথে পাল্লা দিবে না কেনে ?

গোমস্তা। তারাচরণ, এই মিয়া সাহেবই কি তোমার কথা বলবে বাবা ?
রাজা। হ্যাঁ, বুলবে।

তাবা। রাজা-ভাই, তোমাকে জোডহাত করছি আমি।

রাজা। তুমার অপমান করলে তারা-ভাই, আর তুমি বুলছ চুপ
করতে ?

তারা। ব্রাহ্মণ, আগাদের মাথার মণি রাজা-ভাই।

গোমস্তা। এই। ও অপমান তোমার আলীকাদ।

তারা। (হাসিয়া) কাঁটা—সোনার কাঁটা হ'লেও অঙ্গে বিঁধলে ব্যথা
করে গোমস্তা মশায়। যাক ও কথা, আমি কিছু মনে করি নাই।
আমি বাড়ী যাচ্ছি প্রভু, আমি চ'লে যাচ্ছি।

গোমস্তা। শোন। ধর। (হাত বাড়াইল)

তারা। কি?

গোমস্তা। টাকা। দুটি টাকা বাবু তোমাকে বকশিশ দিয়েছেন।

তারা। বামুনের জুতোর দক্ষিণে লাগে না প্রভু।

গোমস্তা। তা হ'লে আমার দোষ নাই কিন্তু। আচ্ছা, তা হ'লে আমি আসি।

টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে গ্রহান

রাজা। আমি তোমাকে বলছি তারা-ভাই, বামুন তোমাব গান শুণ্ডা হারবার ভয়ে ওই প্যাঁচটি মারলে। বাগদীর ছেলের সাথে—বামুন আমি—পাল্লা দিব না আমি।

তারা। আর কবি গাইব না রাজন, আর কবি গাইব না।

রাজা। হাজার বার গাইবা, লাখো বার গাইবা।

তারা। না, বাবা আমাব সেদিন বলেছিল, ঠিক বলেছিল। বলেছিল কি জান? বলেছিল, বাগদান ছেলে, লাঠিঘালি ছেড়ে কবিঘাল হ'লে তুমি, কপালে তোমার হুঁখু আছে। পিতৃবাক্য ফ'লে গেল।

রাজা। রাগে দুঃখে চোখে আমাব জল আসছে তারা-ভাই।

তারা। এই মরেছ রাজন! কাদবে কি দুঃখে? রাগই বা কিসের? ছেড়ে দাও ও কথা। চামড়ার মুখ ফদকে কত রকম বেণিয়ে যাব : ঢোলের বাঁজি বাঁবা বোল, তাই কত তাল কাটে। যাও যাও, শ্বশুর-বাড়ি যাচ্ছিলে, চ'লে যাও। তোমার রানী-বিবি যুবরাজ-মিয়াকে কোলে ক'রে এতক্ষণ ঘর-বান ক'বে মারা হ'ল।

রাজা। এই দেখ—আমাকে কি বলছ আবার? কি বিবি?

তারা। রানী-বিবি। যুবরাজ-মিষা। তুমি যখন রাজা-মিষা, তোমার
বিবি তখন বিবি-রানী—মানে বেগম।

রাজা। আলবত।

তারা। ছেলে তখন যুবরাজ-মিষা, মানে শাজাদা।

রাজা। বহৎ আচ্ছা ওস্তাদ।

তারা। শোন শোন—

রাজার ঘরের ঘরগী মহাম্মত্‌রা বিধি-বানী,

তিনি খান বড় বড় ফেনী

সর্বলোকে বলে।

বিবির জন্তে মেলা থেকে বড় বড় ফেনী কিনে নিও, বুঝলে ?

রাজা। তাই তো ভাই তাবা, তুমাব সাথে তো পয়সা-কড়ি—

তাবা। আচ্ছা বদবসিক তুমি। শোন, তাবপব শোন—

রাজার বেটা যুবরাজা, তেজাব বেটা মহাতেজা,

থায় সে থাস্তা থাজা গজা—

বিদিত ভূমণ্ডলে।

রাজা। শুন তাবা-ভাই। আগে আমাব কথা শুন।

তারা। বল।

রাজা। তুমাব কাছে পয়সা-কড়ি তো কিছু নাই ?

তাবা। শোন। এইটে বলে—থাব থাব, এইটে বলে—একাথা পাব—

রাজা। থাম তাবা-ভাই, তুমি থাম। তুমাব ভাবনা হব না তারা-ভাই ?

তাবা। তুমি হাসালে রাজন। ঘবে দেখে এসেছি, চাল বাড়ন্ত, মাংসব

রূপোর খাডুটা পর্যন্ত না লুকিয়ে বেচেছে। এতকাল পরে বাবা

ঘবে ফিলল, আমি উপযুক্ত ছেলে, তাকে নিশ্চিন্তি কবতে পারলাম

না। বাবা গেছে বীজনগর সিংহীবাবুদেব বাড়ি—তাদেব নাকি

পাইক-সর্দাবেব দবকাব আছে। বড আশা ক'রে আমি মেলায়
গাওনা কবতে এসেছিলাম! গাওনার পাল্লায় চাটুজ্জ-কবিকে
হাবিয়ে দোব, আমাব নামডাক হবে; তা—চাটুজ্জ মশায় বাগদৌ
ব'লে কবিই গাইলে না আমাব সঙ্গে। আস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—
স্বগ্গে যায় না বাজন।

রাজা। শুন। পর। আমি বুলছি এব।

‘তাবাচরণ হাত দিছু গুঁজিয়া দিল

তাবা। এ কি? এ যে টাক।

রাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাব কাছে দুটি ছিল, তুমি একটি লাও, আমি
একটি নিয়া চললাম।

তাবা। না বাজন।

রাজা। আবে বাবা—দেখ তাবা-ভাই ই গাঁয়েব বেটীবা সব ভাঁজো
পরব লাগাইছে হে। দেখ—কেমন নাচছে দেখ।

তাবাচরণ পিছন ফিবিয়া চাহিতেই রাজা চলিয়া গেল

তাবা। (ঘুঝিয়া) রাজা-ভাই, রাজন! দাঁড়াও, দাঁড়াও।

ভাঁজোর ডালা মাথায পল্লীব নিম্ন শূন্যশ্রীব মেয়েদের প্রবেশ। তাহাবা দুই দলে বিভক্ত

সকলে একসঙ্গে। ভাঁজো আমার—সোনার ভাঁজো—

ও আমাব স্তন্দবী গো!

‘আহুরী লো—এলি ভাদরে—ইদ রাজার অপসরী গো!

তাবাচরণের পুনঃপ্রবেশ

‘ম দলের জয়া। আমার ভাঁজোব গলায় দিব পদ্মশালুক মালা—

লায়ে থেকে আনব সিঁদুর ভাঁজো করবে আঙ্গা—

চাঁদ-কপালে সিঁদুরফোটা—মরি মরি হায়, মরি গো!

২য় দলনেত্রী। তোমার ভাঁজোতে মোর ভাঁজোতে পাতিয়ে দোব সই,

গয়না কিন্তু লারব দিতে মুড়কিমালা বই।

সই—সই—সই পাতালে—নীলপরী লালপরী গো!

১ম দলের জয়া। মুড়কিমালা তোমারই থাকুক, গুড়-মাখানো খই,

আমি ববং কিনে দোব এক পয়সার দই।

নীলপরী কালিন্দী—লাঞ্জে, মবি গুলায় দড়ি লো।

২য় দলের মেয়ে। হ্যাঁলা জয়া দাসী, বলি গোরো রং কারুর হয় না
নাকি?

১ম দলের জয়া। হয় বই, কি। তবে হ'লেই এমনই দেমাক হয়।

“মিনি হলুদে গোরো গা, গরব কেন হবে না?”

২য় দলের নেত্রী। চল্‌ লো, চল্‌, আমবা ভিন ঘাটে ঘট ভ'রে আনি।

কে জানে ভাই, কালো হাতের ছোঁয়া জলের ছিটে লাগে যদি
সুন্দরী গায়ে!

জয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল

তারা। (দ্বিতীয়ার প্রতি) তুমি জবাব দিতে পারলে না ভাই?

জয়ার দলের মেয়ে। ও মাগো! এ আবার কে লো?

জয়া। ‘বন থেকে বেকুল টিয়ে, লাল গামছা মাথায় দিয়ে।’

তারা। (দ্বিতীয়াকে) বল তো আমি জবাব দিয়ে দিই।

জয়া। (গান ধরিল)

নীলপরীর বরাত ভাল, পথে জুটল সয়া—

সইয়ের বদলে সয়া—সবই ভাঁজোর দয়া।

দয়াময়ী ভাঁজো লো, তোমার চরণেতে গড় করি গো!

কলসহ প্রস্থান

তাবাচরণ গাহিল, সঙ্গে সঙ্গে বিতীয়াও গাহিল

নীলপরীর সই জুটেছে, তাই জুটেছে সয়া

আমার ভাঁজোর চেয়ে লো সই, তোমার ভাঁজোই পয়া ।

তোমার গলায় ফুলের মালা—আমাব গলায় দড়ি গো !

দ্বিতীয় দলৈব মেয়েরা হো-হো কবিতা হাসিয়া উঠিল, জয়া ঘুবিষা

‘ আসিয়া তাবাচরণের সঙ্গথে দাঁড়াইল

জয়া । জানিস, আমি বাগদীব মেয়ে ?

তারা । নাকি ? তা জানতাম না, এই জানলাম ।

জয়া । না, এখনও জানতে কিছু বাকি আছে, এই নে, জেনে নে ।

সজোরে চড় কষাইয়া দিতে গেল, কিন্তু তাবাচরণ থপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল । জয়া তৎক্ষণাৎ বাঁ হাত চালাইল, তাবাচরণ সে হাতও ধরিয়া ফেলিল

তারা । (হাসিয়া) ওবে বাপ বে, তুমি বাগদিনী নও, বাঘিনী । ছ’হাতে সমান থাবা চালাচ্ছ ! তবে কি জান, আমিও বাগদীব ছেনে ।

জয়া । হাত ছেড়ে দাও । হাত ছাড় ।

তারা । উহু ।

জয়া । ছাড় বলছি ।

তারা । হাত ডাডলেই তো তুমি ফস্ ক’নে আবাব চড়িয়ে দেবে ?

জয়া । না । ছাড় তুমি ।

তাঁরা হাত ছাড়িয়া দিল । জয়া দ্রুতপদে যাইতে গাইতে ফিরিয়া বলিল

জয়া । পালিও না তুমি ।

তারা । মানে ?

জয়া । বাবাকে দাদাকে ডেকে আনি আমি ।

তারা। ওঃ, তুমি খুব রসিক লোক তো ! আমাকে মার দেবার জন্তে তুমি লোক ডেকে আনবে, আর আমি দাঁড়িয়ে থাকব ? তাব চেয়ে তুমিই তো বলতে পার—তুমি পিঠ পাত, আমি মারব।

জয়া। ভয়ে পালাবে তুমি, কি বকম বাগদীর ছেলে ?

তারা। বুদ্ধিমান বাগদ্বীব ছেলে। তুমি দশজনকে ডেকে আনবে, আর আমি একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাব, বগুদীর ছেলে হ'লেও সে বকম বেকুব নই আমি ;

জয়া। আচ্ছা, পালিয়েই বা কতদূর যাবে তুমি, আমি দেখি। এইখান থেকেই ডাকছি। দাদা ! দাদা ! বাবা।

নেপথ্য-মুখে দাঁড়াইল

কালো মেয়ে। তুমি পালাও। জয়ার বাবা ভয়ানক বাগী, ভয়ঙ্কর লেঠেল।

ওগ চার দাদা, তাপাও ভয়ানক লোক। পালাও তুমি।

তারা। উহু। গোরো মেখে জাত তুগে কথা বলি গেল। বললে—

ভয়ে পালাবে, কি বকম বাগদার ছেলে তুমি ? এব পব পালিয়ে বাবার সামনে দাড়াব কি ক'বে ? কীতিহাটের কালী বাগদীর ছেলে আমি, বাবাব নাম ডোবাতে পাবব না।

কালো মেয়ে। কীতিহাটের কালীচরণ ওল্ল মহাশয়ের ছেলে তুমি ?

তারা। হ্যাঁ।

কালো মেয়ে। তুমি কবিদ্যাল তারাচরণ ?

জয়া কবিদ্যাল

জয়া। তুমি কবিদ্যাল তাবাচরণ ?

তারা। হ্যাঁ গো। কবিদ্যালও বটে, লাঠিয়ালও বটে। ওই যে, বাবা তোমার এসে পড়েছে দেখছি।

লাঠি বেশ করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল

জয়ার বাপের প্রবেশ

জয়ার বাপ। কি রে জয়া? চাঁচাছিলি কেনে রে?

জয়া। বাবা, কবিঘাল তারাচরণ। তুমি আফসোস করছিলে না, মেলায় বামুন কবিঘাল, বাগদৌর ছেলে ব'লে তারাচরণের সঙ্গে পাল্লা দেয় নাই। তুমি খোঁজ করছিলে তাবাচরণের, এই দেখ তারাচরণ কবিঘাল।

জয়ার বাপ। তুমি তারাচরণ? কৌন্তিহাটের কালীচরণের ছেলে? তোমার বাপ আব আমি এক ওস্তাদেব সাকবেদ। আমার নাম ভীম ভল্লা। তারা। আপনি ভীম ভল্লা?

প্রণাম করিল

ভীম। বেঁচে থাক। তোমার বাবা ফিরে এসেছে শুনলাম। কোম্পানির গোয়ারর সঙ্গে নাকি বন্দুক চালিয়ে লড়াই করেছে?

তারা। আজ্ঞে হ্যাঁ। পাঁজরার পাশ দিয়ে একটা গুলিও চ'লে গিয়েছিল।

ভীম। ষাব, একদিন দেখে আসব।

তারা। যাবেন। আপনার পায়ের ধুলো পড়বে, সে তো আমাদের ভাগ্যি।

ভীম। এমন ক'রে কথা আমরা বলতে পারি না বাবা। তুমি ভল্লার ছেলে হয়ে কবিঘাল হয়েছে, কত বড় কথা! কাল রাত্রে মেলায় যখন বামুন বললে—বাগদৌর ছেলের সঙ্গে কবি গাইব না, আসর ভেঙে গেল। কত খোঁজ করলাম তোমার। কিন্তু পেলাম না। এস, আমার বাড়ি এস। আজ থেকে যেতে হবে। আমি নেমস্তন্ন করছি। জয়া। আজ কিন্তু আমাদের ভাঁজো। সমস্ত রাত গানে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে।

তৃতীয় দৃশ্য

কালীচরণের বাড়ী। মেটে ঘর, চারিদিকে দারিদ্র্য স্থপবিস্কৃত। বাহিরে পাঁচিল নাই। পাঁচিলের জায়গায় বেড়া। বেড়ার বাহিরে গ্রাম-পথের সম্মুখে একটি দাওয়া। চারিদিকে গাছ। ছায়া অপেক্ষাও অন্ধকারের আভাস দেয় বেশি। বর্ষের অথচ সমাজের ভায়ে ভ্রাতার মানবাক্সার পশুব মত আত্মগোপন প্রথাসের প্রতিচ্ছায়া এই কপেব মধ্যে প্রতিকলিত

দাওয়াব উপর পদ্ম বসিয়া আছে। স্থির দৃষ্টি, মাটির মূর্তির মত সে বসিয়া আছে। কালীচরণের স্ত্রী টগর—বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ—একটা ঝুড়ি কাঁখে লইয়া প্রবেশ করিল।

ঝুড়িতে কতকগুলি ভাণ্ডা শুকনা ডাল

টগর। (পদ্মকে দেখিয়া দাওয়ার উপর ঝুড়িটা নামাইল। তারপর কাছে আসিয়া সম্মুখে ডাকিল) পদ্ম।

পদ্ম উত্তর দিল না, ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া টগরের দিকে চাহিল।

টগর। এমন ক'রে থাকিস না পদ্ম, তুই পাগল হয়ে যাবি।

পদ্ম আবার ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া সম্মুখের দিকে চাহিল।

টগর। আমি তখনই যদি বুঝতে পারতাম পদ্ম! বড়বাবু ঘোড়ায় চেপে আসত, খোজ-খবর করত, তুই ঝিউড়ি মেয়ে কথা বলতিস, আমি এত বুঝতে পারি নাই। বুঝতে পারলে তোর এ দশা হ'ত না। তোকে বারণ করতাম, কথা না শুনতিস, তোর গলায় পা দিবে মেরে ফেলতাম। যেদিন বাত্রে উঠে তুই চ'লে গেলি, সেদিন—

পদ্ম। আজ আমাকে মেরে ফেলতে পার ভাজ-বউ ?

টগর। (পদ্মর মাথায় হাত বুলাইয়া আপন মনেই বলিল) আমাদের ঘরের মেয়ে কতজন বড়লোককে বেচে দেয়। ইচ্ছা হলে

নয়। ওদের যে জানি আমি। (বেষেস যে আমার অনেক হ'ল, অনেক দেখলাম। (হঠাৎ আক্ৰোশভরে) একে বড়লোক—তায় বামুন! ওদের রকমই এই। একটা ছুঁবে মেয়েকে ভুলিয়ে হঠাৎ আজ ধম্মিষ্টি হয়ে উঠেছে। শুনিছ নাকি ফল-জল ছাড়া কিছু খায় না। চারিদিকে আগুন জ্বলে ব'সে থাকে। কি বলব? কিন্তু তুই তাকে এত ভালবেসেছিলি পদ্ম!

পদ্ম। ভালবাসা? না ভাজ-বউ, না।

টগর। তবে? আমি যে কিছু বুঝতে পাবছি না পদ্ম।

পদ্ম। তুমি জান না ভাজ-বউ, তুমি জান না।

টগর। আমি একবার যাব পদ্ম বড়বাবুর কাছে? বলব, বড়বাবু.

এই তোমার বিচার?

পদ্ম। (শিহবিয়া আতঙ্কভরে বলিল) না না না।

টগর। কেন পদ্ম? বল পদ্ম কি হয়েছে আমাকে খুলে বল।

পদ্ম। না না, সে কথা তুমি আমাকে শুধিয়ে না। না, শুধিয়ে না।

টগর। তুই আমাব মেয়েব বয়সী। বিষেব পব পনেনো বছবে অন্তর-ধর করতে এলাম। শাস্ত্রডী তোকে আমাব কোলে দিয়ে বললে, তুমি একে মাস্তুষ কব। (তোব পবে—এক বছর পরে, আমার কোলে এল আমাব তারাচরণ।) তোর দুঃখ আমি সহিতে পারি না। (আঁচলে চোখ মুছিল) তুই পাওয়া-দাওয়া ছেড়েছিস, অষ্টপহব ভাগ হয়ে ব'সে আছিস—

পদ্ম। আমি যদি আজ ম'রে যাই ভাজ-বউ, তুমি খুব কাঁদবে, নয়?

টগর। পদ্ম!

পদ্ম। না না ভাজ-বউ, আমি মরব না। যে পাপ করেছি, তার ওপর আত্মহত্যে ক'বে আর পাপ বাড়াব না। কিন্তু জান

ভাজ-বউ, এখন আমার সবচেয়ে জালা কি জ্ঞান? ওই বড়
খোকাবাবু। ও আর আমাকে কিছুতেই শাস্তি দেবে না। পাণ-
পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম ওর কোন জ্ঞান নাই, কিছু মানে না।

টগর। ছি ছি ছি! কি বলব, মুনিবের বংশ, মুনিব, নইলে—

পদ্ম। নইলে, আমিই একদিন, এক কোপে ওকে ছুখানা ক'রে শেষ
ক'রে দিতাম ভাজ-বউ। ওকে যখন হাসতে দেখি ভাজ বউ,
জীবন আমাব ছি ছি ক'বে ওঠে।

টগর। তুই ভাবিস না পদ্ম। আমি ওকে ব্যরণ ক'রে দোব। সোজা
কথায় শাসিয়ে দোব।

পদ্ম। ওই দেখ ভাজ-বউ, ওই দেখ।

টগর। যা তুই, ভেতবে যা।

পথর ভিতরে প্রস্থান

বউ খোকাবাবু নাকি?

প্রমদাচরণেব প্রবেশ। ত্রিশ বত্রিশ বৎসরের অভিজাত বংশীয় যুবকের অগ্রকণ্ঠে পুণ্য।
মখে মগপানজনিত বক্তৃত্তাভা। চোখেব কোণে অচাচারসঙ্কাত কালব দাগ পড়িয়াছে।
মবে মখে সে ঠোঁট দুইটা চানিষা বিকৃত কবে—সেমন অভিমাত্রাধ মগপবা কবিষা
পাকে। এ যেন তাহাব নিপীড়িত আত্মাব দগ্ধাব আক্ষেপ এবং পশুত্বের হিংস্র আত্ম
প্রকাশ। তাহাব পরনে পাষজায়া প্রভৃতি মূলমানী চডেব শিকাবিব পোষাক।

প্রমদা। কে, সর্দার-বউ?

টগর। পেনাম।

প্রমদা। কেমন আছিস সর্দার-বউ?

টগর। তোমরা জালালে আমবা কি ভাল থাকতে পাবি খোকাবাবু?

প্রমদা। কেন? হ'ল কি?

টগর। তোমরা দেবতা নোক, আমাদের মনের কথা তোমরা জানতে

পার না—তাই হয়?

প্রমদা। পূজো না পেলে দেবতার মনের দুঃখ বোধে না সর্দার বউ।
মনসার ভাসান শুনেছিল? পূজো না করায় চাঁদসদাগরের কি
হুর্দশা হয়েছিল জানিস তো?

টগর। চাঁদও বেণে বড়নোক, জাতেও গন্ধবণিক। কিন্তু বাগদী-জাত
বড় খারাপ বড়-খোকাবাবু। বাগদীতে বাগদীতে বিশেষ আছে—
আমরা আবার ভুলে বাগদী। আমাদের জেদ চাপলে আমবা
কাকুর বাবার লই।

প্রমদা। (হাসিয়া উঠিল) সর্দার-বউয়ের সাহস খুব। আমার সঙ্গে
আর কেউ এমন ক'বে কথা বললে তাকে চাবুক ক'ষে দিতাম।

টগর। কুকুর-বিডেল গরু-গাধা চাবুকিষে বড়-খোকাবাবুর চাবুকটি
খুব দৌরস্ত হয়েছে। বেশ তো, খাতিরে কাজ কি? পিঠ
পেতেছি, চাবুক না হয় চালিয়েই দেখ, তোমাব চাবুক শক্ত কি
আমার পিঠ শক্ত?

প্রমদা। না না। ওটা তোকে আমি ঠাট্টা ক'রে বললাম। তুই
কালী-সর্দারের স্ত্রী, তোকে কি আমি চাবুক মাঝতে পারি?—
তোকে আমি বকাসস দোব।

টগর। বকসিসে আমার কাজ নাই খোকাবাবু, তুমি এখান থেকে
যাও। সর্দার গিয়েছে বীজনগর-বাবুদের বাড়ি কাজের সন্ধানে—
তার ফিবাব সময় হ'ল।

প্রমদা। বীজনগর? কেন? আমাদের বাড়ির কাজ ছেড়ে বীজ-
নগর?

টগর। সে তাকে শুধিও তুমি। এখন তুমি যাও। শোন, তুমি
আমার পুরনো মনিবের বংশ, তোমাকে কোলে-পিঠে ক'রে
মালুঘ করেছি—

প্রমদা। আঃ! থাম তুই। পদ্ম কই, পদ্ম?

টগর। খোকাবাবু, তোমাকে সাবধান ক'রে দি। বাগদিনী আর বাঘিনীতে সমান। তোমার চাবুক সম্বল ক'রে তুমি এমন ক'রে এস না এদিকে।

প্রমদা। (পকেট হইতে পিস্তল বাহিব করিয়া) আমার কাছে পিস্তল আছে সর্দার-বউ।

টগর। (হাসিয়া উঠিল) পিস্তলের ওপর ভরসা ক'বো না খোকাবাবু। পিস্তলের গুলি খেয়েও বাঘিনী তোমাকে শেষ ক'রে দেবে। জ্ঞান তো, ঘা খেলে বাঘিনী সাফাৎ মরণ?

প্রমদা। আচ্ছা, আমি হুঁশিয়ার হয়েই ফিবব। (পিস্তল বাহিব করিল)

টগর। তাতেই বা কাজ কি খোকাবাবু? বাঘ-সাপ তো মানুষকে এড়িয়ে বনে জঙ্গলে গন্তের ভেতব অন্ধকাবে হুকিয়ে থাকে। তোমাদিগে তো তারা এড়িয়েই চলতে চাষ। তোমরা যদি জোর ক'রে তাদের আস্তানা মাডাতে ষাও, তাতে যদি তারা ক্ষেপে ওঠে, তবে দেহটা কার? ও পথে হেঁটো না খোকাবাবু।

প্রমদা। আচ্ছা, সে ভেবে দেখব। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) ভাল কথা মনে হয়েছে সর্দার-বউ, কাল সদরে গিয়েছিলাম, জেলার বড-সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল। সাহেব কালীচরণের কথা জিজ্ঞাসা করছিল।

টগর। সর্দারও ভাবছিল বড খোকাবাবু, জেলখানায় সর্দারের ভাতের হাড়িটা ফেলে দিলে, না, আছে? ফেলে দিয়ে থাকলে আবার কিনতে হবে। তুমি বরং সুপারিশ ক'বে দিও, হাড়িটা যেন না ফেলে।

প্রমদা। সর্দার-বউ, তোদেব আশ্পর্ক বড় বেড়েছে।

টগর। হেই মাগো! আশ্পর্ক আমাদেব হয়, না হতে পারে?

প্রমদা। আমার এলাকায় চোর-বদমাস-ডাকাত দাঙ্গাবাজ এদের আমি নিশ্চূর্ণ করব।

টগর। মূল তো তোমবাই গো। ডাকাতি-দাঙ্গাবাজি, এসব তো তোমাদেব নেগেই—

প্রমদা (ধমক দিল) সর্দার-বউ!

টগর। (হাসিতে লাগিল) টান পড়েই এত বেদনা খোকাবাবু, নিশ্চূর্ণ করবে কি ক'বে?

পদ্ম বাহির হইয়া আসিল, হাতে একখানা দা।

উর্গব। পদ্ম।

পদ্ম। দাখানায় শান দোব ভাজ-বউ, দাখানায় শান দোব।

টগর। যাও খোকাবাবু, তুমি এখান থেকে যাও।

প্রমদা পিস্তল হাতে লইয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল

টগর। পদ্ম।

পদ্ম। আমাকে এ. টু দর ভাজ-বউ, একটু দর।

টগর। বোস্, এইখানে বোস্। আমার কোলে মাথা বেধে একটু শুয়ে থাক বরং।

পদ্ম কোলে মাথা বাগিয়া শইল।

তুই কাদছিস পদ্ম? বল্ পদ্ম, বল্, কি হয়েছে? আমাকে বলবি না?

পদ্ম। না না না।

টগর। পদ্ম!

পদ্ম। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে ভাজ-বউ, মনে হচ্ছে, গাঙের তলায়, না হয় জলন্ত আগারের ওপর অহরহ শুয়ে থাকি আমি।

কালোচরণের প্রবেশ

কালী। টগর-বউ! এ কি, পদ্ম! আমার সোনার পদ্ম শুয়ে কেন দিদি?

পদ্ম উঠিয়া বসিল, এবার সে সত্যি একটু মিষ্ট হাসি হাসিল

পদ্ম। ভাজ-বউষেব কোলে একবার শুয়েছিলাম দাদী।

টগর-বউ চলিয়া গেল

কালী। ছেলেবেলায় তাবাচরণ আব তুই টগর-বউষেব কোলের জন্তে যে বাগড়া কবতিস ছু'জনে।

টগর জলের ঘটি লইয়া আসিল

টগর। লাও, হাত মুখ ধোও।

কালী। ও বাবা! ভদ্রবলোকের মত হাত-মুখ ধোবাব জল। এ যে সেই অতিভক্তি—

টগর। তা ব'লে আমি চোর নই।

কালী। চোর ন'স? শোন্ পদ্ম, ত'ব বলি শোন্। বিষেব পর এসেই — বাবো বছরের বউ বোশেখ মাসের ছপুবেলা চ'লে গিয়েছে বাবুদেব খাস বাগানে কাঁচামিটে গাছেব আম পাডতে। আমি যাচ্ছি পথ দিয়ে, দেখি গাছেব ডাল নডছে। মারলাম হাঁক, কে বে? জবাব এল—আমি যে তই বে মুখপাডা। তুই কে বে?

টগর। তুমি ধরতে পেরেছিলে আমাকে?

কালী। না, তা পারি নাই। বুঝলি পদ্ম, আমি যেই হাঁক মেরেছি — আমি কালী ভল্লা; বাস, অমনই গাছেব ওপর থেকে মেরে দিলে লাক। আমি ভাবলাম, ম'ল রে! ও বাবা! আমি আহা

ব'লে যেতে যেতে তখন টগর-বউ দাঁড়িয়ে উঠেই বোঁ-বোঁ ছুট।

ও! তখন কি বাহারই ছিল টগর-বউয়ের!

টগর। থাম বাপু, পদ্ম আমার মেয়ের সমান।

কালী। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) পদ্ম তোঁর মেয়ের সমান। পদ্ম আমার সোনার পদ্ম। (সহসা আক্ৰোশভরে) আমার এক এক সময় মনে হয় কি জানিস?

সহসা সে খামিয়া গেল, রক্ত আক্ৰোশ ও আক্ষেপে একপাক ঘুরিয়া বেড়াইল

পদ্ম। ব'সো দাদা। তাবপর তোমাব কাজেব কি হ'ল? বীজনগবেব বাবুরা কি বললে?

কালী। জুতো ঘুরিয়ে দিতে বললে পদ্ম, আমাকে—কালীচরণ ভল্লাকে জুতো ঘুরিয়ে দিতে বললে?

পদ্ম। জুতো ঘুরিয়ে দিতে বললে!

কালী। বীজনগরের বাবু আমাদের বড়-খোকাবাবুর মত। সাহেবী-কেতাদোরস্ত। গদি-মোড়া কেদারা, মেঝেতে গালচে বিছানো। মদ খেয়ে টোবু। সেলাম ক'রে দাঁড়ালাম তো বললে—প্রজা শাসন করতে পারবে? বললাম প্রজা তো হুজুরের ছেলে, তা শাসনের দরকাব হ'লে ধমক দোব। বললে, ধমক নয়, দরকার হ'লে ঘরে আঙুন দিতে হবে। জোতের ফসল গরু লাগিয়ে খাটয়ে দিতে হবে। যেমন হুকুম করব করতে হবে। বললাম, হুজুব, ওসব একদিন করেছি, তার সাজাও ভগবান দিয়েছেন। ওসব অন্তলোক দিয়ে করাবেন। আমার বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, আমাকে অন্ত কাজ দেন। বাবু হেসে বললে—তবে আর কি কাজ করবে তুমি? আমি বললাম—হুজুরেব বাড়ি পাহারা দোব,

আমার জান্ থাকতে হুজুরের ঘরে ডাকাত, দুশমন ঢুকতে দোব না। হুজুর, বডলোক, হুজুরের তো দুশমনের অভাব নাই; হুজুরের পাশে পাশে থাকব আমি, আমার জান্ না গেলে হুজুরের পায়ে কাঁটা ফুটবে না। বাবু হেসে আমাকে একটা পিস্তল দেখালে। আমি হেসে পাঁজরার গুলির দাগ দেখিয়ে বললাম— হুজুর, ওটা তো আপনার খোকা-বন্দুক, এই দেখুন আপনার মরদ বন্দুকেব গুলির দাগ। বাবু বললে—ভেবে দেখি, তুমি আজ থাক। আমি সেলাম ক'রে চ'লে আসছি, তখন আবার ডেকে বললে—ওহ, ওইখানে আমার চটি-জোড়াটা আছে, দাও তো।

টগর। তুমি কি বললে ?

কালী। লাঠির ডগা দিয়ে জুতো-জোড়াটি ঠেলে দিয়ে আবার একবার সেলাম ক'রে চ'লে এলাম।

টগর। বেশ করেছ। তোমার বাবা ছিল—

কালী। টগর-বউ, বাবা চিতৈয় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ভুলে যা ওসব কথা।

পদ্ম মাথা নত করিল, কালী পরচারণা করিতে করিতে পদ্ম মুখ তুলিয়া ধরিল

পদ্ম! কান্দছিস দিদি! না না, ভুলে যা ওসব কথা। ভুলে যা। শোন শোন! আমি মনে মনে কি ঠিক করেছি শোন। আর চাকবি নয়, গোলামি আর কারু করব না। চাষ করব—চাষ। নদীর ধারে বড় চর উঠেছে। সেইখানে চাষ করব। (তারা-চরণকেও আর কবিরাজি করতে হবে না, বাপ-বেটায় চাষ করব, নিজেরা কোদাল ধ'রে জমি ভাঙব। বাপ-বেটায় কোদাল ধরলে—হুজুরে আটজনের কাজ তো করবই! সঙ্গে টগর তুই হুজুরে

খাটিবি। ক্ষেত করব, খামার করব, হাল করব, গরু করব। নদীর ধারের চন্দনের মত মোলাম মাটি চ'বে খুঁড়ে ফসল লাগাব, মা-লক্ষ্মী এসে মাটির বুক পুরে এসে বসবেন—

নেপথ্যে তারাচরণ

তারা। মা!

পদ্ম। তারাচরণ!

তারাচরণ ও জয়ার প্রবেশ

তারা। তোমাদেব দাসী নিয়ে এলাম পদ্ম-পিসী।

টগর। দাসী নিয়ে এলি?

পদ্ম। (উঠিয়া) তুই বিয়ে ক'রে এলি তারাচরণ?

ভীমের প্রবেশ

ভীম। ভাল আছ কালী-ভাই? তোমাব ছেলেকে পেলাম রাস্তায়।

ব'রে আমাব মেয়েব সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিযোছ।

কালী। ভীম-ভাই! জয় শুক, কি ভাগ্য আমার। তাম তাবাকে

ব'বে তোমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিযেছ। বেশ করেছ। আমাব

ভাগ্যি, আমাব ভাগ্যি! ওবে বেটা তারা, ক'বয়ালি ক'বতে

গিয়ে বিয়ে ক'বে এলি তুই?

তারা। হয়ে গেল বাবা, ভাঁজোয় পাল্লা দিতে গিয়ে এমন হ'ল যে,

শুস্তর বললেন—আজ হয়ে যাক বিয়ে।

কালী। - আর তুমি বেটাও রাজী হয়ে গেলে! হারামজাদা শূয়ারকি

বাচ্চা, বাপ ব'লে মনেও পড়ল না! যা, এখন মাল নিয়ে আয়—

মদ মদ।

ভীম। (জয়াকে) হারামজাদীর কাণ্ড দেখ! দাঁড়িয়ে আছিস কি হারামজাদী, খন্তর-শান্তডীকে পেনাম করু।

জয়া কালীকে প্রণাম করিতে গেল

কালী। এ যে সোনার প্রতিমে ভীম! আমার ভাগ্যি, আমার ভাগ্যি ভীম-ভাই! আগে আমাকে নয় আগে আমাকে নয়। (পদকে দেখাইয়া) আগে এই তোমার পিসশান্তডীকে, ওই আমার ঘরের কর্তা আগে—

ভীম। পদ! পদ এখানে কেন কালী-ভাই?

কালী ঘুরিয়া দাঁড়াইল

কালী। কেন ভীম-ভাই? বিধবা বোন আমার ঘাবে কোথায়?

ভীম। তারাচরণ, তুমি তো আমাকে এ কথা বল নাই?

তারা। আপনি তো কই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

ভীম। জয়া, ফিরে আয়, বাড়ি চল।

কালী। তোমার হাতে লাঠি আছে, আমি লাঠি ধরব নাকি ভীম-ভাই?

আমার ঘর থেকে তুমি আমার বেটান বউ নেড়ে নিয়ে যাবে?

তারা। (জোবে হাঁকিয়া উঠিল) খবরদার।

টগর। ওগো বাছা নতুন বউ, স্বামীঘরে থাকবে তো দাওয়ায় উঠে

এস। নইলে তোমার বাপ ডাকছে—

জয়া উপরে উঠিয়া গেল

টগর। ওরে মা লক্ষ্মী আমার!

ভীম। লাঠি আর ধরব না কালী-ভাই। জামাইকে যৌতুক দেবার জন্য লাঠিগাছটা এনেছিলাম। নাও ধর তারাচরণ।

কালী। ভীম-ভাই, তোমার হাতে ধ'রে বলছি—

ভীম। আমি চললাম, আমি চললাম কালী-ভাই। আমি চললাম।

প্রস্থান

পদ্ম। দাদা, দাদা, বেয়াইকে ফেবাও। আমি—

টগর। না।

কালী। শাক বাঙ্গা পদ্ম, জলধারা দে, বউ বরণ ক'রে ঘরে তোলা।

পদ্ম, যে গেল সে থাক, যেতে দে। তোকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছি, তোমার পয়ে ঘরে আমার বউ এল। ওরে, এখুনি বলছিলাম জমিব কথা। এই দেখ, তোমার পয়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী পায়ে হেঁটে আমাব ঘরে এসেছেন। চন্দনের মত মাটিতে উনো ফসল ছনো হবে, আমার সেই ফসল পাকবে সোনার বরণ হ'য়ে, রাশি রাশি ফসল তুই, টগর-বউ, বউমা ঝুড়িতে ক'রে মাথায় ক'রে ঘরে তুলবি—মরাইয়ে মরাইয়ে ভ'রে উঠবে খামার। লাঠি নয়, সড়কি নয়, দাঙ্গা নয়, হাঙ্গাম নয়, স্থখে স্বচ্ছন্দে নতুন বস্ত্রে পুরনো অঙ্গে জীবন কেটে যাবে; সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঘরে এসেছে, আমার ভাবনা কি?

পদ্ম। বউ বরণ কর ভাদ্র-বউ।

কালী। স'রে যা, স'রে যা, ভেতরে যা সব। কে? কে? এত রাজে ও কে? আমার লাঠি?

টগর। কে? কে?

কালী। (ধমক দিয়া) স'বে যা। ভেতরে যা। পদ্ম, ভেতরে যা।

তার, ভেতরে যা। আমার লাঠি? (লাঠি লইল)

সকলে ভিতরে চলিয়া গেল

ধনদা প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসীর বেশ

কালী। (অগ্রসর হইয়া) কে ?

ধনদা। আমি, কালীচরণ।

কালী। (সবিস্ময়ে) কে ? বড়বাবু? (পরমুহূর্তে কঠিন দৃষ্টিতে
ধনদার মুখের দিকে চাহিল) কি চাই বড়বাবু? এত রাজে ?
(পবমুহূর্তে সবিস্ময়ে আবার বলিল) এ কি পোশাক তোমার
বড়বাবু?

ধনদা। আমি তীর্থ কবতে বেরিয়েছি। মহাপাপ—মহাপাপ করেছে
কালীচরণ, প্রার্থশ্রিত করতে বেরিয়েছি।

কালী। বড়বাবু, তুমি সন্ন্যাসীর সাজে সেজেছ বড়বাবু? তোমার
ওপব আমার আর কোন মাথা নাই! তবু আমার দুঃখ হচ্ছে—

ধনদা। যাবাব আগে তোর সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে পারলাম না।
আমাকে ক্ষমা কবতে পারবি না কালী?

কালী। না বড়বাবু।

ধনদা। যদি কোন দিন পারিস, ক্ষমা করিস।

কালী উত্তর দিল না

আমি যাই কালী।

সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইল

কালী। বড়বাবু, তুমি একা? চল, ছিপে তুলে দিয়ে আসি, চল।

ধনদা। (ফিরিয়া) ছিপ নাই কালী।

হাসিল

কালী। ছিপ নাই?

ধনদা। লুকিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। একা পায়ে হেঁটে সমস্ত
তীর্থ ঘুরব আমি।

অগ্রসর হইল

ধনদা। (ফিরিয়া) হ্যা, শোন। এইটে, এই ছোরাটা—এই ছোরাটা,
নে, পদ্মকে দিস।

কালী। বড়বাবু?

ধনদা। আমি খবর পেয়েছি, প্রমদা আজও এদিকে এসেছিল। দিস,
পদ্মকে এটা দিস।

কালীচরণ ছোরাটা ঘুাইয়া দেখিল

ধনদা। না না, ভোঁতা নয়! বাঘ শিকারের ছোরা আমার। এই
দেখ।

ছোরাটা কালীর হাত হইতে লইয়া নিকটস্থ গাছে আশ্রয় লইয়া দিল

কালীচরণ টানিয়া ছোরাটা বাহির করিয়া লইল

কালী। ছোরার ধার আমি চিনি বড়বাবু, ছোরার ধার আমি চিনি।

আমি দেখছিলাম, বাটটা কি সোনার ?

ধনদা। সোনার পাত দিয়ে মোড়া আছে।

কালী দাঁত দিয়া বাটের পাত টানিয়া ছাড়াইয়া ধনদাকে দিল

কালী। এটা তুমি নিয়ে যাও। ছোরাটা আমি পদ্মকে দোব।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাঘ-বাড়ির সদর-মহল

ধনদাপ্রসাদের খাস কামরা

করাশ ও চেরার প্রভৃতি আসবাবের সমন্বয়ে ঘর সাজানো। পুরনো রুচি এবং পাশ্চাত্য রুচির সংমিশ্রণ পবিত্র। ঘরের মধ্যে ধনদাপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞানদাচরণ, জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমদা ও একজন পুলিশ-কর্কচাবী উপবিষ্ট। জ্ঞানদাচরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ নব্যতাত্ত্বিক, বিজ্ঞানাগর-ভূদেবের প্রভাবে প্রভাবান্বিত যুবক। প্রমদাচরণ বিপ্লবীতত্ত্ব—বিলাসী, মত্তপ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সে মত্ত অবস্থাতেই কথা বলিতেছে।

দারোগা বসিয়া আছে

দারোগা। এ সন্দেহ আপনাদের পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল জ্ঞানদাবাবু।
কর্ত্তাবাবুর নিরুদ্দেশ আজ দেড় বৎসর হয়ে গেল। এখন প্রমদাবাবু
যা বলছেন, তাই যদি ঘটেই থাকে, তবে তার সম্মান আজ আর
সোজা হবে না। লাস তো পাওয়া যাবেই না, অত্ৰ কোন চিহ্ন,
প্রমাণ—

প্রমদা। বাবার শিকারের ছোরার চেয়ে আর কি প্রমাণ চান আপনি?
পদ্ম বাগদিনীর হাতে আমি নিজের চোখে সে ছোরা দেখেছি।

জ্ঞানদা। তুমি ভাল ক'রে মনে কব দাদা। বাবার ছোরা তুমি ঠিক
দেখেছ? মদের ঝাঁকে তুমি ভুল দেখ নি তো?

প্রমদা। ভুল? নেশা? মদ খেলে নেশা হয় জ্ঞানদা? রায়-বংশের
ছেলের? (উচ্চহাস) শোন জ্ঞানা, তার আধ ঘণ্টা আগেই গন্ধার

ধারে একটা চিত্তেবাঘ শিকার করেছি। নিশানা করেছিলাম মাঝ-কপালে, ছোট চিতে, কপালটা ঠিক মাঝখানে একেবারে দু' ফাঁক হয়ে গেছে। ফেরবার পথে আমি আর মদ খাই নি, ফুরিয়ে গিয়েছিল। নেণা ? (হাসিল) বাবার ছোরা আমি পদ্মর হাতে দেখেছি। সোনার পাতে বাঁটটা মোড়া ছিল, কেবল সেই পাতটা নেই।

দারোগা। আপনাদু' বাবার ছোরাই যদি হয়, তবে পদ্ম কি সেটা আপনার সামনে বের করবে প্রমদাবাবু ?

প্রমদা। জেবার উত্তর আমি দিই না দারোগাবাবু। আরও একটা কথা আপনাকে ব'লে দিই, মিথ্যে কথা আমি বলি না।

জ্ঞানদা। কিন্তু তুমি ওদের বাড়ি কেন গিয়েছিলে ?

প্রমদা। জ্ঞানদা, তুই আমার সঙ্গে ওরকমভাবে কথা বলবি না।

জ্ঞানদা। তুমি একটা পশু।

প্রমদা। ইয়েস, আমি পশু, এ বিস্ট—কিন্তু শিয়াল নই, বাঘ। আমি গিয়েছিলাম ওদের বাড়ি। পদ্মর জন্তে গিয়েছিলাম। পদ্ম আমাকে ছোরাটা দেখিয়ে শাসালে। মুখে না বললেও, তার মনের কথাটা আমি বুঝলাম। বলতে চাইলে, এই ছোরাতে তোমার বাবাকে শেষ করেছি, তোমাকেও—। (উচ্চহাস্য) ভয় দেখাতে চায় আমাকে। পকেট থেকে পিস্তলটা বের করলাম, কিন্তু ইচ্ছে হ'ল না। পদ্ম-পুষ্প ! ঝরাতে ইচ্ছে হ'ল না।

জ্ঞানদা। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। পদ্মর সঙ্গে বাবার সম্বন্ধ অত্যন্ত স্বর্ণিত, তবু তার সামনে স্বর্ণায় লজ্জায় মাথা হেঁট করা উচিত আমাদের। পৈতৃক ব্যাধির মত তাকে বর্জন করা উচিত। ছি! ছি! ছি!

প্রমদা। আঃ! আঃ! আঃ! জ্ঞানা, তুই চূপ কর।

জ্ঞানদা। ভবিষ্যতের জগৎ তোমাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি। শোন,

তোমাকে পাগল হিসেবে ঘরের মধ্যে আমি বন্ধ ক'রে রেখে দেব।

প্রমদা। বন্ধ ক'রে রেখে দিবি? আমাকে? তুই?

অবজায় হাসিল

জ্ঞানদা। তোমার কতবড় অধঃপতন হয়েছে, তুমি একবার ভেবে

দেখ না।

প্রমদা। (উচ্চশাস্ত্র) অধঃপতন।

জ্ঞানদা। যেদিন তোমার এই জঘন্য চরিত্রের কথা মা প্রথম জানতে

পাবেন, মাযেব সেদিনকাব কান্না মনে পড়ে না?

প্রমদা। আঃ আঃ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া)

জ্ঞানদা। তোমাব এমন স্ত্রী, প্রতিমার মত কপ, দেবীর মত অস্তর—

প্রমদা। আঃ জ্ঞানা! চূপ কর তুই, চূপ কর। (অস্থির হইয়া

পদচারণা করিয়া) তুই জানিস না জ্ঞানা, তুই জানিস না। সে

একটা আগুন, চিতার আগুনের মত আগুন, বাবনের চিতা জ্বলে

শেষ হয় না। স্ত্রী-পুত্র, জাত-ধর্ম, সম্বন্ধ ওবে জ্ঞানা, পায়ের

তলাব মাটির কথা পর্য্যন্ত ভুলে যাই।

জ্ঞানদা। ব'স, স্থির হয়ে বস।

প্রমদা। না না না। এই কেষ্ঠা, শূয়ারকি বাচ্চা, মদ, মদের বোতল—

প্রস্থান

জ্ঞানদা মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

দারোগা। ওসব কথা ছেড়ে দিন ছোটবাবু। ও নিয়ে মন-খারাপ

করবেন না আপনি, ও রকম তো আকছার হচ্ছে। এখন

কাজের কথা—

জ্ঞানদা। (মুখ তুলিয়া, স্থির দৃষ্টিতে আপন মনেই বলিল) হতভাগা দেশ, প্রেতে ভরা সমাজ ! রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব এঁদের কথা দেশ শুনলে না। এরই জন্তে দেবেন ঠাকুরের মত মহাত্মা, কেশব সেনের মত মহাপুরুষ সমাজ পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেল। (আপন মনেই আবৃত্তি করিল) “কতকাল পরে বল ভারত রে, দুখসাগর সাঁতারি পার হবে !

দারোগা। (হাসিল।) তারুপর জ্ঞানদার আবৃত্তি শেষ হইতেই সম্মুখে নিকটে আসিয়া বলিল) শুনুন ছোটবাবু, কাজের কথাটা শেষ, ক'রে নিতে চাই আমি।

জ্ঞানদা। বলুন।

দারোগা। আপনি কি করতে বলেন ? কর্তাবাবু খুন হয়েছেন—এই কথা কি আমাকে ডাইরি করতে বলেন ?

জ্ঞানদা। সমস্তার কথা দারোগাবাবু। দাদা মদ খান, কিন্তু মাতাল বাক্যে বলে তা তিনি হন না। মিথ্যে কথাও তিনি বলেন ব'লে আমি মনে করি না। তবে ভুল হতে পারে।

দারোগা। তা হ'লে সন্ধান ক'রে একবার দেখাই উচিত।

জ্ঞানদা। সত্যকে গোপন আমি করতে চাই না, ক'রেও ফল নেই, কারণ পদ্যকে ভৈরবী ক'রে বাবা বাগানবাড়িতে রেখেছিলেন—এ কথা এ অঞ্চলের সকলেই জানে। কালীচরণ যেদিন এখানে প্রথম আসে, সেই দিনই সে পদ্যকে কেড়ে নিয়ে যায়। বাবা যদি মতি-ভ্রমের বশে রাত্রে পদ্যের সন্ধানে কালীচরণের বাড়ি গিয়ে থাকেন, তা হ'লে—কালী বাগদী দুর্দান্ত হিংস্রপ্রকৃতির লোক, তাকে বিশ্বাস নেই।

দারোগা। অত্যন্ত সন্দেহজনক ব্যাপার, তাতে কোন ভুল নেই। আর

কর্তা যদি সন্ন্যাসীই কোন কারণে হয়ে থাকেন, দেড় বৎসর হয়ে গেল, তবুও একটা খবরও কি দিতেন না তিনি? আর সন্ন্যাসী হওয়ার কোনও যুক্তিসম্মত কারণও যে দেখতে পাচ্ছি না। কিছু মনে করবেন না ছোটবাবু, কর্তার অবস্থা ধর্ম্মে-কর্ম্মে আচারে-অহুষ্ঠানে অহুরাগ ছিল, কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন ঘোর বিষয়ী, ভোগে-বিলাসে প্রবল আসক্তি ছিল তাঁর। পুণ্যই তার প্রমাণ। তিনি কেন সন্ন্যাসী হতে যাবেন?

জ্ঞানদা। যা হয় আপনি করুন দারোগাবাবু। এ আমি সস্থ করতে পারছি না।

দারোগা। আমি জমাদারকে কালীর ঘর খানাতল্লাস করতে পাঠিয়েছি। ধ'রে আনতেও বলেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন, আদালতে এই কেলেকারি—

জ্ঞানদা। কেলেকারি যখন সত্য, তখন সস্থ না ক'রে উপায় কি? আপনাদের কর্তব্য আপনারা ক'রে যান।

দারোগা। সাধ্যমতে আমরা কস্তুর করব না।

জ্ঞানদা। 'প্রমাণ যদি নাও পান, তবু কালী বাগদীর মত লোকের যাতে উচ্ছেদ হয়, তাই আপনাদের করা উচিত। পাপ—মুক্তিমান পাপ।

দারোগা। আপনারা সাহায্য করুন, কেন করব না?

জ্ঞানদা। আমি প্রাণপণ সাহায্য করব আপনাদের। এই সব ক্রিমিনাল, বরুন ক্রিমিনালদের একজনকেও রাখব না আমি এ এলাকায়। চুরি-ডাকাতি এদের নেশা। দাঙ্গা-খুন এদের পেশা। এসব হ'ল এদের গোঁধের কাজ। সুন্দরী মেয়ে হ'লে এরা টাকার লোভে ভদ্রলোককে বিক্রি পর্য্যন্ত করে। হাবে-ভাবে প্রলুব্ধ ক'রে ভদ্রলোকের ছেলের অধঃপতন ঘটানো এদের

মেয়েদের গোপন ব্যবসা। সমাজ-দেহে এরা ওয়েষ্টিং ডিজিজ, রাজবন্দী।

ঠিক এই সময়ে দরজার পাশে উকি মারিল ফুর বাগদীব মুখ। তোষামোদহাস্তম্বিত অঞ্চ ভয়ান্ত একখানি মুখ। চোখে ধূর্ততা। ফুর বাগদী আসলে হিঁচকে চোর প্রমদাচরণের লালসাবন্ধির হবি-সংগ্রাহক, উপবস্ত সংগোপনে পুলিশেব গুপ্তচর। লোকটা আপন কচি এবং জাতি-সংস্কৃতিব মাপকাঠিতে শৌগিন ব্যক্তি। মাথায় বাববী চুল, গালপাট্টা, হুচালো গোঁফ। নিঃশব্দে লঘুপদে চলা ফেরা করে, মধ্যে মধ্যে চকিত ভয়ান্তের মত এদিক ওদিক চায়। চোখেব পাতা ঘন ঘন পড়ে। হাবিধা পাইলে হাতের কাছে যাহা পায়, তাহাই কাপড়ে লুকাইয়া আশ্রয়সাৎ করে।

জ্ঞানদা। (ফুরব মুখ উকি মাঝিতেই দবজায় খুঁট কবিত্ব) শব্দ হটল।

সেই শব্দে জ্ঞানদা মুখ ফিরাটল) কে ?

সঙ্গে সঙ্গে ফুরব মুখ অন্তর্হিত হটল

দারোগা। (ফিবিয়া) কে ?

আবাব দবজা দিয়া ফুরব মুখ উকি মাঝিল। সে সভয়ে আঁড়ল দিবা জ্ঞানদাকে দেখাইল দারোগা। (হাসিয়া) আয়, ভেতরে আয়। ভয় নেই।

জ্ঞানদা। ওটাকে কেন দাবোগাবাবু ? ওকে আমি বাড়ীব এলাকায় ঢুকতে বাবণ কবে দিবেছি। দাদার অধঃপতনের ওটা একটা মূল কাবণ, ও হ'ল মুর্খমান শযতান।

বধা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ফুর ধীরে ধীরে মুখ সরাইয়া লইল

দারোগা। বাঘের সন্ধান রাখতে হ'লে ফেউ না হ'লে চলে না ছোটবাবু। ফুরকে কিছু বলবেন না। ও আমাদের ফেউ—স্পাই।

কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ফুর মুখ ধীরে ধীরে আবার বাহির হইল

আয়, ফুর ভেতরে আয়।

ফুকর প্রবেশ

ফুক। (সভয়ে হাসিয়া) আমি হুজুরদেব গোলাম, ছিচরণের দাস।

সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িল

জ্ঞানদা।^১ লোকটা চ'লে গেলে আমাকে ডাকবেন দারোগাবাবু।

ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল

ফুক। কেবলফতে হুজুব। ছোরা বেবিয়ে গিয়েছে।

দারোগা। ছোরা বেরিয়েছে ?

ফুক। আজ্ঞে ইয়া। বালিশের ভেতরে রাখত পদ্ম। আমি আবাব বড়-খোকাবাবুর চর তো' তাতেই আমাকে দেখেই বালিশ থেকে টেনে ছোরাটা বার ক'রে বললে তোকে আজ শেষ করব। আমি টেনে দিলাম ছুট। এম্‌ই ব'লে দিলাম জমাদাববাবুকে। জমাদাববাবু বার করেছে ছোরা। এখন ব'সে আছে কালীচরণ আর তারাচরণের জন্তে। কোথা গিয়েছে হুজুনায়ে।

দারোগা। হ'। পদ্ম কি বললে ?

ফুক। আমি আর ছামনে যাই নাই হুজুর। হুজুর, তারাচরণেব পরিবারকে আজ দেখলাম হুজুর।

দারোগা। যা হারামজাদা এখন তুই, বাইরে যা। ছোটবাবু, জ্ঞানবাবু!

পিছন কিরিয়া জ্ঞানদাকে ডাকিতেছিল, ফুক অবসব পাইয়া একটা পিতলের ফুলদানি তুলিয়া কাণ্ডে ঢাকিয়া লইয়া চলিয়া গেল, ফুক যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত্র দরজা দিয়া

জ্ঞানদার প্রবেশ

দারোগা। প্রমদাবাবুর কথা গাতি, ছোরা পাওয়া গেছে ছোটবাবু।

জ্ঞানদা। ছোরা পাওয়া গেছে ?

দারোগা । জমাদার ওদের থেপ্তার ক'রে নিয়ে আসছে ।

জ্ঞানদা ঘরের মধ্যে পারচারি করিতে আরম্ভ করিল

জ্ঞানদা । হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ । আমি একবার কালীচরণের সঙ্গে মুখোমুখি
দাঁড়াতে চাই ।

দারোগা । আপনি এত অস্থির হবেন না জ্ঞানদাবাবু !

জ্ঞানদা চেয়ারে বসিল এবং চোখ মুদিয়া কপাল টিপিয়া ধরিল । জমাদার প্রবেশ
করিল এবং সেলাম করিয়া দাঁড়াইল

দারোগা । আসামী হাজির ?

জমাদার । হ্যাঁ হজুর, এই সেই ছোরা ।

জমাদার ছোরা বাহির করিল

জ্ঞানদা । দেখি দেখি । (হাত বাড়াইয়া ছোরাটা নইল) হ্যাঁ
বাবার ছোরা । বাঁটের সোনার পাত ছাডিয়ে নিয়েছে, কিন্তু এই
দেখুন, ছোরার গায়ে বাবার নাম লেখা ।

দারোগা । নিয়ে এস, আসামী নিয়ে এস এইখানে । পদ্ম বাগদিনীকেই
আগে নিয়ে এস ।

জমাদার চলিয়া গেল

জ্ঞানদা । আমার ইচ্ছে হচ্ছে দারোগাবাবু, ওই ছোরাটা আমি কালী
বাগদীর বুকে বসিয়ে দিই ।

দারোগা । জ্ঞানবাবু !

জ্ঞানদা । ছোরাটা আপনি নিয়ে রাখুন ।

ছোরাটা দিল

জমাদার ও পদ্মার প্রবেশ

পদ্ম। ~~কোট-খোকা~~বাবু, এই তোমাদের বিচার? আজ পোষ-
সংক্রান্তির দিন, আজ তুমি ঘর-গুপ্তিকে ধ'রে আনলে? পুলিশ দিয়ে
ঘর-তল্লাসি করালে? কেন, কি করেছি আমরা?

জ্ঞানদা। আগেকার আমল হ'লে তোকে আমি—

জমাদার। এই এই! না না। আসতে পাবি না তুই।

কালী। আরে! পথ ছাড় তুমি জমাদার। পথ ছাড়।

জমাদারের হাত ছাড়াইয়া তাহাকে ঠেলিয়া কালী প্রবেশ কবিল

কালী। বল ছোট-খোকাবাবু, সে আমল হ'লে কি করতে বল, শুনি।
দারোগা। তুই কালী বাগদী?

কালী। হ্যাঁ। তুমি দারোগা সাহেব? সেলাম।

দারোগা। বিনা লুকুমে কেন ঘরে ঢুকলি তুই?

কালী। আমার বোনকে আনবাব সময় তোমরা আমার লুকুম নিয়েছ?

তাই বিনা লুকুমে আমাকেও ঢুকতে হ'ল। আমার বোন রয়েছে
এখানে, আমি থাকব দারোগাবাবু। যা জিজ্ঞাসা করবে আমার
সামনে কর।

দারোগা। জমাদার, সিপাহী ডাকো।

কালী। সেপাই ডেকো না দারোগা-সাহেব, খুনখারাপি হয়ে যাবে।

নইলে যা জিজ্ঞাসা করবে, কর। আমি কিছু বলব না।

দারোগা। চুপ ক'রে ব'স তবে ওইখানে।

পিস্তল বাহির করিয়া ধরিল

কালী। (হাসিল) পিস্তল রাখ তুমি দারোগাবাবু, অস্ত্রায় করে
হাঙ্গামা আমি করব না।

দারোগা। তুই পদ্ম ঝগদিনি ?

পদ্ম। হ্যাঁ।

দারোগা। এ ছোরা তুই কোথায় পেলি ?

পদ্ম। বডবাবুর ছোবা, বডবাবু দিয়েছিল আমার দাদাকে আমাকে দেবার জন্তে।

জ্ঞানদা। বাঁটের সোনার পাতটা কোথায় গেল তবে ?

কালী। ছোট-খোকাবাবু—

দারোগা। কালীচরণ, তুই চুপ কর।

পদ্ম। সোনার পাত ছিল না।

জ্ঞানদা। ছিল।

কালী। ছিল। আমি সে পাত ছাড়িয়ে বডবাবুকেই দিয়েছি, ফিরিয়ে দিয়েছি।

জ্ঞানদা। সোনার পাত ছাড়িয়ে বাবাকেই দিয়েছিস ?

কালী। হ্যাঁ।

জ্ঞানদা। হঁ। কিন্তু বাবা ছোরাটা হঠাৎ পদ্মকে দিতে গেলেন কেন ?

পদ্ম। শুনবে ছোট-খোকাবাবু ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন ?

পদ্ম। তোমার ওই দাদা, বড-খোকাবাবু যদি—

কালী। পদ্ম !

পদ্ম। ওই বড-খোকাবাবুকে বসিয়ে দিতে দিয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞানদা। হঁ ! বাপ ছেলের বৃকে বসাবার জন্তে ছোরাটা দিয়ে গেছে।

আর তোরা সেই ছোরার বাঁটের সোনার পাতটা ছাড়িয়ে তাকে ফেরত দিয়েছিস ! বুঝেছি।

কালী। বুঝতে তুমি পার নাই ছোট-খোকাবাবু, বুঝতে তুমি পারবে না।

পদ্ম। বুঝতে তুমি চেও না ছোট খোকা-বাবু। বিশ্বাস কর তুমি,
'ছোরা আমরা চুরি করি নাই। আমি তোমার মায়ের মত—

জ্ঞানদা। চোপ রও হারামজাদী।

কালী। (গর্জন কবিবা উঠিল) ছোট-খোকাবাবু !

দারোগা। (ধমক দিলেন) এই কালী বাগ্দা !

কালী। ইচ্ছে হয় পিস্তলটা তোমার দেগে দাও দারোগা বাবু।

হারামজাদী, হাবামজাদী। ছোট-খোকাবাবু ও ব'লে গাল দিও
না তুমি। মহাপাপ হবে তোমার।

জ্ঞানদা। কালীচরণ !

কালী। (সহসা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল) না না। দাও দাও, হাজার
বার গাল দাও তুমি আমার বাপকে।

জ্ঞানদা। কালী; হেসে আমাকে ভোলাতে পাববি না তুই। হাসিস নে।

কালী। ~~ছোট~~-খোকাবাবু, কাদতেও তোমাব কাছে আমি কোন দিন
আসিনি। তোমার বাবা চাকরান জমি কেড়ে নিয়েছিল, পদ্মকে
নিয়ে—(স্তব্ধ হইল) খোকাবাবু, সেদিন যখন তোমার বাবার সঙ্গে
দেখা হয়েছিল সেদিন আমি কাদি নি। তারপর মাথার ঘাম পায়ে
ফেলে' নদীর ধারে চর ভেঙে জমি করলাম, সে জমি তুমি কেড়ে
নিলে। কালো মেঘের বরণ মন-ভোলানো ধান—হাতী লাগিয়ে
খাইয়ে দিয়েছ তোমরা। ঘরে কেঁদেছি, তবু তোমাদের কাছে
দরবার করতে আসি নি। আবাব আজ চুরি কবেছি ব'লে ধ'রে
এনেছ। হাসব না ছোটবাবু ?

জ্ঞানদা পদচারণা করিয়া ফিরিয়া কালীর সম্মুখে দাঁড়াইল

জ্ঞানদা । বাবাকে তোরা খুন করলি কেন ?

কালী । খুন ?

পদ্ম । না না না ছোট-খোকাবাবু, না ।

কালী । ও, তাই বল, তুমি তাই মনে করেছ ছোটবাবু ? না না

ছোটবাবু, না । তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছেন ।

জ্ঞানদা । আর কাঁউকে বলে বান নি, তোকে বলে গিয়েছেন ?

কালী । ই্যা গিয়েছেন ।

জ্ঞানদা । ইঠাং তিনি সন্ন্যাসী হলেন কেন ?

কালী । ~~ছোট~~-খোকাবাবু, আর তুমি কোন কথা শুধিও না, বলতে

আমি পারব না ।

জ্ঞানদা । কালী !

কালী । না না ~~ছোট~~-খোকাবাবু, না ।

জ্ঞানদা । তোকে ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হবে কালী ।

কালী । ঝুলব ~~ছোট~~-খোকাবাবু, তবু বলতে পারব না ।

জ্ঞানদা সহসা কালীর গলা ধরিল

জ্ঞানদা । বল । বল ।

দারোগা । জ্ঞানদাবাবু ।

কালী হাত ছাড়াইয়া দিল

কালী । (হাসিয়া) তোমাদের হাত নবম খোকাবাবু, কালীঃ ~~বান~~

গলা পাথরের, খুললে বন্ধ হয় না, চাপা পড়লে আর খোলে না ।

জ্ঞানদা । কালী ।

কালী। ছোটবাবু, ফাঁসির ব্যবস্থাই কর তুমি। সে কথা আমি বলব না।

পদ্ম। আমি বলব। শোন ছোট-খোকাবাবু—

কালী। না না না পদ্ম, না।

পদ্ম। না না, আমি, বলব। তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে আমি দেব না। শোন—

কালী। পদ্ম !

সে আসিলা পদ্মর মুখ চাপিয়া ধরিল

দারোগা। কালী !

জ্ঞানদা। কালী !

পূজকের প্রবেশ

পূজক। হুজুর !

জ্ঞানদা। কি ? কি চাই তোমার এখানে ?

পূজক একটি মোড়ক ও একখানি চিঠি তাহাকে দিল

পূজক। একজন সন্ন্যাসী এইটে এখুনি আপনাকে দিতে বললেন।

জ্ঞানদা। কি ? কি এটা ?

মোড়ক খুলিল, মোড়কের মধ্যে ছোরার বাঁটের সোনার পাত

এ কি ? এই তো সেই ছোরার বাঁটের সোনার পাত।

(তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়িল) কই ? কোথায় ? কোথায় তিনি ?

পূজক। গঙ্গার ধারে কালীবাড়ির ঘাটে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

দারোগা। ব্যাপার কি জ্ঞানদাবাবু ?

জ্ঞানদা। ছেড়ে দিন, এদের ছেড়ে দিন দারোগাবাবু। আমি আসছি।

প্রস্থানোচ্চত

দারোগা। ছেড়ে দেব ?

জ্ঞানদা। বাবা বেঁচে আছেন। এক সন্ন্যাসী তাঁর খবর নিয়ে এসেছেন,
তাঁর হাতেব চিঠি এনেছেন। ওদের ছেড়ে দিন।

প্রস্থান

কালী পদ্মের মুখ ছাডিয়া দিল

দারোগা। যা, তোরা বাড়ি যা।

কালী। 'আঃ। পদ্ম, আয় বোন, বাড়ি আয়।

পদ্ম। আমার ছোরা ?

কালী। (টেবিল হইতে ছোরাটা তুলিয়া লইয়া) ছোরাটা আমবা
নিয়ে চললাম দারোগাবাবু।

পদ্ম ও কালীর প্রস্থান

দারোগা। চল হরলাল। মিছে হয়রানি হ'ল।

দারোগা ও জমাদারের প্রস্থান

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। কই, পদ্ম কই ? জ্ঞানদা !

দরজার পাশ হইতে ফুরু উকি মারিল

ফুরু। হজুর !

প্রমদা। কই, গেল কোথায় সব ? পদ্মকে কোথায় নিয়ে গেল ?
কেলে কোথায় ? বিচার আমি করব।

ফুক প্রবেশ করিল

ফুক। ভেঙ্কির খেলা হয়ে গেল তজ্জুর। বডকঠা বেঁচে আছে। কোন্
সম্মেসী চিঠি এনেছে। ছোটবাবু ছুটে গেল। দারোগা ফিরে
গেল। পদ্ম-কালীকে ছেড়ে দিলে।

প্রমদা। জ্ঞানদা। জ্ঞানদা!

প্রস্থানোত্তত। পবে পুনরায় ফিবিবা ।

যাক, বেঁচে বাবা। ফুক, আজ বাত্রে—, দবকাব হয় কেলেকে
আমি গুলি ক'রে মাবব।

ফুক। বকশিশ তজ্জুর।

সেলাম কবিল

প্রমদা। (একটা টাফা ছুঁড়িয়া দিয়া) মনে থাকে যেন—আজ
বাত্রে—

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রামপ্রান্তের পথ । কাল—সন্ধ্যা

গঙ্গাব ঘাটের দিকে গল্লীঘাট মেঘেরা বাইতেন। পৌষ অচলনাব ব্রত পালন করিতে । মেঘদের কতকজনের হাতে অর্চনার সামগ্রী সাকানো গোল ভালা । কাহাবও হাতে জলের ঘটি । কাহাবও হাতে শাখ । তাহাবা ধাব মস্তব গতিতে পৌষ-অচলনাব ব্রত-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে । শাস্ত্র মন্ত্রব গতি ।

গান গাহিয়া মেঘেরা চলিয়া গেল । যেদিক হইতে তাহাবা আসিল সেদিক—অর্থাৎ গ্রামের দিক হইতেই সন্ন্যাসীবেশী ধনদাপ্রসাদের প্রবেশ

জ্ঞানদা । (নেপথ্য হইতে) দাঁড়ান, আপনি দাঁড়ান ।

ধনদাপ্রসাদ কিবিষা দাঁড়াইলেন । জ্ঞানদাব প্রবেশ

জ্ঞানদা । সত্যিই আপনি ।

জ্ঞানদা প্রণাম করিল ।

ধনদা । কলাগ হোক । ভগবান তোমাকে বক্ষা করুন ।

জ্ঞানদা । ফিরে আসুন ।

ধনদা । সন্ন্যাসীর সে নিষম নয় জ্ঞানদা । তাই—(হাসিল) জ্ঞানদা, গঙ্গাব ঘাটে দাড়িয়ে বুকটা আমার টনটন করে উঠল । চোখে জল এল । কিন্তু তবু ঢুকতে পারলাম না । আমার মনে হ'ল কি জান ? মনে হ'ল বায়-বাড়ীঘ গিলেনে গিলেনে ঠাট্টার হাসি বেজে উঠবে ।

জ্ঞানদা । কি অপরাধে আপনি আমাদের ত্যাগ করছেন ?

ধনদা । আমাদের ব'লো না জ্ঞানদাচরণ, আমাকে বল । গ্রামে যখন ঢুকলাম, তখন আশা করেছিলাম ইয়া, আশা করেছিলাম

বায়-বাড়ির দেউড়িতে পুত্রশোক আমাব জন্তে লজ্জায় মাথা হেঁট ক'বে ব'সে আছে। আশা ক'নেছিলাম, শুনব—প্রমদা নেই। কিন্তু এসে আমাকেই মাথা হেঁট কবতে হ'ল।

জ্ঞানদা। তাকে পাগল ব'লে হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখে দেব আমি।

ধনদা। তাই দিও। আব যেন মহাপাপ রায়-বংশকে স্পর্শ না করে। আশ্র মনে হচ্ছে, ভগবানের দবা যেন এখনও আছে। মহাপাপের ওপর আব এক মহাপাপ থেকে ভগবান আজ বক্ষা ক'বেছেন। পুত্রী থেকে দ্বিভিলাম কাশী। আশ্র মনের মমতাব ছিলনা জ্ঞানদাচরণ, তখন যে আপনাব অজ্ঞাতসাবে পথ ভুল ক'বেছি, বুঝতেই পারি নি। ভ্রম ভাঙল যখন, তখন দেখলাম, কীতিহাটের হাটের চালাব ধাবে আমি। মনে মনে হেসে ফিরে যাচ্ছিলাম। পথে শুনলাম দুটি ছেলে বললে, রায়কর্তা ধনদাবাবুকে কালী বাগদী খুন করেছে, তাই পুলিশ তাকে ধ'বে নিয়ে গিয়েছে রায়-বাড়ির কাছাবিতে। কালীবাড়ি ঘাটে এসে দাঁড়লাম। (হাসিয়া) দাড়ি-গোফ দেখে, হিন্দী কথা শুনে পূজক ভটচাঁজ আমাকে চিনতে পারলে না। (সহসা সচকিতভাবে) চাঁদ উঠছে জ্ঞানদাচরণ, আমি যাই।

জ্ঞানদা। আপনাব ওই মেয়েটার জন্তে—মানে কালীচরণদের জন্তে লজ্জা হচ্ছে বাবা? আমি স্থির ক'রেছি, ওদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেব। ওদের উচ্ছেদ করব।

ধনদা। না না জ্ঞানদা, সে কাজ ক'রো না। তুমি জান না জ্ঞানদা, তুমি বুঝতে পারবে না। ই্যা, আরও একটা কথা।

জ্ঞানদা। বলুন।

ধনদা। শুনলাম, কালীচরণ গঙ্গার চব ভেঙে জমি তৈরি করেছিল,
সে জমি তুমি কেড়ে নিয়েছ ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ।

ধনদা। অগ্রাঘ করেছ, মহা অগ্রাঘ করেছ। সে জমি তাকে ফিরিয়ে
দিও।

জ্ঞানদা। আপনার সন্ততির অধিকাংশ আমি ত্যাগ করছি। আপনি
ইচ্ছামত বন্দোবস্ত ক'রে যান।

ধনদা। কেন জ্ঞানদাচরণ ?

জ্ঞানদা। না। গির্জা-অপরোধে প্রার্থিত কবতে আমি বাধ্য, সে
আমি স্বীকার করি। কিন্তু কাকনমূল্যে প্রার্থিতবিধানে আমি
বিশ্বাস করি না। আপনার অগ্রাঘের জন্তে আমি কালীচরণকে
খুঁষ দিতে পারব না। না, সে আমি পারব না।

ধনদা মাথা হেঁট করিলেন

জ্ঞানদা। তা ছাড়া কালীচরণের মত অপরাধপ্রবণ লোককে সমাজের
ব্যাধি ব'লে আমি মনে করি। তাদের আমি নিশ্চূল করব।
আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

ধনদা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর জ্ঞানদা।

প্রস্থানোত্ত। পুনবার কিরিয়া

কালীচরণের জমি তুমি বেশম-কুঠীর সায়েবদের বন্দোবস্ত
করেছ না ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ, তারাই সকলের চেয়ে উচ্চমূল্য দিয়েছে।

ধনদা। দিন দিন শ্রীদ্ধি হোক তোমার।

জ্ঞানদাতা অস্ত্রদিকে প্রস্থান করিল। প্রমদাব প্রবেশ

প্রমদা। কে ? কে ? কে ?

সে দাঁড়াইল স্তম্ভিতের মত

ফুৎফুৎ প্রবেশ

ফুরু। হুজুব !

প্রমদা। চুপ !

ফুরু। (মুদ্রস্থবে) পদ্ম—

প্রমদা। পদ্ম ! পদ্ম কি, বল ?

ফুরু। কালীকে আজ খুব মদ গাইয়েছি হুজুব।

প্রমদা। চল ফুরু, চল। এ আগুনে হয় পুড়ে ছাই হবে, নয় আজ জল দেব। চল। আগাব পিস্তল ? এই যে। চল।

উভয়ের প্রস্থান

দূবে ব্রতগানের সুব শোনা গেল

প্রবেশ করিল জয়া। সে স্থির দৃষ্টিতে যে দিকে সঙ্গীত উঠিতেছে সেইদিকে চাহিয়া দেখিল হারপন সে সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিল। বিপবীত দিক হঠাৎ প্রবেশ করিল তারাচরণ

তারা। (চলিতে চলিতে জয়ার কাছে আসিয়া সচকিতভাবে) কে ?

জয়া। (ক্ষিপ্ৰভাবে উঠিয়া পিছাইয়া গিয়া) কে ?

তারা। কে, জয়া ?

জয়া। (উল্লসিতভাবে) তুমি, তুমি ? ওগো, তুমি কিবে এসেছ ?

আঃ ! ওগো, আমি তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

তারা। ওবে বাপরে ! (বাঁ হাত গালে দিয়া ডান হাতখানি জয়ার মুখের কাছে ধরিয়া) আহা—

খির দিঠিতে পথের পানে চেয়ে

চোখের কাজল মুখে গেল জলেব ধারা বেয়ে !

জয়া। (হাসিয়া) থাম কবিরাল, থাম। এখন কবিগান কবে কি
আনলে তা দাও।

তার। কি আনলাম ? এনেছি অনেক।

জয়া। দাও, দাও। (হাত পাতিয়া) কেমন রাঙা হাত পেতেছি
দেখ। দাও।

তার। নে, তবে হোর হাত দুখানা চুমো দিয়ে ভ'রে দিই।

জয়া। না না, হাসিঠাট্টা নয়। ওগো আমার কান্না পাচ্ছে।

তার। হেসে ফেল না। তা হ'লেই আর কান্না পাবে না।

জয়া। হাসি ? না, হাসি আমার আসছে না। কি এনেছ দাও।

তার। সবুব গোয়ালো মেয়ে—সবুর। আগে শোন। কবিরাল কি
বলছে শোন।

(ভডাঘ) “সমুদ্র মন্তন হৈল বজ্রাকবের বাড়ি,

উজ্জাদ কৈরা উঠে এল ধনবা দ্রব কাঁড়ি।

বাজ্রা উজ্জির দেবতা সে সব করিলেন সাবাড়।

ভিখারী ভাঙড় শিব চাটেন বিষের ভাঁড়।”

বিষ খেয়ে এসেছি জয়া ; সে তো উগরে দেবারও উপায় নাই।

জয়া। কি বলছ তুমি ? আজ পৌষ মাসের সংক্রান্তি। ঘরে ঘরে
পৌষ-পার্বণ হ'ল, আমাদের ঘরে আজ হাঁড়ি চাপে নি। তার ওপর
বাবুরা থানা-পুলিস ক'রে স্বস্তরকে পিসেসকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল।

তার। ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল ?

জয়া। ই্যা। কিন্তু সে মিটে গিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে। এখন কি এনেছ
দাও, চাল কিনে আন, পৌষ পার্বণের যোগাড় কর। ওগো সকল

ঘরে পৌষ-পূজা হ'ল, আমাদের ঘবে হোক। কি এনেছ দাও।

তারা। কি এনেছি? বললাম তো জয়া, বিষ খেয়ে এসেছি।

ভদ্রলোক কবিঘালদেব সঙ্গে পাবলাম না, হেবে গেলাম;

জয়া। হেরে গেলে?

তারা। পাল্লাঘ নয়, খেউডে। যে খেউডু তাঁবা ধবলে, বাগদীব ছেলে হয়েও সে খেউডের জবাব আমি গাইতে পারলাম না। আমি একবার গাইলাম—পেয়েছ মানব-জনম মন, ভগবানের নাম কব। আমাকে লোকে 'ভুও' ক'বে তাড়িয়ে দিলে। একটা পয়সাও পেলা আমি পাই নি। শুধু হাতে গালাগাল খেয়ে ফিবে এসেছি।

জয়া স্থিবদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বহিল

জয়া! এমন ক'বে চেয়ে রয়েছিস কেন জয়া?

জয়া। আমার ইচ্ছে কবছে, তোমাব তুই গালে ঠাস ঠাস ক'রে তুটো চড বসিবে দিই।

তারা। মার জয়া, তাই মার। আজ খাব আমি আটকাব না।

জয়া। যে মবদ মা-বাপ পরিবাবকে খেতে দিতে পাবে না, সে আবার মরদ নাকি?

তারা। কি কবব আমি? বল?

জয়া। কি করবি? কি কববি, আমি কি জানি? আমাকে পেট ভ'রে খেতে দে, শখ মিটিয়ে পরতে দে, আমার এই গোরো গা গয়না দিখে ঢেকে দে। তোমার রোজকাবেব গরবে আমাকে গরব করতে দে? নইলে কিসের সোয়ামী তুই? কোথায পাবি তুই, আমি কি জানি?

তারা। জয়া! জয়া!

জয়া। শান্তডী কাঁদছে যবে পৌষ-পার্বণ হ'ল না। পিসেস মাথা
হেঁট ক'বে ব'সে আছে। আমি বড মুখ ক'বে বলেছি, ভেবো না
ঠাকরুণ, আজ তোমাব ছেল সঁঝাসঁঝি ফিরবেই। বোজ্জকার
ক'রে আনবে। পৌষ পার্বণ হলে, তুমি ভেবো না। ছি!
ছি। ছি।

তারা। (চোৎকার ক'বিয়া বলিল) আমি ফিরে চললাম জয়া!
বোজ্জকার যদি কবতে পাবি, তবেই ফিরব।

পল্লীর মেয়েবা রত সাদিয়া গান গাহিতে গাহিতে বাড়িব হইয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

কালীচরণের বাড়ী। কাল—বাঁত্রি

বাহিরে চাৰিপাশে শঙ্খধ্বনি, ভল্লধ্বনিব সংমিশ্রণে একটি সঙ্গীতময় শব্দ। আবছা অন্ধকারেব মধ্যে কালী বাগদীব বাড়ি প্রায় নিশ্চয়। সঙ্গীতধ্বনি তুচ্ছ হইয়া গেল। দাওয়াতে পূৰ্ণ হইতেই বসিয়া ছিল টগব ও পদ্ম। ধীরে ধীরে চাঁদের আলো ফুটিল

পদ্ম। আঃ, চাঁদ উঠল, বাঁচলাম। অন্ধকারে জীবনটা যেন ঈপ্সিয়ে উঠছিল।

টগব। আমাব কপাল। আজ পৌষ-সংক্রান্তিৰ সন্ধ্যা, ঘরে আমাব পিদিম জ্বলল না, ইঁড়ি চড়ল না। তবে যে বিপদ থেকে আজ রক্ষা কবেছেন ঠাকুব সেই মহাভাগিয়া। কে ?

জয়াব প্রবেশ

জয়া। (রুদ্ধস্বরে) আমি ঠাকুকণ।

টগব। তাবাচরণ ফিবল বউমা ?

জয়া। না।

সে ঘরের ভিতর চলিয়া যাইতে উত্তত হইল

পদ্ম। ব'স বউমা, এটখানেই ব'স। অন্ধকার ঘব, ঘরে গিয়ে কি কববে ?

জয়া। আমাব মাথা ধরেছে পিসেস, আমি শোব। বসতে আমি পাবছি না।

ভিতরে চলিয়া গেল

টগব। বউমা ! বউমা ! মাথা কি বেশি ধরেছে মা ?

অনুসরণ করিল

কালীচরণর প্রবেশ, সে মদ খাইয়াছে, উদ্ভ্রান্ত। মোটা গলাষ গাহিতে গাহিতে ঢুকিল

কালী। (ছড়ার সুরে) ও মা দিগম্বরী, নাচ গো শ্রামা রণমাঝে।

পদ্ম। (চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) দাদা!

কালী। (ছড়ায়) কোন্ হায় তোম্ ?

ভাঁড়ে মঃ ভবানী, ভোলা বোম্ বোম্ বোম্ !

বাঁবা বোম্ বোম্ বোম্ !

পদ্ম। (কাছে আসিয়া হাত ধবিয়া ডাকিল) দাদা! দাদা!

কালী। কে? কে? ও—ও, পদ্ম? ও। আমাব সোনার পদ্ম!

পদ্ম। আজ লক্ষ্মীর দিন, তুমি মদ খেয়েছ দাদা?

কালী। হঁ, খেলাম বোন খেলাম। ফক—ফক, ওঠ ফুক দিলে।

টগর বাহির হইয়া আসিল

টগর। কে? কে দিলে?

কালী। ফক—ফক। ছি চকে চোপ হোক, ফক লোক ভাল। আমাকে
কত খাতির করলে।

টগর। ছি। ছি। ছি। তার চেয়ে তুমি বিষ খেলে না কেন?

কালী। ক্ষিদেয় পেট জ'লে যাচ্ছিল টগববউ, দুঃখে ঘোমায় বুকটা হু-হু
করছিল।

টগর। তাই ফকর কাছে তুমি মদ খেয়ে এলে?

পদ্ম। ভাজ-বউ! ভাজ-বউ!

টগর। থাম পদ্ম, তুই থাম। আজ দেড় বছর কথা চেপে রেখে
এসেছি। আর নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভ্রমি তৈরী করলে,
সে ভ্রমি কেড়ে নিলে, সেও সহ্য করেছি, লুকিয়ে রেখেছি, এ পাপ-
কথা পুরুষকে বলি নি। আজ আবার বিনা দোষে পুলিশের হাতে

অপমান, খুন-অপবাদ দিবে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা । না, আব লুকিয়ে রাখব না আমি ।

কালী । কি বলচিস টগববউ, কি লুকিয়ে বেগেচিস ?

টগর । ওই ফুক, যাব মদ তুমি খেয়ে এলে, ও ওই বড়-খোকাবাবুন গুপ্ত কোটাল । আজ দেড় বছর পদ্মকে জালাচ্ছে ।

কালী । (চমকিয়া উঠিল) টগর ? কি বলচিস টগব ?

টগব । তোমাব পেট জ'লে যাচ্ছে, বুক হু-হু করছে । মদ খেয়ে এলে তুমি । ঘবে চুপে মেয়ে বউ নেতিয়ে প'ড়ে আছে, বোন দাঁতে দাঁত টিপে ব'সে রয়েছে । ক্ষিদেব জালায় ঘুম পর্যাস্ত চোখে আসে না । তোমাব ছেলে ঘুরছে চান্দর গলায় দিয়ে কবিরাজি ক'রে । তুমি ঘবে বেড়াচ্ছ, কোথায় গাঙের ধানে চব পড়েছে—জমি করবে, চাষ করবে, ফসল হ'বে, ক্ষেত করবে, খামার করবে, ঘর বাড়ি—

কালী । টগববউ, টগববউ, ভোড় হাত করছি, থাম্ থাম্, ওবে তুই থাম্ ।

(স্তব্ধভাবে কথেক মুহূর্ত থাকিয়া) পদ্ম, তোব সেই ছোরাটা কইবে ?

পদ্ম । দাদা !

কালী । (হাত বাড়াইয়া) দে তো বোন, কোনও জায়গায় বিঁধে, নেশাটা ছুটে যাক । আঃ ছি । ছি । ছি । (একবার পদচারণা করিয়া) বউমা আমাব ক্ষিদেব নেতিয়ে পড়েছে টগর ? মাখা ধবেছে ? আঃ ছি ! ছি । আসছি আমি ।

পদ্ম । কোথায় যাচ্ছ দাদা ? না না ।

কালী । পথ ছাড়্ পদ্ম, নেশা আমাব ছুটে গিয়েছে । ফুককে কিছু বলব না আমি । ওবে এর, আমি দেখি যদি কিছু ষোগাড় করতে পারি । পথ ছাড়্ ।

পদ্ম সরিয়া দাঁড়াইল । কালী চলিয়া গেল ।

টগর। তুই একটু ব'স পদ্ম। বউটান ক্ষিদেতে হেঁচকি উঠছে। আমি দেখি। পোষ মাসের সংক্রান্তি, আমাদের হিঁদুপাডায় কেউ কিছু দেবে না। আমি একবার শেখপাড়াটা দেখে আসি। রাজা বেটা'র ঘর থেকে আসি আমি।

প্রস্থান

কাছক মুখের পাখি ঠিক মাঝিল ফুৎব মুগ

পদ্ম। কে ?

ফকর মুগ তদুচ্চ হইয়া গেল

ফকর। (নেপথ্য হইতে) কালীদাদা বইছ নাকি ? কালীদাদা ?

পদ্ম ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেল। ফকর মুখ আবার উঁকি মাঝিল, কাঁতাকেও না দেখিয়া সে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল

ফকর। (এদিক ওদিক চাহিয়া চাপো গলায় ডাকিল) পদ্ম ! পদ্ম ! বাবু বাল্যে, তাকে সোনার চুড়ি গড়িয়ে দেনে। পদ্ম !

পদ্ম বাহির হইয়া আসিল, তাহার হাতে লোবা

পদ্ম। তোব পরিবানের বড় ছংগ। সাতটা ছেলের একটা নাই।

তাউ তোকে এতদিন কিছু বলি নাই। আজ তোকে—

দাঁওতা হইতে লাফ দিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ফকর দ্রুত লম্বুপদে পলাইয়া গেল

ফকর। মেবে ফেললে বাবু, মেবে ফেললে।

পলায়ন

পদ্ম। অদৃষ্টের পাপনে আমি বিন্দেয় করব।

অনুপ্রবেশে অগ্রসর হইল

ঠিক সেই মুহুর্তে প্রবেশ করিল প্রমদাচরণ

প্রমদা। পদ্ম !

পদ্ম। (চমকিয়া দাঁড়াইল) তুমি ?

প্রমদা। সর্দার-বউ একদিন বলেছিল, তুই বাঘিনী। মিথ্যে বলে
নি। (হাসিল)

পদ্ম। বড়-খোকাবাবু—

প্রমদা। নাঃ। খোকাবাবু নয়, বাবু-প্রমদাবাবু।

পদ্ম। ছোট জাত বলে কি আমাদের ধর্ম নাই, সম্বন্ধ নাই, কিছু নাই?

প্রমদা। (অসহিষ্ণুভাবে চীৎকার কবিতা উঠিল) আঃ আঃ আঃ! পদ্ম!

পদ্ম। তোমার বাবা তাব নিজেব ছোবা তোমার বৃকে বসিয়ে দেবার
জন্তে দিয়ে গিয়েছে। আমার হাতে সেই ছোরা, তুমি আর এগিও
না বড়-খোকাবাবু।

প্রমদা হা-হা কবিতা হাসিয়া উঠিল

পদ্ম। তা ছাড়া দাদা আমাব এখুনি ফিববে।

প্রমদা। (পিস্তল বাহিব করিয়া) কেলেকে আমি গুলি ক'বে মারব।

পদ্ম। বড়-খোকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিবে যাও।

প্রমদা। পদ্ম, পদ্ম, তোর জন্য আমি জাত-ধর্ম সব ছাড়ব।

পদ্ম। কিন্তু আমি তো ছাড়তে পারব না বড়-খোকাবাবু। আমাব
জাত-ধর্ম রাখতে হয় আমি তোমাকে মারব, নয় আমি নিজে মরব।
এখনও বলছি, তুমি চ'লে যাও এখান থেকে।

প্রমদা। পদ্ম!

পদ্ম। তারচরণকে যেমন মারি বড়-খোকাবাবু, তোমাকেও আমি
তেমনই মারি। মায়ের দুধকে তুমি বিষ ক'রে দেবে বড়-
খোকাবাবু?

প্রমদা। (অস্থিরভাবে বলিয়া উঠিল) না না না না পদ্ম, না।

কালীচরণ। (নেপথ্যে হইতে) কে? কে? কে ওখানে? কে?

পদ্ম। বড়-খোকাবাবু পালাও!

প্রমদা। (দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া) কাণাচরণ, কৈলে !

' সে পিস্তল তুলিয়া লক্ষ্য করিল

পদ্ম চট করিয়া ছোরা ফেলিয়া দাওয়ার উপর হইতে একটা ছোট লাঠি—দুই হাত

আন্দাজ লম্বা লইয়া প্রমদার হাতেব উপর বসাইয়া দিল, প্রমদার হাতেব পিস্তল

পাড়িয়া গেল এবং আডবাজ হইল

পদ্ম। আগে মারতে এখনও মাথা আছে আনার। পালাও, এখনও

পালাও।

প্রমদা। ফুক ! ফুক ! দারোয়ান !

সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল

সেই মুহূর্তেই কালাচরণ হা হা করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিল

কাল। 'গুলি ! 'গুলি ! (ডচ্‌হাশ) ওই লাঠিটা পদ্ম, লাঠিটা—

পদ্মর হাত হইতে ছোট লাঠিটা লইয়া সে লক্ষ্য স্থির করিয়া প্রমদার গমনপথের দিকে

ছুড়িয়া মারিল। একটা গুণ্ডার জিনস পাড়বার শব্দ হইল

কালী। আ ! (বলিয়া ছুটিয়া বাহিব হইয়া গেল)

পদ্ম। দাদা ! দাদা !

টগরের প্রবেশ

টগর। কি হ'ল ? কি হ'ল পদ্ম ?

পদ্ম। বলতে পারছি না ভাজ-বউ, বলতে পারছি না। সর্বনাশ হয়ে

গেল। বড-খোকাবাবুকে দাদা ফাবড়া ছুঁড়ে মেরেছে। সে

পড়েছে। দাদা ছুটে গেল।

সে কাঁপিতে লাগিল

টগর। কোন্ দিকে পদ্ম, কোন্ দিকে ?

পদ্ম। ওই ওই—

টগর। ওগো ! ওগো ।

অগ্রসব হইল

কালীচরণের প্রবেশ, তাহাব মুর্ছি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হাতে সোনার চেন
বোতাম আংটি

কালী। নে পদ্ম, ধব ।

পদ্ম। (চমকিয়া উঠিয়া কাঁপিতে লাগিল) দাদা ! কি কবলে দাদা ?

তারাত্বণকে কি তুমি এমনই ক'বে—উঃ ।

টগর। খুন ক'বে শুইগুলো তুমি নিয়ে এলে ?

ধনদা। (নেপথ্যে হইতে) কালীচরণ ।

সে ডাক কাহারও চেতনা-সঞ্চার করিতে পারিল না

কালী। ধব ধব । (সেও কাঁপিতে লাগিল) নিয়ে যা সাউ-মহাজনের
বাড়ি, কিছু চাল-ডাল নিয়ে আয় । দেবে সে সোনা পেলে । হোক
লক্ষ্মীদ দিন, দেবে দেবে । নিয়ে যা । ধব্ ধব্ ।

টগর। না না না ।

কালী। ধব্ ধব্ । আব একটু জল—খুব ঠাণ্ডা জল ।

ধনদার প্রবেশ

ধনদা। কালীচরণ ! তোব সঙ্গে দেখা না ক'বে যেতে পারলাম না ।

এ কি, তোব হাতে রক্ত ? ও কি ? প্রমদার চেন আংটি ?

কালীচরণ ! কালী ।

ফুক । (নেপথ্যে হইতে) এই আশ্বন হুজুর, এই আশ্বন ।

জ্ঞানদা। (নেপথ্যে) হইতে দাদা ! দাদা ।

ধনদা। জ্ঞানদা !

জ্ঞানদা। (নেপথ্যে হইতে) বাবা ।

ধনদা। প্রমদা আমার সঙ্গে তীর্থভ্রমণে চলল জ্ঞানদা। তার উপলব্ধি হয়েছে আজ, আপনার ভুল বুঝতে পেরেছে। মুক্তির পথে বেরিয়েছে সে। তুমি গুইখান থেকে ফের। এখানে এসো না। আমার শেষ অনুরোধ জ্ঞানদা, ফের।

জ্ঞানদা। (নেপথ্যে) বাবা !

ধনদা। পেছু ডেকো না, ফিরে যাও। কালীচরণ, এইবার আমাকে ক্ষমা কর।

কালী। বড-খোকাবাবুর আমি গোধ নিয়েছি বড়বাবু, গোব। কিন্তু তোমাকে—? না।

অস্বীকার কবিচা ঘাড নাডিল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ফালগুণের বাড়ী। চাবিদিকে মালিঙ্গ-চিহ্ন পূর্বাপেক্ষা আরও পবিশ্রুত হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীর সম্মুখ পথেব উপর জ্ঞানদাচরণ দাঁড়াইয়া আছে। জন দুয়েক নেনটবল দুই পাশে দাঁড়াইয়া। কালীও সব খানাতল্লাস হইয়া উঠে। দারোগা ঘবেব

ভিতর হইতে বাজিব হইয়া আসিয়া

দারোগা। না। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। মোনা-কপো
দূরের কথা, পেতল-কাসাব একটা-আখটা ঘটি থালা পর্যন্ত নেই।

জ্ঞানদা। হুঁ।

দারোগা। ঘবে মেজের মাটি পর্যন্ত খুঁড়ে দেখেছি।

জ্ঞানদা। তা হ'লে এই অমানুষিক পাপ, যাহে নিবীহ পথিকেব জীবন
নাশ, এ কণ্ঠে কে? উঃ নিশীথ-বাহে হতভাগ্য মাহুয়ের সে কি
কৰুণ মৃত্যু-চাঁকাব। আপনারা শুনেছেন কি-না জানি না, কিন্তু
আমি শুনেছি। গবন মেট এত বড় ঠগীও অত্যাচার বন্ধ করলেন,
আর এই সামান্য চ্যাণ্ডাডেব অত্যাচার বন্ধ হবে না! এমনই ভাবে
নিষ্ঠুর নরহত্যা যদি বন্ধ করতে না পাবেন, তবে আপনাদের চাকরি
ছেড়ে দেওয়া উচিত। এ কথা শুধু আমি আপনাকেই বলছি না।
আপনাদের সাহেবকে পর্যন্ত সেদিন এই কথাই ব'লে এসেছি।

দারোগা। কিন্তু আপনি তো দেখছেন, আমি কি চেষ্টার কোন কসর
করছি?

জ্ঞানদা। চেষ্টা যদি সফলই না হয়, তবে সে চেষ্টা অকৃত্রিম হ'লেও অক্ষম নিশ্চয়। হয কসুর আছে, নয় আপনি অক্ষম। শুধুন দারোগাবাবু, আমরা চাই শাস্তিতে থাকতে। এমন ভাবে রাত্রে রাহাজানি, নবহত্যা এ তো অরাজক। এর পর আমি লাটসাহেবেব দববার পর্যন্ত এ সংবাদ জানাব।

দারোগা। আপনি যেমন বলছেন, আমি তেমনই কবছি। সাযেব আমাকে বিশেষ ক'খে ব'লে দিয়েছেন যে, বায়বাবু যা বলবেন, তাই করবে তুমি। আপনাব সম্বন্ধে সায়েবেব খুব উচ্চ ধারণা। বলছিলেন, রায়বাবুকে খেতাব দেবাব জগ্রে লিখেছি আমি।

জ্ঞানদা। খেতাবেব কথা থাক, ওর প্রত্যাশা ক'বে আমি কাজ কবি নি। এ অত্যাচাব দমন করতে হবে। তাই হ'লে সে-ই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পূবদ্বাব। বার্তে আমি ঘুমুতে পাবি না। কান পেতে জেগে ব'সে থাকি। কখন কোন্ দিক থেকে মাতুষেব মদণ-চাঁৎকার বেজে উঠবে—উঃ, নিস্তরু বাত্রিণ অন্ধকাব চিবে ছুটে যায় মৃত্যু-বাণেব মত। এ পাপ বন্ধ ককন, যেমন ক'রে হোক বন্ধ ককন।

দারোগা। আপনি কালীকে সন্দেহ করলেন, কালীর ঘর খানাতল্লাসি করলাম। কিন্তু পাওয়া তো কিছুই গেল না।

জ্ঞানদা। আমাব এখনও কালীচরণকেই সন্দেহ হয়। ও কাজকর্ম করে না, জমি-জেবাতও নেই, সংসার চলে কি ক'রে?

দারোগা। ওর ছেলে কবিয়ালি কবে।

জ্ঞানদা। সে তো আজ ছ মাসেব ওপর নিকৃদ্দেশ।

দারোগা। ওর সেই বোনটা, মানে পদ্ম তো এখন কুমুর-দলে নাচ ক'রে বেড়ায়—

জ্ঞানদা। ই্যা, সেই এক পাপ। কিন্তু সে তো ঘর থেকে বেবিয়ে গেছে

দারোগাবাবু। তার রোজকার সে দেবেই বা কেন? কালীচরণ
নেবেই বা কেন? তা ছাড়া সেও তো আব গ্রামে ফেরে নি।

দারোগা। ফুরু বাগদীকে কালীচ পেড়নে আমি লাগিষে রেখেছি।

সেও কোন সন্দেহ করে না ছোটবাবু।

জ্ঞানদা। ফুরুকে আমি বিশ্বাস কবি না। ও আমায় সেদিন ছুটে গিয়ে
বলেছিল, কালী দাদাকে খুন কবছে। আমি ছুটে এলাম লোকজন
নিয়ে। বাবা বললেন, না, প্রমদাকে নিয়ে আমি তীর্থে যাচ্ছি।
তাব সঙ্গে তুমি আর দেখা করতে চেয়ে না। আমি ফিরে গেলাম।
সেদিন তবুও ফুরু বলেছিল, না ছোটবাবু, কর্তাবাবু কালীকে বাঁচাবার
জন্তে ও কথা বলছেন। এখন ও বলে, বাবাব সঙ্গে দাদাকে যেতে ও
দেখেছে। সেদিন বাবাব কথা অবিশ্বাস ক'বে ওর কথা বিশ্বাস
কবতে পারি নি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সেদিন ও সত্যি কথাই
বলেছিল। আজ যা বলে সেটাই মিথো।

দারোগা। এখন আমাকে কি কবতে বলেন?

জ্ঞানদা। সমস্ত বাগদাপাড়া, ডোমপাড়া, হাড়ীপাড়া তল্লাস করা
হোক। দাঙ্গা-হাঙ্গামা যাদের পেশা, তাদের পক্ষে এ কাজ অসাধ্য
মোটাই নয়।

ব্যস্তভাবে মহাজন গুরুপদ সাউ প্রবেশ করিল।

গুরুপদব কপালে তিলক, গলায় তুলসীমালাব কণ্ঠি ছোট কবিয়া ছাটা কাঁচা-পাকা
চুলের মধ্যে দীর্ঘ এক টুকি। পবনে থান ধুতি, গায়ে কেটের স্বর্ষাৎ রেশমের কর্ণশ জট-
পাকানো ঝাড়িয়া-ফেলা অংশে তৈয়ারী কম-দামী চাদব। পায়ে হেঁড়া এক জোড়া চটি
গুরু। একে বলে গিয়ে, প্রণাম ছোট হজুর। দারোগাবাবু, আপনাকেও
প্রণাম।

জ্ঞানদা। কে? গুরুপদ?

গুরু। আজ্ঞে। আমি তো হুজুরদেব, একে বলে গিয়ে, আশ্রিত—
চাকর।

জ্ঞানদা। টিকি মালা আব ফোঁটাৰ যোগ্য বিনয় তোমাব গুরুপদ।
তারপর কি সংবাদ ?

গুরু। আজ্ঞে, গুনলাম, হুজুরেরা, একে বলে গিয়ে, কালীচরণের ঘর
খানাতল্লাস করছেন ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ। সড়ক রাস্তায় এখানে ওখানে পথিক খুন হচ্ছে,
তাবই সন্ধানে পুলিশ কালীর ঘর খানাতল্লাস করলে। কিন্তু তার
সঙ্গে তোমাব সম্বন্ধ কি ?

গুরু। আজ্ঞে, কালীচরণ, একে বলে গিয়ে, আমাব আশ্রিত—মানে
আমার চাকরি কবে কি না। তাই, একে গিয়ে বলে, বলি দেখি
ব্যাপারটা কি !

জ্ঞানদা। কালীচরণ তোমাব চাকরি করে ?

গুরু। আজ্ঞে হুজুর, একে বলে গিয়ে, অনীনেব ঘরে দু-চারখানা খালা
কাঁসা আছে তো।

জ্ঞানদা। এবার তোমাব বিনয় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, কাঁসা নয় সোনা-
রূপো, দু চাবখানা নয়—দু চাব সের এবং দু-চার মণ।

গুরু। আজ্ঞে—আজ্ঞে—একে বলে গিয়ে, কালীচরণ সেই সব পাহারা-
টাহারা দেয়। মানে, চারিদিকে চোব-ডাকতের ভয়। তাই যখন
গুনলাম হুজুরেরা, একে বলে গিয়ে, পদার্পণ করেছেন কালীচরণের
বাড়ীতে, তখন ছুটে এলাম।

জ্ঞানদা। ভালই কবেছ গুরুচরণ। কালীচরণ সম্বন্ধে আমাদের একটা
সন্দেহ ছিল, ও কাজকর্ম কিছু করে না, সংসার চলে কি করে ?

গুরু। আজ্ঞে, একে বলে গিয়ে, মাসে আড়াই মণ ধান—কাঁচি আড়াই

মণ ধান, একটা টাকা মাইনে, ও আমি নগদ-নগদ চুকিয়ে দি।

পালে পার্শ্বণে এক-আধখানা কাপড়, তাও দি।

জ্ঞানদা। চলুন দারোগাবাবু। কালীর সম্বন্ধে তা হ'লে অনেকটা সন্দেহ ঘুচে গেল।

শুক্র। হজুব, একে বলে গিয়ে, বোটা বদমাশেব ঘবে বিছু পাওয়া গেল নাকি? মানে, একে বলে গিয়ে, জুমাংকে আবার সাবধান হতে হবে তো!

দাবোগা। সে কথা বলা আমাদের নিয়ম নয় সাউজী। (সিপাহীদের প্রতি) এস, তোমরা এস।

জ্ঞানদা, দারোগা ও কনষ্টেবলের প্রস্থান

শুক্র। কালী! ওবে, ওবে অ—কালীচরণ!

একটা মদেব বোতল হাতে মত্ত কালীচরণের প্রবেশ

কালী। আঃ, ছি ছি ছি। তুমি কি জন্তে এসেছ? কি জন্তে এসেছ তুমি? যাও, যাও, তুমি যাও।

শুক্র। যা গেল! বেটার মেজাজ দেখ না। একে বলে গিয়ে, তিরিকি হযেই আছে।

কালী। সকালবেলায় পুলিশ, তাব ওপব তোমাব মুখ দেখলাম।

আজ্ঞা আব আমাব রক্ষে নেই। কি? কি? কি চাই তোমার?

শুক্র। বলছি, একে বলে গিয়ে, ওবা খানাতল্লাসিতে কিছু পায নি তো?

কালী। কি পাবে?

শুক্র। একে বলে গিয়ে, মানে যদি কিছু—

কালী। তোমাকে না দিয়ে লুকিয়ে রেখে থাকি। ওঃ, ওঃ, সাউজী,
ইচ্ছে হচ্ছে নখে ক'রে মুণ্ডটা তোমার ছিঁড়ে নিই।

গুরু। কালীচরণ! একে বলে গিয়ে, কালী—

পিছাইয়া গেল

কালী। সোনা-রূপো যা পাই, এতটুকু টুকরো পর্যন্ত তোমার ঘবে
তুলে দি। ফুক'তোমার চব, সে আমার আশেপাশে থাকে, তবু
তুমি বলছ, আমি লুকিয়ে বাশি।

গুরু। কি বিপদ। একে বলে গিয়ে, একে বলে গিয়ে, তুই ফেপে
গেলি নাকি বে?

কালী। তুমি যাও, তুমি যাও, তুমি যাও। অন্ধকাব বাত্রে মাথার
ভেতব আগুনের হলকার মত যে নেণাটা পাক খেয়ে ওঠে, সেই
হলকা পাক খাচ্ছে আমার মাথা। তোমাকে জোড়হাত ক'রে
বলছি, তুমি যাও।

টগবের প্রবেশ

টগর। সাউজী মশায়, আপনি বাড়ি যান।

গুরু। একে বলে গিয়ে, কালীকে তুই ধরিস যেন। মানে, একে বলে
গিয়ে, যেন পেছন থেকে লাফিয়ে না পড়ে ঘাড়ে।

প্রস্থান

কালী। আমার ফাবড়াটা টগর, আমার ফাবড়াটা?

টগর। (তাহাকে ধরিয়া) না।

কালী। আমি মাতুষ খুন করি, যা পাই, সব আমি ওর ঘরে তুলে
দিয়ে আসি। ও আমাকে দেয় এক ভরি সোনায় এক টাকা, এক
ভরি রূপোয় দু'আনা পয়সা। কাপড়-চোপড় খালা-কাঁসা ফাউ

দিতে হয়। তবু আমাকে বলে, তুই কিছু লুকিয়ে রাখিস নি তো?

টগর। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, ও কাজ তুমি আব ক'বে না।

কালী। বড-খোকাবাবুব চেন-আংটি সাউজী মজুত ক'রে বেগেছে টগর। এ কাজ ছাডলে সেই চেন-আংটি পুলিশের কাছে হাজির ক'বে। তা ছাড়া, টগর, পেটের আগুনে কি দোব? তোব মুখে কি তুলে দোব?

টগব। না, উপোস ক'বে থাকব, লতাপাতা খেয়েও দিন ধাবে, তবু এমন বোজগার তোমাকে করতে হবে না।

কালী। বোজগার করতে হবে না? জানিস, বোজগাবেব জন্তে তাবাচরণ আমাব ছ মাস দেশতাগী? লক্ষ্মীব মত বেটাব বউ পেটের জালায় বাপের বাড়ি চ'লে গেল? ওবে টগব, পদ্ম পেটের জালায় ঘর ছেড়ে চ'লে গেল বুমুবেব দলে—পদ্ম আমাব সোনার পদ্ম!

টগব। পদ্ম, সর্বনাশী, পদ্ম। পাপ পদ্ম।

কালী। পাপ পদ্ম। কিন্তু টগব-বউ, আমার মায়ের পাপ, বাপের পাপ—আঃ, ছি ছি ছি। এসব কি বলছি আমি? কই, আমার বোতল কই?

বোতল লইল

টগর। না। আব মদ খায় না। দাও, মদের বোতল দাও।

কালী। না টগর-বউ, না। আমাব তারা গিয়েছে, বউমা গিয়েছে, ওরে, আমার পদ্ম কুল ছেড়েছে, বাবুমা জমি বেড়ে নিয়েছে, জাতে জাতে ঠেলেছে, সব গিয়েছে, আছে শুধু বোতলটা। ওটা দিলে আমার কি থাকবে টগর-বউ?

টগর। তোমাব পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে মবব।

কালী। নে, তবে নে।

টগর। সাউজী যা করে করুক। চল, না হয় আমবা দেশ ছেড়ে চ'লে যাব। পেটে খেতে না পাই, না খেয়ে মবব। তবু এ পাপ তুমি আর কবতে পাবে না।

কালী। শুধু তো সাউজী নয় টগর, আবও একজন, বড-থোকাবাবু—
ওরে, সে যেন আমাকে এ পাপ ঘাড়ে ধ'বে কবায় বে। কত দিন আমিও মনে কনি, এ পাপ আমি আব কবব না। কিন্তু থাকতে পাবি না।

টগর। কি বলছ তুমি ?

কামী। নিষুতি বাত্রে, ফুক এসে আমাকে ডাকে—সাউজীর চর ফুক আমাকে ডাকে। তুই নিথবে ঘুমোস। আমাব ঠিক ঘুম ভেঙে যায়। আমার মনে হয়, ফুক এসেছে, বড-থোকাবাবুর চর, পদ্ম সন্ধানে। বড-থোকাবাবুও দাঁড়িয়ে আছে আশেপাশে। ঠিক মনে হয়। আমি পা টিপে টিপে উঠে আসি। ফুক ডেকে দিয়ে চ'লে যায়, থাকে না, কিন্তু টগর, আমি ঠিক যেন দেখি, বড-থোকাবাবু অন্ধকারে ছুটে পালাচ্ছে। তাব পিছনে পিছনে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে যাই। তাবপর সময় বুঝে অন্ধকারে ফাবড়া ছুঁড়ি। গোড়াতে গোড়াতে ছুটে যায় আমার লাঠি কেউটে সাপের মত। বড-থোকাবাবু পড়ে। ছুটে গিয়ে আমি তাকে শেষ ক'বে যখন আ'টি চেন খুঁজি, তখন দেখি, সে বড-থোকাবাবু নয়, কে এক হতভাগা পথের মানুষ।

সহসা সে উঠিয়া দাঁড়াইল

টগর। ও কি ? কোথায় যাবে ?

কালী । সন্ধ্যা হয়ে এল, মা-গঙ্গার ধার থেকে একবার ঘুরে আসি
আমি । ‘শতেক যোজনে থাকি, যদি গঙ্গা ব’লে ডাকি ।’ টগর,
মা-গঙ্গাব জল ছুঁয়ে আসি একবাব ।

এস্থান

টগর । (জোড়হাত করিয়া) মা মঙ্গলচণ্ডী, আমার তারাচরণকে
ফিনিষে এনে দাও মা । আমি বুক চিরে রক্ত দোব মা, চুল কেটে
চামব বেঁধে বাতাস দোব ।

ধীরে ধীরে অন্ধকাব হইয়া আসিল
মন্তুপর্ণে প্রবেশ কবিল পদ্ম, তাহার পবণে ঘাঘরা ইত্যাদি নর্তকীর বেশ । প্রবেশ
কবিল আপাদমস্তক চাদবে ঢাকিয়া

পদ্ম । ভাজ-বউ !

টগর । কে ?

পদ্ম । চিনতে পাবছ না ভাজ-বউ ?

সে হাসিয়া উঠিল এবং চান্দ গুলিল

টগর । পদ্ম ?

পদ্ম । জী হুজুর ।

টগর । তুই মর, তুই মর, তুই মর পদ্ম ।

পদ্ম । বালাই, ষাট, পেট ভ’বে খেতে পেয়েছি, সাধ মিটিয়ে পরতে
পেয়েছি, অঙ্গ ভ’রে গয়না পরেছি, মবব কেন ?

টগর । পদ্ম, তুই সেই পদ্ম !

পম । হ্যা ভাজ-বউ, আমি সেই পদ্ম ।

টগর । তোকে কোলে ক’রে আমি মাছুষ করেছি পদ্ম, নইলে তোকে
আজ আমি খুন করতাম ।

পদ্ম। তুমি আমাকে মিছে দোষ দিচ্ছ ভাজ্জ-বউ। কত দিন ভেবেছি, আমি মরি। কিন্তু মবতে আমাব ভয় লেগেছে। মরতে পাবি নি। তোমাকে বলেছি, আমাকে মেরে ফেল ভাজ্জ-বউ, তুমিও পাব নি। তবে আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন? লোকে আঙুল দেখিয়ে কথা বলেছে, তাও সহ্য হযেছিল, কিন্তু পেটের জ্বালা সহ্য হ'ল না। সাব্বাদিন না খেয়ে যেদিন রাত্রে উঠে চ'লে গেলাম। ভেবেছিলাম, ভিক্ষে ক'বে পাব। তাবপব—বথে পেলাম ঝুমুবেব দল, আমার রূপ দেখে তারা ডাকলে, পেট ভাবে খেতে দিলে—আঃ ভাজ্জ-বউ, তেনমন থাওয়া আমি কোন দিন থাই নি। বেটা'ব হাতেব পিণ্ডও বুঝি এত মিষ্টি নয়।

টগর। সে পিণ্ডি খেয়ে যে নবকে তোর ঠাঁই নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন ভগবান, পদ্ম তুই সেইখানে কিবে যা। আমাকে ডঃখ দিতে কেন তুই এলি? যা পদ্ম, তুই চ'লে যা।

পদ্ম। নরকে যারা যায় ভাজ্জ-বউ, তা'বা পেবেত হয়। স্বর্গে যাবা যায় তারা দেবতা হয়। মাটিব মানুয'ক হ'লে যায়। পেবেত হা পাবে না। তাই বাদশাহী নডক দিয়ে দল যাচ্ছিল, দল থামিয়ে একবাব না এসে পারলাম না। এইবাব চ'লে যাব। ছুটো কথা জিজ্ঞেস করব ভাজ্জ-বউ। তারাচণের কি খোঁজ পাও নি? টগর। না।

পদ্ম। ভেবো না ভাজ্জ-বউ, সে এইবার ফিরবে। সে মালদ জেলায় আছে, সেখানে তোমার তারাচবণের কত নাম! সে মেডেল পেয়েছে। সেখানকার বড় বড় কবিয়ালকে সে হারিয়ে দিয়েছে। বর্ষা পড়েছে রথের মেলা, পূজো পর্য্যন্ত শেষ মেলা। রথের মেলা হয়ে গিয়েছে। এইবার সে ফিববে।

টগর। তোর সঙ্গে কি তার দেখা হয়েছে পদ্ম ?

পদ্ম। (হাসিল) মালদ জেলায় দল পৌঁছল। পৌঁছেই শুনলাম, সেখানে তারাচরণ ভল্লা নাকি ভাবী কবিয়া। ভাজ-বউ, ধূলো পায়েই সঙ্গে সঙ্গে মালদ জেলা ছেড়ে পালিয়ে গেলাম ভোরবেলার পেত্নীব মত। ছি ভাজ-বউ, ছি ! (ক্ষণিক নীববতার পব) আর একটা কথা ভাজ-বউ—

টগর। কি ?

পদ্ম। দাদা (কথা সে শেষ কবিত্তে পারিল না)

টগর। বল্ পদ্ম ?

পদ্ম। দাদা কি এগনও সোনাব পদ্ম বলে ?

টগর। না। বলে, পাপ পদ্ম।

পদ্ম। (চোখ বন্ধ কবিয়া সে ভাবিয়া লইল, তারপব মুখে তাহাব হাসি ফুটিয়া উঠিল) বড ভাল নাম দিয়েছে দাদা, বড ভাল নাম। মায়ের পাপ, বাপের পাপ, ভাইয়ের পাপ, ভাইপোর পাপ—

টগর। পদ্ম। পদ্ম। কি বলছিস তুই ?

পদ্ম। (হাসিয়া) এই দেখ, ক্যাপা মন আমার, কি আবোল-তাবোল বকছি দেখ।

টগর। না, তুই বল্। কি পাপ কবেছে আমার স্বশুর-শাশুড়ী, আমার স্বামী-পুত্র ? সর্বনাশী, তোর নিজেব পাপ তুই পরের ঘাড়ে চাপাতে চাস ?

পদ্ম। কি পাপ ? (হাসিল) তোমার স্বশুর-শাশুড়ীর উচিত ছিল, জন্মমাত্র আমার মুখে তুন দিখে মেবে ফেলা। ফেলে নি, সেই তাদের পাপ। তোমার স্বামী-পুত্রের পাপ ? কেন, তাবা আমাকে রক্ষা করতে পারলে না ? পেট ভরে খেতে দিতে পারলে না ?

টগব । তুই, তুই নিজে মরলি না কেন হতভাগী ?

পদ্ম । পাপ কি কখনও নিজে মরে ভাজ-বউ ? না, মরতে পারে ।
মরণকে যে তার ভয় । পাপকে মারতে হয় । তুমি—তুমিও তো
আমাকে মেরে ফেলতে পাবলে না ভাজ-বউ ।

টগর । চূপ কর পদ্ম, চূপ কর ।

পদ্ম । যাবাব সন্ধ্যা তোমাকে একটা পেনাম কবব ভাজ-বউ ? ভাজ-বউ
ব'লে নয় । কত দুঃখ সন্ধ্যাও তুমি পাথরের মত তেমনই আছ—
পেটের ভাতের দুঃখ, পরনের কাপড়ের দুঃখ, দাদার মত মরা
তোমাব, সেই মবদ—

টগর । বেরিয়ে যা পদ্ম, তুই বেরিয়ে যা । তোব পায়ে পড়ি—

পদ্ম । (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া উভয়ে) যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি । দাদ
আসছে । একটা কথা ভাজ-বউ, কিছু টাকা আমি এ'নছিলাম ।

টগব । না না না !

পদ্ম । দাদাকে যেন ব'লো না ভাজ-বউ, দাদাকে যেন ব'লো না ।
আমি যাচ্ছি ।

চাদরটা মুড়ি দিয়া দ্রুত লম্বপদে সে বাহির হইয়া গেল

সঙ্গে সঙ্গে একটা ফাবড়া অর্থাৎ হাত দেডেক লম্বা ভারী লাঠি ছুটিয়া আসিয়া পড়িল
পদ্মের ছুটিয়া আসিল কালী । সে আবার ফাবড়াটা তুলিয়া লইল । টগ
তাহাকে ধবিল

টগব । না না, ওগো কি করছ তুমি ?

কালী । আমি চিনেছি টগর, আমি চিনেছি । ওরে, ফাবড়া ছুঁড়ে
হাতটা আমার থরথর কেঁপে গেল । এখনও আমি কাঁপছি । না
টগর ?

টগর। ব'স ব'স, তুমি ব'স।

কালী বলিল

কালী। টগর, মায়াতে আমাব হাত কেঁপে গেল।

টগর। ঠাণ্ডা হও, ওগো, তুমি ঠাণ্ডা হও।

কালী। পদ্ম, আমাব সোনার পদ্ম—

টগর। ওগো, পদ্ম আমাদেব তারাচরণের খবর দিয়ে গেল গো।

কালী। তাবাচরণ! তাবা।

টগর। হ্যাঁ। মালদ জেলায় তাব নাকি এখন কত নাম! বড বড কবিয়ালকে সে হাবিষে দিখেছে।

কালী। “যে বাঁশেতে লাঠি হয় মন, সেই বাঁশে হয় মোহন বাঁশী।”

লাঠিয়াল দাঙ্গাবাজ খুনে ভল্লাব ছেলে কবিয়াল তারাচরণ।

টগর। সে নাকি সেখানে মেডেল পেয়েছে।

কালী। মেডেল পেয়েছে? ওবে টগর। আমাব পদ্মকে তুই ফিরিয়ে আন। তাবাচরণ ফিরে আসুক, আমবা এ দেশ ছেড়ে চলে যাব।

দেশান্তবে ঘব বাঁপব। আমার নাম কেউ জানবে না, পদ্মব নাম কেউ জানবে না, কবিয়াল তাবাচরণেব বুড়া বাপ। তাবাচরণ আমাব রোজগার ক'রে আনবে, আমরা দুঃখের ভাত খুগ ক'বে খাব।

টগর। বখের মেলা ও অঞ্চলে বর্ষা পর্য্যন্ত শেষ মেলা। এইবার আমার তাবাচরণ ফিরবে।

কালী। টগর, তুই তারাচরণেব সেই গানটা জানিস রে? সেই ঠ্যাঙাড়ে ডাকাত রত্নাকর মহামুনি হ'ল—জানিস তুই? আমি, টগর, দিনরাত তেমনই ক'রে নাম জপ কবব।

নেপথ্য হইতে গলা ঝাড়াব শব্দ হইল। ফুকর গলার শব্দ। পরমুহূর্ত্তে ফুকর মুখ উকি মারিল এবং অদৃশ্য হইল।

কালী। (মুহূর্ত্তে চঞ্চল হইয়া উঠিল) আঃ—আঃ ! ছি—ছি—ছি !

টগর। ওগো ! ওগো !

ফুর। (নেপথ্যে) কালীদা ! কালীদা !

টগর। না না, তুমি যেতে পাবে না।

কালী। আজ আমি জেগে আছি টগর। তবু তুই আমাকে ধর।

টগর তাহাকে ধরিয়া বসিল। রক্তমঞ্চের অন্ধকার গাঢ়তর হইল। আবছা আলোয় দেখা গেল, কালী টগরের বাহুবন্ধনের মধ্যে শিশুর মত পড়িয়া আছে, সেও টগরকে ঝাঁকড়াইয়া ধরিয়া বহিয়াছে

তারাচরণ, আমার কবিদ্যাল তাবাচরণ কিবে আসবে। টগর, সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাঠান, সে আমার লক্ষ্মী-মা বউমাকে নিয়ে আসবে। আমি যাব, নিজে যাব টগর, পদ্মব সন্ধানে, তাকে ফিরিষে নিয়ে আসব।

ফুর। (নেপথ্যে) কালীদাদা !

উঁক মাঝি অদৃশ্য হইল

কালী। (অপেক্ষাকৃত উচ্চগর্ভে) টগর টগর ! এ দেশ থেকে চ'লে যাব। বাবুবা নাই, সাউজী নাই, গাত নাই, জাত নাই, সেই দূর দেশান্তরে গিয়ে ঘর নাবব। কবিদ্যাল তারাচরণের বাপ, বুডো বাপ, দিনরাত নাম জপ করব। দিনবাত (আর্ন্ত গভীর স্বরে) বলব, ঠাকুর দয়া কব, দয়া কব, দয়া কব দয়াময়। ঠাকুর রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর, অন্ধকার রাত পুইয়ে দাও, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে বাঁচাও ! আমাকে বাঁচাও ; আমাকে বাঁচাও। (ধীরে ধীরে আলো ফুটিয়া উঠিল। পাখী ডাকিল।) আঃ !

ঠাকুব! দযাময়। আঃ! ওরে টগব, আমার চোখ দুটো মুছিয়ে দে তো। চোখ থেকে বড্ড জল পড়ছে—বড্ড।

টগব তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিল। নেপথ্য হইতে ডাকিল তারাচরণ

তাবা। (নেপথ্যে) মা। পদ্মপিসী!

বালী। কে? কে?

টগব। তা—তারাচরণ। আমার তাবামানিকু, তুই ফিরে এলি?

তারাচরণের প্রবেশ। তারার পূর্ণে পবিচ্ছন্ন কাপড়, চুলখুলি পবিপাটি। গায়ে ফতুয়া উপর চাদর

তাবা। আমি ফিরে এসেছি মা। বাবা!

বালী। তারাচরণ! তাবাচরণ! তুই আমার তাবাচরণ! আর ভাবনা নেই টগব, তারাচরণ আমার ফিরে এসেছে।

তাবা। এবাব পাচটা মেলায় পাচজন কবিয়ালকে আমি হারিয়ে দিয়েছি। তিন জাংগায় মেডেল পেয়েছি। এবাব আমি পোজগাব ক'রে ফিরে এসেছি।

বালী। জয় গুরু! জয় গুরু! টগব, আমি মদ নিয়ে আসি। পাড়াব লোককে বলে আসি, তারাচরণ আমার ফিরে এসেছে, তারাচরণ আমার মেডেল পেয়েছে।

হাইতে হাইতে সে ফিবি

আহা, তোব সেট গানটি কি বে তারাচরণ—সেই গানটি?

তাবা। (হাসিয়া) তুমি খানিকটা স্ক্যাপাও বট বাবা।

বালী। ওরে শূয়াখিকি বাচ্চা, আমি স্ক্যাপা?

তাবা। তা ছাড়া আব বলি কি বল?

কালী। কেন রে হারামজাদা, কেন ?

তারা। কেন ? ধর, দুশো-পাঁচশো গরুর পাল, তুমি বললে সেই গরুটি
ধরে আন। এখন আমি সেই গরুটি কোন্টি ঠাণ্ড করি কি
ক'রে বল ?

(ছডায়) “আহা, আমি গান শিখেছি তোমাব কত শত
তাব মাঝে হায়, কেমনে পাই, সেইটি তোমাব মনেব মত ?”

বলি, একটু নিশেনা দাও।

কালী। বটে, বটে, ঠিক বলেছিস তুই। ওবে সেই গানটি। সেই
ঠ্যাঙাড়ে বায়ুন রত্নাকব শেষে মুনি হ'ল। সেই যে—

তাযা। ও! “বামনাম থাকিতে ভবে ভয় কি বে মন শূনি ?

চোব-ঠ্যাঙাড়ে বত্নাকর সে নাম জপিয়ে হ'ল মুনি।

যেনা-তেনা মুনি নয় মন, মহাকবি মহামুনি।”

কালী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, “যেনা-তেনা মুনি নয় মন, মহাকবি
মহামুনি, চোর ঠ্যাঙাড়ে বত্নাকর সে নাম জপিয়ে হ'ল মুনি।”

বাঃ বাঃ। শুনলি টগব, শুনলি ? প্রথম কলিটা কি ?

তাযা। নাঃ, তোমার স্ববর্ণশক্তি একেবারে নেই বাবা। “বামনাম
থাকিতে ভবে ভয় কি রে মন শূনি ?”

কালী। ঠিক ঠিক, “ভয় কি রে মন শূনি ?” “ভয় কি রে মন
শূনি ?” জয় গুরু !

প্রস্থান

তারা। (এতক্ষণে মায়ের দিকে চাহিয়া) মা ! এ কি মা, তুমি এমন
কাঠের মত দাঁড়িয়ে কেন মা ? এ কি, তোমার চোখে জল ? পদ্ম
পিসী কই ? জয়া কই মা ?

টগর। জয়া আছে তারাচরণ, সে ভালই আছে।

ভাৱা। মা, এই দেখ তাব জন্তে আমি মেডেল দিখে মালা গড়িয়ে এনেছি। মা, পোষ সংক্রান্তিৰ দিন খালি হাতে বাড়ি ফিৰছিলাম। এদিকে বাড়িতে তোমাদেব খাওয়া হয় নি, পোষপাৰ্কিন হয় নি। জয়া গবব ক'ৰে পথে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি বোজ্জকাৰু ক'ৰে আনব, সেই বোজ্জকাৰে ঘৰে আমাদেব পোষপাৰ্কিন হ'বে। আমি খালি হাতে ফিবেছি শুনে সে যেন ক্ষেপে গেল, আমাকে বললে, আমাকে পেট ভ'বে খেতে দে, সাধ মিটিয়ে পরতে দে, গোরো গায়ে গয়না দে', তোর বোজ্জকাৰেব গববে আমাকে গবব করতে দে। নইলে তুই কিসেব সোযামো? মা, প্রতিজ্ঞা ক'বে সেইখান থেকে ফিৰেছিলাম। মেডেল দিয়ে তার জন্তে মালা গাঁথিয়ে এনেছি। এই দেখ।

মালা বাহির করিয়া সে ধরিল

ডাক মা, তাকে ডাক।

গব। জয়া বাপেব বাডি গিয়েছে বাবা।

ভাৱা। বাপেব বাডীতে? মা, কেন মা?

গর। ওরে, তুই ব'স, মুখে হাতে জল দে, একটু জল খা।

কলসী হইতে জল ঢালিল। বর হইতে মাটির পাত্রে একটু খাবার আনিল

ভাৱা। ও। তবে পদ্ম পিসীকে নিয়ে যে গোলমাল করেছিল ঋগুর,

সে মিটে গিয়েছে? আঃ! পিসী কই মা? পদ্ম-পিসী?

টগর। তারাচরণ, তাব নাম তুই কবিস নি। সে সৰ্ব্বনাশীৰ নাম আর কবিস নি।

ভাৱা। কেন মা? আবার কি হয়েছে?

টগর। তুই আগে জল খা, তারপর—

তারা। তবে কি সে বড়-খোকাবাবু—

টগর। ওরে, চূপ কর, ও নাম করিস নি। সে নেই। সে মরেছে।

তারা। মরেছে ?

টগর। তোর বাপ তাকে, নিজের হাতে তাকে খুন করেছে।

তারা। (আতঙ্কিত হইয়া) খুন !

টগর। হ্যাঁ। সর্বনাশী পদ্ম। পাপ পদ্ম। তাব জন্তেই আমাব সংসার ছারখার হয়ে গেল। ওরে, তারই ভগ্নে তোর বাপ বড়-খোকাকে খুন করলে। আর সেই হতভাগীই মুখে চুন-কালি দিয়ে ঘর থেকে চ'লে গেল নুমুরের দলে। তাবাচরণ, দুঃখের কথা কি বলব রে, তোর বাপ বড় খোকাবাবুকে ঠ্যাঙাডেব মত ঠেঙিয়ে মেরেছিল ; সেই অবধি তারও হয়েছে সেই ব্যবসা। সে এখন রাতে পথেব ওপর ঠেঙিয়ে—

তারা। মা ! মা ! কি বলছ মা ?

টগর। বউমা আমাব কিছুতে এ সইতে পারলে না। সে বললে, ঠাকরুন, বড় সাব ক'ণে তোমাব ছেলেব গলায় মালা দিয়েছিলাম, সে কবিয়াল ; আমাব নিজের বাপ ভাই ভাকাতি করে, তাদের আমি ঘেন্না কবি ; আমার অদৃষ্টে আমার স্বপ্তর—। সে আর সইতে পারলে না। চ'লে গেল।

সে স্তব্ধ হইল

তারা। (কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া ম্লান হাসি হাসিল) সীতারাম !
সীতারাম ! ওঃ, তাই বাবা জিজ্ঞাসা করলে, রত্নাকর মূনির গানটা কি ?

টগর। তারাচরণ।

তারা। কিন্তু বাবা রামনাম একবারও বললে না! শুধু বললে, “ভয়
কি রে মন শুনি।” উঃ, রাত্রে পথের উপর অসহায় পথিক—উঃ!
টগর। উঃ, সে কি চীৎকার তাবাচরণ! ওরে, সর্বদা থরথর ক’রে
কঁপে ওঠে। বউমা আমার রাত্রে ঘুমতে পারত না। নিশ্চি
রাত্রে মানুষের মরণ-চীৎকার ভেসে আসত। সেও চীৎকার ক’রে
উঠত, আমাব গলা জড়িয়ে দ’বে বলত, ওখো ঠাকুরন, এ তারই
গলা, এ তারই গলা—তোমাব ছেলেব গলা।

তারা। সেট হ’লেই ভাল হ’ত, ঠিক হ’ত, ভগবানের বিচার নিখুঁত
হ’ত।

টগর। ওবে তাবাচরণ, না না। এ তুই কি বলছিস?

তাবা। ঠিক বলছি মা। বাবাব প্রাশ্চিন্তি হ’ত।

টগর আতঙ্কিত বিষয়ে তাবাব মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

তার। মা! আমি চললাম মা!

টগর। তারাচরণ!

তারা। বাবাকে ব’লো, যে মানুষগুলো মরেছে, তারই মধ্যে তার
তারাচরণও ছিল। সে মবেছে। যে এসেছিল, সে তার প্রেত।

প্রস্থান

টগর শুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত প’ব মদের বোতল হাতে মত্ত কালীচরণ
প্রবেশ করিল

কালী। “যে যাবার সে যাক সই রে, আমি তো যাব না জলে।”
আমি সব শুনেছি টগরবউ, আমি ফেরাতে যাব না। আমি
যাব না।

ফুক (নেপথ্যে) । কালীদাদা !

কালী । কে ফুক, আয়, আয় ফুক. তুই আয় । মদ নিয়ে আয় ।

কাল রাত্রে আর কিছুতে ঘুম ভাঙল না ফুক ।

টগর এইবাব তাঁড়াতাড়ি অগ্রসর হইল । তাহার হাতে ঝাঝের খাল ও গেলাস

টগর । ওরে তাবাচরণ, ফিরে আয়—ফিরে আয় !

কালী । (লাগ দিয়া গিয়া টগরের হাত চাপিয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে খালা
ও গেলাস মাটিতে পড়িয়া গেল) না । তুই ফিরে আয় টগর ।
ফুক, মদ নিয়ে আয় ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জয়াব বাপের গ্রামের প্রান্তস্থিত পথ

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান ও পারিপার্শ্বিক

ঘড়া বাপে লইয়া জয়া প্রবেশ করিল। ঘড়াটি রাখিয়া সে ঘড়ার উপর বসিল এবং
আপন মনে গান ধরিল

গান

খির দিঠিতে ওরে নিষ্ঠুর তোব পথের পানে চেয়ে চেয়ে চেয়ে।

আমার সাধের চোখের কাজল যায় ধূষে বে জলের ধারা বয়ে।

বকুলফুল সে ঝরল ফুটে ফুটে

কেঁষাফুলের বাস বাতাসে ওটে

(আমি) নিতুই নতুন ফুল তুলি আব কাঁদি হায় রে বাসী ফেলে দিয়ে।

আষাঢ় মাসের আকাশে বে মেঘ জমেছে ডাকছে গুরু গুরু।

আঙিনারই শ্রামলতাটি লুটিয়ে ভূঁয়ে কাঁপছে হুকহুক।

নতুন মেঘে বাদল এল নেমে

‘ফটিক জলে’ব কান্না গেল থেমে,

নয়ন আমাব শরম মানে না তাই—

গাঙেব জলে দিই যে মিশাইষে ॥

গান-শেষে কাপড়ে চোখ মুছিয়া তয়া ঘড়াটি তুলিয়া লইল এবং অগ্রসর হইল ; সম্মুখ
দিক হইতে ছুটিয়া আসিল প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের কালো মেয়েটি

কা-মে। জয়া! এই যে জয়া!

জয়া। মরণ! কে বললে তোকে জয়া মরেছে?

কা-মে। বালাই ষাট, মরবি কেনে ?

জয়া। তবে জয়া জয়া ব'লে ইপাতে ইপাতে এত ছুটে আসছিল কেন ?

কা-মে। ওগো সই, তো'র বর—বব।

জয়া। কে ?

কা-মে। কবিয়াল; তো'র বব, আমাব সঘা। একদিন আমি সয়া ধ'রে সইকে দিয়েছিলাম, আজ আবার আমি তাকে পেরথম দেখলাম। সে আসছে। ওই—ওই। ওই দেখ সই, ওই দেখ।

তারচরণ প্রবেশ করিয়া জয়াকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল

তারা। জয়া !

জয়া। কোন কথা বলিতে পাবিল না

তারা। জয়া, আমি ফিবে এসেছি জয়া !

কা-মে। কথা বলিস না জয়া, কথা বলিস না। কিছুতে কথা বলিস না তুই। ছ মাস আজ খোঁজ নাই, খবর নাই, হঠাৎ নটবর এসে বলছে, জয়া, আমি ফিরে এসেছি।

তারা। তোমাকে ভাই, আমি চিনি ব'লে মনে হচ্ছে যেন। ও, তুমি সেই কালো মেয়ে, সেই নীলপবী, নয ?

কা-ম। ভাগ্যি, আমাব ভাগ্যি যে, সয়া আমায় শেষ পর্যন্ত চিনেছে। তারপর ? কি মনে ক'বে ?

তারা। ধর, তোমাকে মনে ক'বে। তোমার সইয়ের সয়াকে মনে ক'রে—

কা-মে। কাকে ?

তারা। মানে, তোমার তাকে। তোমাদের একবার দেখতে এলাম।

কা-মে। মিছে কথা।

তারা। “ভাল কথা বললে মিছে সত্যি বলেই মেনো সই।

ফাউ যদি হয় ফাঁকিই তবু লাভ না থাক লোকমান কই?”

কা-মে। ভাল, তাই মেনেই নিলাম। তা হ’লে সয়া, তোমার খান সইসেব কিন্তু আমাব বাড়িতে নেমন্তন্ন। আমি যাই, খবর দেই গে তোমার স্বশুর-বাড়িতে। নেমন্তন্নসেব কথাও বলে গাই।

যাইতে যাইতে কিরিল

মানভঞ্জন পলাটা তুমি এই পথেই সেরে নাক।

প্রহসন]

তারা। জয়া! (জয়া নীচ) জয়া।

জয়াব চিবুক তুলিয়া ধ’বল

জয়া। তুমি এত বড় পানাগ। আমাব একটা কথা শুনে তুমি দেশ-ত্যাগী হ’লে? ওগো, সেই চ’লে গিবে কি সর্বনাশ যে তুমি করেছ, তুমি জান না।

তারা। জানি জয়া, সব জানি। আমি বাড়ি থেকেই আসছি। আমি শুনেছি।

জয়া। শুনেছ?

তারা। শুনেছি। শুনে চিরকালের মত বাপ-মা-বাড়ি সব ছেড়ে আমি চ’লে এসেছি। আর সেখানে আমি ফিরব না।

জয়া। না না, এখানে নঃ। ওগো, এখানে লোকে পদ্ম-পিসীর কথা

নিয়ে ঠাট্টা করে জাত-জাতের ভয়ে বাবা আমাকে আলাদা করে রেখেছে।

তারা। তোকে নিয়ে আমি দেশান্তরে চ'লে যাব! ছোট একখানি ঘর বাঁধব। পুণ্যের সংসার। আমি কবিঘালি ক'রে যা আনব, তাতে দুঃখের ভাত স্থখে শাস্তিতে দুঃজনে খাব। উঠোনে পুতর একটি তুলসী গাছ, তুই সকাল-সন্ধ্যে জল দিবি, পিদিম দিবি, আব আর আমি গান লিখব। (জয়া কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছল) তুই কঁদছিস জয়া?

জয়া। ওগো, এ জল আজ আমার চোখে আশ্বিন মাসের মেঘের জল। আজ ছটা মাস আমার চোখে নেমেছিল শাওনের বাদল।

তারা। আমি বুঝি তোমার আশ্বিনের চাঁদ?

জয়া! ইয়া গো। তুমি তো তা বোঝ না। মিছেই তুমি কবিঘালি কর। আমাব বুকখাটা দুঃখের একটা কথায় তুমি চ'লে গেলে। আমার সে জালা কি আমাব নিজের পেটের জালা? উঃ, সে কি দিন। শশুর-শাশুড়ী পিসেস, কারু খাওয়া হয়নি, ঘরে ঘরে পোষ-পার্কণ হল, শুধু আমাদের ঘরে হ'ল না।

তারা। চূপ কর জয়া। বাবা, মা, পদ্ম-পিসীর কথা মনে হ'লে আমার মনে হয়, আমার মাথায় বজ্রাঘাত হোক।

জয়া। না না, ও কি বলছ তুমি?

তারা। উঃ জয়া, বাবা আমার মাটির পৃথিবীতে সোনার মাহুঘ, সেই মাহুঘ, হে ভগবান, এ কি মতি তুমি বাবাকে দিলে?

জয়া। ওগো, বাবা-মাকে তুমি নিয়ে চল যেখানে যাবে।

তারা। তুই বলছিস তাই?

জয়া। ঠ্যা বলছি। আহা, পদ্ম পিসীও যদি থাকত!

ভারা। পথে আসতে আসতে কত বাব তাই ভেবেছি। ই্যা ই্যা,
তাই হবে, তাই কবব জয়া।

নেপথ্যে একটা কোলাহল ভাসিয়া আসিল

অৰ্জুন। (নেপথ্যে) বোম কালী, কলকান্তাওয়ালী ; উঠো মুসোফের,
চালাও পানসী।

সঙ্গে সঙ্গে ঢোলকেব শব্দ হইল

জয়া। দাদা আসছে। সঙ্গে একটা মেয়ে, ওগো আমি যাই, নদী
থেকে জলটা নিয়ে আসি। তুমি ততক্ষণ আমাদের বাড়িতে
যাও। বাবাব সঙ্গে মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা কব।

ভাবা। না, চল, তোর সঙ্গেই যাই। একসঙ্গেই ফিবব।

জয়া। না। সে আমাব লজ্জা কববে। লোকে বলবে—

তরা। না হয় বলবে, লোকটা পনিবারকে বেজাব ভালবাসে, চোখের
আড়াল কবতে পারে না, তা বলুক।

জয়া। তা কেউ বলবে না গো, শত্রুরেও বলবে না। ছ মাস আজ
কাকের মুখে বার্তা নেই, আজ এসেই কি-না উনি আমাকে চোখের
আড়াল করতে পারছেন না।

তার। তোর এই নাক তুলে কথা কওয়াটি আমার বড় ভাল লাগে
জয়া।

“ও তোর চাউনি বাঁকা মুচকি হাসি আমি তারে সহিতে পারি,
তুই নাক তুলে কথা ক’স তাতেই আমি মরি সখি

তাতেই আমি মরি।”

জয়া। ভারী বেহায়া তুমি। আসবে তো এস।

তাবা। হুঁ। মনে মনে ষোল আনা ইচ্ছে যে, সঙ্গে আমি যাই।
জয়া। আঃ, দাদাবা আসছে।

সে প্রস্থান করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাবাচরণও চলিয়া গেল
প্রবেশ করিল জয়ার ভাই অর্জুন, তাহার সঙ্গে দুই-সকল, নাচওয়ালীব বেশে পদ্ম ও
একজন ঢোলকদার

অর্জুন। অর্জুন বাগদীব দোব দিখে গাওনা না গেয়ে তোমরা চ'লে
যাবে, সে হবে না।

পদ্ম। গাওনা করতে কি আমরা নাবাজ নাগব? তবে জান তো,
শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না। মুঠো জ'বে পয়সা দাও, নাচ গান যা
বলবে, তাই করব। আমি তোমার চরণের দাসী।

অর্জুন। পয়সা?

হা হা কবিতা হাসিয়া উঠিল

পদ্ম। ওগো বাগদীর পো, হাসিতে তো আমাব পেট ভবে না। ঝুঁ,
পেট না ভরলে মন ভবে না।

অর্জুন। জানি গো ঝুঁঝুওয়ালী। কিন্তু পয়সাব কাববার তো আমার
নেই।

পদ্ম। (অঞ্চলতল হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া) আ ম'লো। তাই
বলি, অঙ্গে আমার বি'ধছে কিসে?

অর্জুন। (হাসিয়া একটা টাকা বাহির করিয়া) আমার কারবার টাকার।

পদ্ম। দাও দেখি নাগর কেমন দাতা।

অর্জুন। (দাঁতে টাকাটা কামড়াইয়া ধরিয়া) নাও।

পদ্ম হাসিয়া অগ্রসর হইল। অকস্মাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল, তাবপর বিবর্ণ মুখে
পিছনেব দিকে পিছাইয়া থাকিল

পদ্ম। কে? কে? কে? কে?

বিপবীত দিকে স্থির গভীর শূঁত্ৰী তারাচরণ প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল

অৰ্জুন। আবে! কবিঘাল, তুমি কখন হে? আজ ছ' মাস পূবে—

তারা। পদ্ম-পিসী!

পদ্ম। না না না।

সে ছুটিয়া পলাইল।

অৰ্জুন। এই! এই।

সে অনুসরণে উন্নত হইল, তাবাচরণ বাধা দিল

তারা। না।

অৰ্জুন। ও, ওই তোমার পদ্ম-পিসী বুঝি?

সে হো-হো করিয়া হাসিবা উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গীরাও হাসিয়া উঠিল

তারা। তুমি হেসো না অৰ্জুন। আমাবও রক্তমাংসেব শব্দ।

অৰ্জুন। তুমি এখান থেকে ফেব, আমাদের বাস্তি তুমি এস না

ববিয়াল। আমবা জাত-জাত নিয়ে ঘর করি।

ভীমভদ্রাব প্রবেশ

ভীম। আমি জানব জয়া আমাব বিববা। তুমি ফিরে যাও

তারাচরণ। আমি আসতে আসতে সব দেখেছি।

তারা। সব দেখেছেন?

ভীম। ইঁা, দেখেছি। বুঝুরওয়ালী পদ্মকে আমি দেখেছি।

তারা। যেদিন বাবুরা আমি কেড়ে নিবেছিল, পদ্ম-পিসী যেদিন খেতে

পায় নি, পেটের জালাষ যেদিন সে ছটফট করেছিল, সেদিন তাকে আপনি দেখেছিলেন ?

ভীম নীরব

তারা। ষাক। আমি চললাম।

ভীম। তারাচরণ!

তারা। জয়াকে বলবেন, "তাব জন্ত আমি বাড়িতে অপেক্ষা ক'রে থাকব।

ভীম। শোন তারাচরণ, তুমি একটা প্রাশ্চিত্তিব ক'রে আমার এইখানেই থাক, আমি—

তারা। সেই মনে ক'রেই এসেছিলাম। কিন্তু না। বাবার কষ্ট আমি বুঝতে পেরেছি। আমি সেইখানেই ফিবে যাচ্ছি।

প্রস্থান

ভীম। অর্জুন, সাবধান, এ কথা যেন কেউ না জানতে পাবে—কাবে-কোকিলে না

জয়্যাব বাস্ত হইয়া প্রবেশ

জয়া। বাবা। তোমার জামাই ?

ভীম। সে ফিরে গেল জয়া।

জয়া। ফিরে গেল ?

ভীম। তোব পিসশাশুড়ী পদ্ম—

জয়া। দেখেছি, দূব থেকে দেখেছি। কিন্তু তোমার জামাই কোথা গেল ?

ভীম। বাড়ি ফিবে গেল। আমিই তাকে ফিরিয়ে দিলাম। জাত-
জাতের কাছে আমি মাথা হেঁট করতে পারব না।

জয়া। কি কবলে বাবা? সামনে যে রাত্রি। অন্ধকার। আজ
যে আমাবস্ত্রে। ওগো! তুমি যেও না—যেও না—ওগো—

ঘড়াটা নামাইয়া দিয়া তারচরণ বেদিকে গিয়াছিল চলিয়া গেল

(নেপথ্যেও তাহার বর্গস্বর শোনা গেল) 'যেও না—যেও না—
ওগো—

অর্জুন। জয়া! জয়া।

ভীম। চ'লে গেল! যাক। ডাকিস নি। বাডি আয়। মনে করিস,
জয়া ম'বে গেছে।

তৃতীয় দৃশ্য

জঙ্গলাবৃত পথ, অসামন্তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন

আঁধারের মেঘাচ্ছন্ন বাত্মি, মধ্যে মধ্যে বাতাসেব শব্দ বহিয়া যাইতেছে। মাথার উপর মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছে একটা পেঁচা। স্থানটি জনবিবল মনে হইলেও এক সময় দেখা গেল, একটি বৃক্ষকাণ্ডের পাশে একটি মানুষ, সে মদেব বোতল তুলিয়া তাহাতে চুমুক দিল। আবার পেঁচা ডাকিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় বাহিবে হইতে চাপা গলায় ওই পেঁচাব স্বরের মতই স্বরে ডাকিল

ফুর। (নেপথ্যে) কালীদা !

সে পিছু হটিতে হটিতে প্রবেশ করিল

ফুর। হঁ। কালীদা !

ফুর। আসছে।

কালী। (ফুরুর মুখেব দিকেই চাহিয়া বলিল) আঃ, তোব মুখখান্না কি বিশ্রী ফুর ! আঃ।

ফুর। ওই—ওই—ওই দেখ। অন্ধকারে সাদা মত নড়ছে।

বলিয়া সে কালীর মুখেব দিকে চাহিয়া দেখিল, কালী শ্রিব দৃষ্টিতে সম্মুখেব দিকে চাহিয়া আছে। সে ধীবে ধীবে পিছনেব দিকে চলিয়া গেল। কালী কিছুক্ষণ পর ফাবড়াটা তুলিয়া শিকাবোন্তত বায়েব মত ভঙ্গিতে নিঃশব্দ সতর্ক পদক্ষেপে আগাইয়া গেল। এবং ‘আ’ বলিয়া একটা চাঁৎকার করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে যুব প্রবেশ করিল, সে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে চাহিয়া রহিল

তাবাচরণ। (নেপথ্যে চাঁৎকার করিয়া উঠিল) আঃ !

কালী। (নেপথ্যে হিংস্রভাবে উচ্চতর চাঁৎকার করিয়া উঠিল) আঃ !

তার। (নেপথ্যে) বাবা ! আঃ।

কালীচরণ প্রবেশ করিল। হাতে মেডেলমালা, তাবাচবংশের চাদর। পের্টাটা ডাকিয়া
উঠিল। ওদিক হইতে প্রবেশ করিল টগব উদ্ভাস্তুর মত

টগব। কে, কার গলা? কে চাঁৎকার করলে?

কালী। (চাপা বিকৃত স্বরে) কে?

সে চমকিয়া উঠিল

টগব। তুমি আমার কাপড়ের গিঁঠ খুলে উঠে এসেছ? কিন্তু ও কে—
কে চাঁৎকার করলে, সেই—

কালী। ওঃ! টগব! হ্যাঁ, উঠে এসেছি। ফুর্ক ডাকলে। টগব,
আজ বড-খোকাবাবুকে পেয়েছি।

টগব। ছি! ছি! ছি!

কালী। আঃ! আঃ! টগব!

টগব। তোমাকে নয়। আমার ভাগ্যকে, আমার এই পোড়া ললাটকে
আমি ছিঁ ছিঁ করছি। ওগো, তোমার ওই বাঁশের লাঠি দিয়ে
আমার কপালটা চেলা ক'বে ভেঙে দিতে পার? একবার দেখি,
সেখানে কি লেখা আছে? কিন্তু ও কার গলা গো?

কালী। তার—বড-খোকাবাবু। (মেডেলমালা ও চাদরখানা বাড়াইয়া
ধরিয়া) এই দেখ, তার চেন। এই দেখ। এইগুলো আগে ধর,
জল দে আমার হাতে, জল দে।

টগব। একি?

কালী। দব - দব।

টগব। এ যে—এ যে মেডেলমালা, এ—এ যে তারই চাদর! হ্যাঁ হ্যাঁ,
এ যে তারই চাঁৎকার!

কালী। অ্যা! অ্যা! কি? কার?

টগর। তার-চ-ব-ণের! তার-চব-

কালী। (মুখ চাপিয়া ধরিল) চুপ, চুপ। ই্যা, সে একবার
ডেকেছিল, 'বাবা' বলে ডেকেছিল। আমার ঠিক মনে হ'ল বড়-
খোকাবাবু ডাকছে কর্তাবাবুকে।

অন্ধকারের মধ্যে ছুটয়া প্রবেশ কবিল জয়া, সে বাঘিনীব মত প্রায় লাফ দিয়া কালীর
গলাব নলি টিপিয়া ধরিল

জয়া। রাক্ষস! রাক্ষস! তুই রাক্ষস!

কালী তাহার মুখের নিকে চাহিয়া আতঙ্কে বিফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। সে টগরের
মুখ ছাডিয়া দিল

টগর। বউমা!

জয়া। খুনে! খুনে! খুনেকে আজ আমি খুন করব।

টগর। বউমা! বউমা! তোমার পায়ে ধরি। বউমা!

জয়া। (ছাডিয়া দিল) না না না। তোকে পুলিশে দোব।
ফাঁসিকাঠে ঝোলাব।

কালী জয়ার হাত চাপিয়া ধরিল। জয়া তাহার হাত ছাড়াইরা লইল এবং নিষ্ঠুরভাবে
হাসিয়া উঠিল

জয়া। ফাঁসি! ফাঁসি! ফাঁসি!

ছুটয়া বাহিব হইয়া গেল

কালী ধরধর করিয়া কাঁপিতেছিল

টগর। উঃ!

বলিয়া চীৎকার কবিন্না মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িল

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আদালতের বারান্দা

সরকারী উকিল ও পূর্ব পরিচিত দারোগা

দারোগা। আলীচরণ তো স্বীকার করেছে, তবে আবার সাক্ষীর
কন সার?

উকিল। সে শুধু বলেছে আমি খুন কবেছি। এ ছাড়া সে একটু
কথাও বলে নি। সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রমাণ করতে হবে, এ খুন
সে খুন করবার উদ্দেশ্যে করেছে। এটা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা
নয়।

দারোগা। সাক্ষী তো আমাদের একটি সার—তারিচরণের স্ত্রী।

উকিল। তার চেয়ে ভাল সাক্ষী আর হতে পারে না দারোগাবাবু। সে
নিজ চোখে সমস্ত দেখেছে, আমি যান তাকে একটু জলটল
খাইয়ে শুষ ককন। ট্রিফনের পরই সাক্ষীর তলব হবে।

অহান

জানদাচরণের প্রবেশ

জানদা। এই বে দারোগাবাবু

দারোগা। জানদাবাবু? কিছু বলছেন?

জানদা। ফুকর কোন খাঁক পাওয়া গেল না দারোগাবাবু?

দারোগা। হলিয়া পাটিয়েছি। কিন্তু এয়া পড়ল কই?

জ্ঞানদা। কিন্তু গুরুচরণ সাউকে এ মামলায় আপনারা আসামী করলেন না কেন ?

দারোগা। প্রমাণ কই বলুন ? গুরুচরণ এমন ভাবে কাজ করেছে যে, এক বিন্দু প্রমাণ কোথাও পাওয়া গেল না। আমি একবার তারাচরণের স্ত্রীকে দেখি। এখুনি সাক্ষীর তলব হবে।

প্রস্থান

জ্ঞানদাচরণ বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে সেই দিক হইতে এবেশ করিলেন, সন্ন্যাসীবৈষ্ণৱ ধনদাপ্রসাদ

জ্ঞানদা। আপনি ?

ধনদা। জ্ঞানদা ?

জ্ঞানদা প্রণাম করিল, ধনদা মাথায় হাত দিলেন

জ্ঞানদা। আপনি কেন এলেন ?

ধনদা। কালীচরণ নিজের জ্বলেকে খুন করেছে, তার বিচার হচ্ছে ?

জ্ঞানদা। ইয়া।

ধনদা। খবরের কাগজে/ সংবাদটা দেখলাম। দেখে না এসে পারলাম না।

জ্ঞানদা। আপনি নী এলেই ভাল করতেন।

ধনদা। ভাল-মন্দ বিচারটা বৈষয়িক বুদ্ধি জ্ঞান; সংসারের সঙ্গে ও বুদ্ধিটাও বিসর্জন দিয়েছি।

জ্ঞানদা। কালীকে কি আপনি রক্ষা কবতে চান ?

ধনদা। করতে আমি কিছুই চাই না। তবু আমি না এসে পারলাম না।

জ্ঞানদা। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি এইখান থেকেই ফিরুন।

ধনদা। কেন জ্ঞানদা ?

জ্ঞানদা। বিচারের সময় যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা উঠবে—

ধনদা। পদ্মর কথা বলছ ?

জ্ঞানদা নীরব হইয়া রহিল।

ধনদা। পদ্মর কথা স্বীকার করবার জগ্রেই আমি এসেছি জ্ঞানদা।

জ্ঞানদা। সে কথা তো সমস্ত লোকেই জানে।

ধনদা। না, জানে না। তুমিও জানি না। জান অর্দ্ধ সত্য। পূর্ণ সত্যকে প্রোধোজন হ'লে সর্বজনসঙ্গে স্বীকার করতে হবে আমাকে।
আমিত ফিরে যেতে পারব না।

জ্ঞানদা। আমি আপনাকে মিত্তি বরছি—

ধনদা। ও অনুরোধ করো না জ্ঞানদা, সে হয় না।

জ্ঞানদা। কালীচরণের উপর এত মমতা কেন ?

ধনদা। মমতা কালীচরণের ওপর নয় জ্ঞানদা। মমতা রায়-বংশের ওপর। রায়-বংশের জগ্রেই চিন্তিত হয়ে আমি এখানে এসেছি।

জ্ঞানদা। রায়-বংশের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হয় নি বাবা ? দাদার মৃত্যুতে—

ধনদা। ওমদার মৃত্যুব কথা তুমি জান ?

জ্ঞানদা। আপনি বলুন, তাতেও কি রায়-বংশের পাপ-মুক্তি হয় নি ?

ধনদা। না, হয় নি।

জ্ঞানদা। বাবো!

ধনদা। শুনে সহ্য করবার যদি সাহস থাকে তবে আদালতে এস।

নইলে আমার অনুরোধ, তুমি বাড়ী ফিরে যাও।

নেপথ্যে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—চুপ! চুপ! সব চুপ!

আমি যাঃ জ্ঞানদা। নিচীর বোধ হয় আরম্ভ হ'ল। তুমি বাড়ী ফিরে যাও জ্ঞানদা।

জ্ঞানদা কয়েক মূহুর্ত দাঁড়াইয়া চিন্তা করিল ও ক্ষুণ্ণ প্রস্থান করিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

দায়রা জেতার আদালত। জজ, জুরী, উকিল ও আদালতের কর্মচারী। কাঠগড়ার
কালীচরণ নিম্পন্দ মূর্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে সাক্ষীর কাঠগড়া তখনও শূন্য।
এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে জযা। সরকারী উকিল বক্তৃতা কবি.তছে। পুলিশ-
ইন্স্পেক্টর, কন্‌ষ্টেবল প্রভৃতি।

কালীচরণের চুল সাদা হইয়া গিয়াছে ; মুখে চোখে অপবিত্রের শীর্ণতা, তাহার দৃষ্টি শূন্য।
ধনদাপ্রসাদ প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলেন

সরকারী উকিল। ইওর অনার, গত ২৭এ আষাঢ় এই কালীচরণ
বাগদী তার অভিযোগ মত অপেক্ষা কবছিল অন্ধকার রাত্রিৰ আঁবরণে
পথের ধার, সেই সময় এসে পড়ে তাব নিজব ছেসে ত্যাচবণ
বাগদী, নরঘাতকের পৈশাচিক নেশায় উন্নত হয়ে কালীচরণ
ত্যাচবণকে হত্যা কসেছে। বিচার শেষ হবার পূর্বে শাস্তির
কথা উল্লেখ কবব'ব অবিকাব আমাব নেই জানি, কিন্তু তবু আমি
উল্লেখ না ক'রে পাবছি না যে সভ্যতাব অভিনব বিবর্তনের ফলে
যে সমস্ত দণ্ড আজ নিষ্ঠুর নৃশংস ব'লে বহিত হয়েছ, সেই শাস্তিও
আজ যদি বর্তমান ক্ষেত্রে পুনবায় প্রবর্তিত হয়, তবুও এ অপবাদের
উপযুক্ত শাস্তি হবে না। এক শত বৎসর পূর্বেও আমাদেব দেশে
ডাকাতি রাহাজানি নরহত্যার অপরাধে, অপরাধীর শবীরকে দ্বিধা-
বিভিন্ন ক'রে প্রকাশ্য রাজপথের পাশে, গাছের ডালে ঝুলিয়ে
রাখা হ'ত। পিতৃমাতৃ-পুত্রকন্যা-হত্যায় হাতীব পায়ের তলায়
পিষে মারার ব্যবস্থা ছিল। সর্পদংশনের চবমদণ্ডের ব্যবস্থাও
বর্তমান ক্ষেত্রে লঘুদণ্ড ব'লেই আমাব মনে হয়। ধম্মাবতার!

এ পাপ এত বড় পাপ, এত ভীষণ পাপ, যা পৃথিবীও সহিতে পারে না

পদ্ম। (উকিলের কথাব মনো প্রবেশ করিয়াছিল এবং গুনিতেছিল এবং ক্ষণে ক্ষণে শিহবিয়া উঠিতেছিল। সে এতবার চাং হার করিয়া উঠিল এবং সম্মুখে আসিল) না না না। সে আমার পাপ। সে আমার পাপ। সে আমার পাপ। ওগো জজসাহেব, তুমি বিচার কর। আমাকে সাজা দাও।

সরকারী উকিল। কে? কে তুমি?

ইন্স্পেক্টর ইওর অনার, এই মেয়েটি, আসামো গতদিন জেল হাজতে এসেছে ততদিন জেল-কম্পাউণ্ডের চারিদিকে চাং হার করে বেড়ায়। বোম্ব হয় পাগল।

পদ্ম। না না, আমি পাগল নই। জজসাহেব, আমিই পাপী, তুমি আমার বিচার কর।

জজ। কি বলতে চাও তুমি? তুমি কে?

পদ্ম। অমর নাম পদ্ম।

সরকারী উকিল। তুমি পদ্ম বাগদিনী? ইওর অনার, এ মেয়েটি ওই আসামোব কুলভাগিনী ভগ্নী—এ হাল'ট।

পদ্ম। হ্যাঁ হুজুর, আমি পাপ পদ্ম, সর্বনাশী পদ্ম। আমার পাপেই এ সর্বনাশ ঘটেছে হুজুর। তুমি বিচার কর, আমাকে সাজা দাও।

জজ। কি বলছ তুমি? কি করেছ?

পদ্ম। আমি বিপদা মেয়ে, রাগবাবুকে দেখে আমি কেন ভুললাম? আমাকে দেখে রাগবাবু বড় ছেলে কেন পাগল হয়ে উঠল? দাদা আমাকে ধূলো ঝেড়ে বাড়ী নিয়ে এল, কেন আমি তবু থাকতে পারলাম না? পেটের জ্বালা আমি কেন সহিতে পারলাম না?

ওগো জঙ্গসাহেব, আমি কেন মরতে পারলাম না, কেন মরতে পারলাম না ?

বলিতে বলিতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল

জঙ্গ। পুণ্ডব গাল, আই পিটি হার।

পদ্ম। বিচার কর জঙ্গসাহেব, বিচার কর।

জঙ্গ। ঈশ্বর সে বিচার করবেন। এখন তুমি যদি এই তারাচরণের খুন সম্বন্ধে কিছু বলতে চাও তো বল। এর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ?

পদ্ম। বিচার করে দেখ তুমি এখন আমি কবেছি।

জয়া। (অগ্রসর হইয়া আসিল) না না। এই বাবুস ওই খুনে ওই দত্তি। আমি নিজের চোখে দেখেছি। জঙ্গসাহেব, তুমি বিচার কর।

জঙ্গ। ওহেল, হু ইজ শী —

সবকারী উকিল। এই মেয়েটি আমাদের প্রধান সাক্ষী, ইওর অনার মুত তারাচরণের স্ত্রী, এই হত্যাকাণ্ডেব প্রত্যক্ষদর্শী।

জঙ্গ। (জয়ার প্রতি) তুমি এই খুন নিজের চোখে দেখেছ ?

জয়া। নিজের চোখে দেখেছি ! জঙ্গসাহেব, হুজুব, দেখে আমি চীৎকার করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। ছুটে এগিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপছিল, মাটিতে প'ড়ে গেলাম, যেতে পারলাম না। তবু হুজুব, চোখ বুজি নি, পলক পড়ে নি, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেবিয়ে আসছিল, সমস্ত, সমস্ত আমি নিজের চোখে দেখেছি। ওই ওই ওই রাক্ষস তাকে খুন করেছে।

পদ্ম। না না। ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাত হয়, বজ্রাঘাত হয়, হুজুব, তার জন্তে

দায়ী কি সাপ, না বাজ ? আমি বলছি, আমার পাপে হয়েছে

জঙ্গসাহেব ; তুমি বিচাব কর ।

জঙ্গ । ইন্স্পেক্টর, পদ্মকে তুমি বাইরে নিয়ে যাও ।

ইন্স্পেক্টর । তুমি বাইরে এস ।

পদ্ম । না না না ।

ইন্স্পেক্টর । কন্স্টেবল !

পদ্ম । না না না, আমি খাব না, আমি যাব না । আমার পাপ ।

ধনদা অগ্রসর হইয়া আসিলেন

ধনদা । পদ্ম ! অধীব হোস নি ।

পদ্ম । এই—এই জঙ্গসাহেব, এই সকল পাপেব মূল, এই—এই—

কালী । পদ্ম !

পদ্ম স্তব্ধ হইল

কালী । যা । এখান থেকে যা তুট ।

কন্স্টেবল তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল

কালী । তুমিও এসেছ বড়বাবু ? (ধনদা মাথা নত করিলেন) বড়

খোকাণাব্দ শোধ দেখতে এসেছ ?

জঙ্গ । লেট আস প্রোসিড মিঃ বোস । সাক্ষীকে ডকে উঠতে বলুন ।

ইন্স্পেক্টর সাক্ষীর ডকের দরজা খুলিয়া দিল

উকিল । জয়া বাগদিনী, তুমি যাও, ওখানে গিয়ে দাঁড়াও ।

কালী । না । তুমি যেও না বউমা । হজুর—

জয়া । রাক্ষস ! খুনে ! অভয় পেট তোর ছেলেকে খেয়েও ভরে নি,

এখনও তোর বাঁচতে সাধ ?

কাকী । হজুর, আমি নিজেই সব কবুল খাছি । ছেলেকে আমি খুক

করেছি, সে কথা তো আমি গরকবুল খাই নি। তবু তোমরা আমাকে ফাঁসি দেবে না। সব কথা না শুনে—। একটু জল, একটু জল পাব হজুর ?

জজ। ইন্স্পেক্টর !

ইন্স্পেক্টর দ্রুত চলিযা গেল

কালী। ধর্ম্যাবতাব।

জজ। অপেক্ষা কর, জল নিয়ে আসছে।

কালী। আব আমি চুপ ক'বে থাকতে পারছি না হজুব। তেঁষ্টায় গলা শুদিয়ে যাচ্ছে তবু আব চুপ ক'রে থাকতে পারছি না।

ইন্স্পেক্টর জল লইয়া আসিল, কালী দুই হাত বাড়াইয়া জলের গ্লাস লইয়া নিঃশেষে পান করিল

কালী। হজুর, মনে ক'বেছিলাম বংশেব কলঙ্কের কথা মরণ পর্যন্ত বলব না। কিন্তু সে না শুনে তোমরা যখন ফাঁসি দেবে না, তখন বলি। হজুর, বউমা বলেছে, আমাব অভব পেট। ইঁয়া, আমার পেট অভরই বটে। শুধু আমার কেন, আমার বাবার, আমার মায়ের, আমার ঠাকুরদাদার—সবারই পেট অভব। পেটের দায়ে, হজুর, রাঘবাবুদের জন্তে দাঙ্গাবাজি ঘর-জ্বালানো ছিল আমাদের পেশা। বাবুদের চাকরান জমি আমবা ভোগ করতাম। আমার ছেলে তারাচরণের পেট শুধু অভর ছিল না হজুর, পেটের দায়ে সে লাঠিয়ালি করে নি। সে ছিল কবিঘাল। সে বলত, 'যে বাঁশেতে লাঠি হয় মন, সেই বাঁশে হয় মোহন বাঁশী।' সে লাঠিয়ালি করে নি, তাই রাঘবাবু আমাদের চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত ক'রে নিখেছিল। আমি তখন জেলে। ফিরে এসে রাঘবাবুর কাছে

গেলাম জমির জন্তে, হুজুর, এই অভর পেটের জন্তে। কেন
গিয়েছিলাম, আঃ, আমি কেন গিয়েছিলাম!

সে শুক হইয়া কাঠগড়ার রেলিঙে মাথা রাখিল

সরকারী উকিল। কালীচরণ!

কালী। বলতে পারছি না হুজুব, বলতে আমি পাবব না।

সরকারী উকিল। - আমি, জিজ্ঞাসা করছি তোমাকে। তুমি সেখানে
গিয়ে দেখলে তোমাব বিধবা বোন পদ্মকে? রায়বাবু তাকে ভৈরবী
ক'বে নিজের বাগান-বাড়িতে রেখেছিল?

কালী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল

উকিল। দেখে তোমার ইজ্ঞতে আঘাত লাগল?

কালী। ইজ্ঞ? (হাসিল) ছোটলোকের ইজ্ঞ? হুজুব, গরিবের
ছোটজাতের ঘরে সুন্দরী মেয়ে হ'লে দেবতার নৈবিদ্যের মত বড়-
লোকের—উচ্ছ্রাতের নৈবিদ্য হয়। সে কথা নয়।

জজ। তবে?

কালী। সে কথা আমি বলতে পাবব না। না, আমি বলব না।

ধনদাগ্রসাদ এতক্ষণ স্থির শূন্যের মত বসিয়াছিলেন, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন

ধনদা। ধর্ম্মাধিকবণের যদি অকৃত্যমতি হয়, তবে আমি সে কথা বলব।

জজ। তুমি?

ধনদা। উপস্থিত আমি সন্ন্যাসী। সংসার-জীবনে আমার নাম ছিল

সরকারী উকিল জজসাহেবকে কি বলিলেন

ধনদাগ্রসাদ রায়। আমিই ছিলাম সেই ভূমিদার—রায়বাবু।

ধনদাশ্রমাদ সান্দীর কাঠগড়ায় প্রবেশ করিলেন

জজ । বলুন, আপনি কি বলতে চান বলুন ?

ধনদা । মহামান্য বিচারক, আমি সন্ন্যাসী, সত্যই আমার একমাত্র দেবতা । আমি মিথ্যা বলব না । যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সত্যকে কালীচরণ উচ্চারণ করতে পারছেন, সেই সত্যকে আমি স্বীকার কব। কালীচরণই আমাকে এ সত্য জানিয়েছিল । আমি জানতাম না । আমি জানতাম না যে, কামোদেহ ধর্ম্মে ভানে যে পদ্ধতি আমি ব্যাচীরসান্দ্রনী কবেছিলাম সে বাগদিনীর গর্ভে আমাকে পিতার ব্যাচীর-পাপেব ফল, সে আমার ভগ্নী ।

জজ । মাই গড !

সমস্ত আদালতে একটা অশ্রুট গুল্লম উঠিল

ধনদা । আমি জানতাম না । প্রথমে বিশ্বাসও কবি নি । কিন্তু কালীচরণ দোষায় দিলে আমার মুখে এই জরুল, এই তিল, পদ্মের মুখেও ঠিক এক জাযগায এমনই জরুল, এমনই তিল, কালীর মুখেও দেগলাম তাই । মনে পড়ল, আমার বাবার মুখেও তিল এমনই জরুল, এমনই তিল । আশ্চর্য্যের কথা ছজু, পদ্মের মুখেও ওই তিলের সৌন্দর্য্যই আমাকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করেছিল ।

ধনদা শ্রমাদ শুরু হইল

জজ । আর আপনার কিছূ বলবার আছে ?

ধনদা । আছে ।

জজ । বলুন ।

ধনদা । ধর্ম্মাদিকরণের সম্মুখে সত্যকে আংশিকভাবে গোপন করলে, সেও হবে মিথ্যাচরণে মায়িল । ধর্ম্মাবতার, আমার পিতার পাপ, আমার পাপ, তখন বংশবর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মধ্যে প্রকাশ

পেয়েছে। তারও পাপদৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল এই পদ্মর উপর।
বংশের পশুত্ব তাব মধ্যে চরমতম উন্মত্ততায় আত্মপ্রকাশ
করেছিল—উন্মত্ত পণ্ডিতে আব তাতে কোন প্রভেদ ছিল না।

কালী। আমি তাকে জানোথাবের মতই খুন করেছিলাম।

সরকারী উবিল। প্রমদাবাবুকে তুমি খুন কবেছ ?

কালী। ইয়া! তাব আগে দাঙ্গাবাজিত লোকের মাথা ফাটিয়েছি,
লোক মবেছে বিস্তৃত সে তো খুন নয় সে লড়াই। আর এ—
ওঃ—ওঃ—। বড়বাবু, সেদিন তুমি আমাকে অভিসম্পাত
দিয়েছিলে। তোমাব অভিসম্পাতেই—

খনদা। না কালীচরণ, না।

কালী। তবে ? কেন আমি খুন বন্দলাম তাবাচরণকে ? সে আমায়
'বাবা' বলে ডেকেছিল, কেন আমাব মনে হ'ল বড়খোকাবাবু
তোমাকে ডাবে ? হুজুর, ওই ডুলই আমাব সর্বনাশ হয়ে
গেল। বাত্রে যখন পথিক খুন করতাম, তখন প্রতিজনকেই মনে
হ'ত বড়খোকাবাবু। সেদিনও অন্ধকার বাত্রে পথের ওপর ব'সে
ছিলাম, বাদলায় সর্বাঙ্গ ভিজ় হিম হয়ে যাচ্ছিল, আমার অভব পেট
স্বিদেয় জলে যাচ্ছিল। হুজুর সেদিন ঠিক কবেছিলাম আর পাপ
কাজ কববনা—তাই সাউজী চাল দেয় নাই। তাবপর ঘন ঘন
মদেব ভাঁড়ে চুমক দিচ্ছিলাম। চামডার মত পুরু অন্ধকার, তারই
মধ্যে হঠাৎ দেখলাম, শাদা কাঠিব মত কি নডছে। মাথার মধ্যে
শ্বেলে গেল—বড়খোকাবাবু। লাফিয়ে উঠলাম, মারলাম ফাবডা।
সে পডল, চীৎকার করে উঠল, 'বাবা' ! আমি ঠিক শুনলাম
বড়খোকাবাবুর আওয়াজ। ছুটে গিয়ে—আঃ—আঃ—আঃ—।

অধার হইয়া উঠিল

সরকারী উকিল। কালীচরণ! কালীচরণ।

কালী। আঃ—হজুর, আমি বড়গোকাবাবুকে খুন করেছি, কত পঞ্চিক খুন করেছি, শেষে আমার নিজের ছেলেকে খুন করেছি; বিচার কর, আমাকে সাজা দাও, আমাকে ফাঁসি দাও।

আদালত শুরু

কালী। তবে হজুর, ফাঁসির আগে একদিন আমাকে পেট ভরে খেতে দিও হজুর। ভাল—খুব ভাল খাবার, অভর পেটে পেট ভরে, আমাকে খেতে দিও।

জজ। মিঃ বোস, আপনার কিছু বক্তব্য থাকলে বলুন।

উকিল। ইওর অনাব, এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য কিছু নেই।

জজ। (জুরীদের প্রতি) জেন্টল্মেন, আসামী নিজেই অপরাধ স্বীকার করেছে। আপনাদের মত?

ফোরম্যান। ইওর অনাব, আসামী দোষী।

কালী। জয় হোক হজুরের, জয় হোক।

ফোরম্যান। কিন্তু হজুর, আসামীর প্রতি ফাঁসির আদেশের পবিত্রতা আমরা যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড দিতে ধর্মাবিরোধকে অস্বীকার করি।

কালী। না না, ফাঁসি, ফাঁসি, হজুর আমাকে ফাঁসি দাও।

ফোরম্যান। আসামীর যে পাপ, যে অপরাধ, তাই যোগ্য শাস্তি বিধান মাহুশের দণ্ডবিধিতে নেই বলেই সমগ্র বিবেক অদৃষ্ট বিচারক নিজে তার দণ্ডবিধান করেছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। এ ক্ষেত্রে যুহাদাও দলে ঈশ্বরের বিধানকে লঙ্ঘন করা হয় বলে আমরা মনে করি।

জজ। আই অ্যাকসেন্ট ইওর ভারডিক্ট।

কালী। ভগবান! ঈশ্বর! বলতে পার হুজুর, আবার যদি পালিয়ে
গিয়ে আমায় মানুষ খুন কবি, তবে তোমাদের ভগবান আমাকে
আর কোন সাজা দেবে? আর ত আমার তারাচরণ নেই।

জজ। Transportation for life—আসামীর প্রতি যাবজ্জীবন
নির্বাসন দণ্ডের আদেশ দেওয়া হ'ল।

কালীচরণ পাগলের মত হাসিতে লাগিল
ইন্স্পেক্টর। চুপ-চুপ-চুপ কব তুমি।

জজ। ওর মনের আবেগ শেষ করতে দাও ইন্স্পেক্টর—সেটুকু দয়া
দেখাতে কার্পণ্য ক'রো না।

কালী। দয়া! বিচার! ঈশ্বরের দণ্ড
হাস্ত

ধনদা। কালী! কালী!

কালী। দয়া! বিচার। ঈশ্বরের দণ্ড।

উচ্চহাস্ত

ধনদা অগ্রসর হইয়া আসিলেন

ধনদা। কালীচরণ!

কালী। বড় বাবু?

ধনদা। চুপ কব, স্থিৎ হ।

কালী। বড়বাবু, তুমি আমায় মনিব, আমায় ভাই। একটা উপকার
কর হুজুর। জঙ্গসাহেবকে বলে আমায় ফাঁসিও হুকুম করিয়ে
দাও। ফাঁসি। ফাঁসি। বলতে পার, কি ক'রে—কি নিয়ে বেঁচে
থাকব আমি?

ধনদা। ভবানের নামকে সম্বল কর কাল—

কালী। (চীৎকার করিয়া উঠিল) না না না। তার নাম তুমি আমার—

কাছে ক'রো না। ছোট জাত—পাপী আমি, তার নাম নিয়ে কি করব? কি হবে? সে আমার কি করেছে? কি দিয়েছে?
 ধনদা। না না কালী, ও বখ বলিস নি। তাঁর বিধান—
 কালী। তার বিধান? ভগবানের বিধান!

উচ্চহাস্ত

ধনদা। কালী!

কালী। মানি না, মানি না। যে ভগবানের বিধানে তোমার বাবা আমার মাকে ভুলিয়েছিল, তাকে আমি মানি না। যে ভগবানের বিধানে তুমি পদ্মক ভৈববী করিয়েছিলে—

ধনদা। বালোচরণ, আমাকে ক্ষমা কর। ওবে, আমাকে তুই ক্ষমা কর।
 কালী। যে ভগবানের বিধানে আমাদের বাপের সম্পত্তি সব তুমি পাও, তোমাব ছেলেরা পায়, আর আমাব চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত হয়, তাকে আমি মানি না। যে ভগবানের বিধানে তুমি বামুন, আমি বাগদৌ, যার বিধানে তোমাদের জমিতে এত ধান, ঘবে, সিন্দুকে এত আসবাব এত ধন, তোমাদের এত স্বগ, আব আমার গড়া ক্ষেত চ'লে যায়, ভাঙা ঘরে জল পড়ে, পোষপার্বণের দিনে পেটের জ্বালায় বোন বেড়িয়ে চলে যায়, তাকে আমি মানি না। বলতে পাব বডবাবু, তার বিধানে কেন তুমি ছুধে ভাতে পেট পুরে খাও ফেলে দাও, পোষা কুকুবকে দাও, তবু তোমাব ফুরোয় না, আব আমি কেন একবেলা আপপেটা খেতে পাই না, স্বীপুত্রের মুখে তুলে দিতে পাই না? কেন? কেন?

ধনদা। অপবাদ, আমার অপরাধ, আমার পিতৃপুরুষের অপরাধ আমি স্বীকার করছি কালীচরণ। এ বিধান ভগবানের নয়। এ বিধান

মাতৃষের গড়া বিধান। এ বিধান থাকবে না, ভেঙে যাবে। আমি বলছি তোকে, ভেঙে যাবে।

কালী কবে? কবে? কবে?

ইন্স্পেক্টর। (ধনদাকে) আপনি আর কথা বলবেন না। আপনি এখান থেকে চ'লে যান।

ধনদা। কালী, পারিস তো আমায় ক্ষমা করিস ভাই।

গহান

ইন্স্পেক্টর। এস তুমি।

কালী। (জয়ার দিকে চাহিয়া) বউমা।

জা ফি'রগা চাহিল। সেই মুহূর্ত্তেই বাহিরে শব্দ উঠিল 'খুন। খুন।' এবং শব্দকে ছাপাইয়া ভাসিয়া উঠিল পদ্মের হাতধ্বনি। বৃকে ছুরিকাধিক্স অবস্থায় ধনদাপ্রসাদ পিছনে হটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন কন্টেবল পদ্মকে ধরিয়া লইয়া প্রবেশ করিল। পদ্ম হা-হা করিয়া হাসিতেছিল।

কন্টেবল। এই খুন করেছে, এই।

পদ্ম। (হাসিতে হাসিতে) তোমাব ছুরি, তোমার বৃকেই বসিয়ে দিয়েছি।

কালী। পদ্ম!

ধনদা। (বহুবাব মধ্যে) কালী, এইবার আমাকে ক্ষমা কর কালী।

কালী। (ধনদার পাশে বসিল, তারপর উপবের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল) ভগবান, ভগবান, দয়া কর দয়াময়। ক্ষমা কর ঠাকুর। বড়বাবুকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর, পদ্মকে ক্ষমা কর। ম'ম্বকে ক্ষমা কর প্রভু। ভগবান, মাতৃষকে তুমি হিংসে ভুলিয়ে দাও, তাকে তুমি স্বপ্ন দাও, তুমি তার চোখের সাগনে থাক। তাকে তুমি শাস্তি দাও ঠাকুর। তাকে পেট ভ'রে—পেট ভ'রে খেতে দাও দয়াময়!

যবনিকা

